NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ প্রেম ভালোবাসা স্নেহ শ্রদ্ধার রাখিবন্ধন

এশিয়া কাপ: শ্রীলঙ্কায় পৌঁছে গেল মেন ইন ব্লু ৮

কলকাতা ৩১ অগস্ট ২০২৩ ১৩ ভাদ্র ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ৮১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 31.8.2023, Vol.17, Issue No.81, 8 Pages, Price 3.00

প্রত্যাহার করা হল অধীরের সাসপেনশন

নয়াদিল্লি, ৩০ অগস্ট: প্রত্যাহার করা হল লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীর সাসপেনশন। বুধবার সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর সাসপেনশন প্রত্যাহারের প্রস্তাব গ্রহণ করে লোকসভার বিশেষাধিকার কমিটি। এবার এই প্রস্তাব পাঠানো হবে লোকসভা স্পিকারের কাছে। এদিন লোকসভার স্বাধিকার রক্ষা কমিটির বৈঠকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল লোকসভা থেকে সাসপেন্ড হওয়া অধীর চৌধুরীকে। তাঁর উপস্থিতিতে বিশেষাধিকার কমিটি স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের সুপারিশ করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে।

প্রসঙ্গত, বাদল অধিবেশনের শেষ দিন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্পর্কে কিছু আপত্তিকর মন্তব্যের কারণে, অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছিল তাঁকে। মণিপুর হিংসার বিষয়ে আলোচনার সময়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধী নীরব মোদি এবং ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন। এরপর ১১ অগস্ট, 'আপত্তিকর আচরণের' অভিযোগে, লোকসভা থেকে অধীর চৌধুরীকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার প্রস্তাব দেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী। প্রহ্লাদ জোশী তাঁর স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে দাবি করেছিলেন, 'লোকসভা এবং লোকসভার অধ্যক্ষের কর্তৃত্বকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে বারবার ইচ্ছাকৃতভাবে কটু মন্তব্য এবং আপত্তিকর আচরণ করেছেন অধীর চৌধুরী।' সাময়িকভাবে বরখাস্তের পর, সংবাদমাধ্যমের সামনে কংগ্রেস সাংসদ জানিয়েছিলেন, তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের যুক্তিগুলি স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা। তিনি শুধুমাত্র মনের ভাব প্রকাশ করেছিলেন কাউকে আঘাত করতে চাননি। একইসঙ্গে অধীর চৌধুরী এও জানিয়েছিলেন, তাঁর এই সাময়িকভাবে বরাখাস্তের আদেশকে তিনি সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন।

পরে বিশেষাধিকার কমিটিকেও অধীর চৌধুরী জানান, কারও অনুভূতিতে আঘাত করার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না তাঁর। বাদল অধিবেশন চলাকালীন সংসদে ভিতর তিনি যে মন্তব্যগুলি করেছিলেন, তার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশও করেন। এরপরই তাঁকে লোকসভা থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয় বিশেষাধিকার কমিটি। সদস্যপদ এরপর, বিশেষাধিকার কমিটির সভাপতি তথা বিজেপি সাংসদ সুনীল কুমার সিং লোকসভা অধ্যক্ষের কাছে এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন জমা দেন।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ সেকেন্ডারি, 'ইন্ডিয়া'ই এখন দেশের মুখ

মুম্বই পৌঁছে বার্তা দিলেন মমতা

মুম্বই, ৩০ অগস্ট: আজ থেকে মুম্বইতে শুরু হচ্ছে ইন্ডিয়া জোটের মেগা বৈঠক। দু'দিনব্যাপী এই বৈঠকে আসন্ন ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে যে সব অ-বিজেপি রাজনৈতিক দল এক ছাতার তলায় এসেছেন তাদের শীর্ষ নেতৃত্বরা। অর্থাৎ সে দিক থেকে হিসেব করলে এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা দেশের ২৬টি অ-বিজেপি রাজনৈতিক দলের তাবড় শীর্ষ নেতৃত্বের। আর এই বৈঠক ঘিরে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারনা ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদিকে কেন্দ্রের সরকার থেকে উৎখাত করার জন্য একাধিক রণকৌশল নেওয়া হতে পারে ইন্ডিয়া জোটের এই বৈঠকে।

তবে এই জোট ঘিরে একটা প্রশ্ন কিন্তু বারবার ঘুরেফিরে আসছে আমজনতার মনে। তা হল ইন্ডিয়া জোটের প্রধানমন্ত্রী মুখ কে হতে চলেছেন। আর এই ইস্যুতে এবার মুখ খুলতে দেখা গেল তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

বৈঠকে যোগ দিতে বুধবারই মুম্বই পৌঁছে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিমানবন্দর থেকে নেমে সোজা তিনি পৌঁছে যান অমিতাভ বচ্চনের জলসার বাংলোতে। সেখানে তিনি অমিতাভ বচ্চনের হাতে রাখি পরিয়ে দেন। এরপর জলসার বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর সামনে প্রশ্ন রাখা হয়, আম আদমি পার্টির একাংশের তরফে ইন্ডিয়া জোটের প্রধানমন্ত্রী মুখ হিসেবে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে প্রজেক্ট করা হচ্ছে, সেখানে মমতার নিজের কাকে পছন্দ তা নিয়েই। জবাবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো জানান, 'আমি এই বিষয়ে কাউকে কোনও মন্তব্য করিনি। এটা আমার কাছে সেকেন্ডারি বিষয়। আমরা সকলেই সমান। আমরা সকলেই ইন্ডিয়া জোটের সদস্য। আমরা সকলে মিলেই ইন্ডিয়া পরিবার। ফলে যা সিদ্ধান্ত হবে সকলে মিলেই

নেওয়া হবে। তবে আপাতত আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্যে দেশকে বাঁচানো। জনকল্যাণে একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া। আর যদি প্রধানমন্ত্রী মুখে কথা বলেন, তবে বলব 'ইন্ডিয়া'ই এখন দেশের মুখ।'

উল্লেখ্য, বুধবার সকাল থেকেই ইন্ডিয়া জোটের আহ্বায়ক পদে একাধিক নাম নিয়ে চর্চা চলছে। কয়েকদিন আগে এই পদে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের নাম ভেসে এসেছিল। কিন্তু, সম্প্রতি তিনি কোনও পদ নিতে অস্বীকার করেন। ফলে নীতিশ কুমারের বদলে এই জোটের আহ্বায়ক হিসেবে পরবর্তী যে নাম সামনে আসছে তা হল মল্লিকার্জুন খাড়গের। সূত্রে খবর, কংগ্রেসের সভাপতির নামেই সর্বসম্মতিক্রমে সিলমোহর পড়েছে।

আবার এদিন সকালেই আম আদমি পার্টির একাংশের তরফে কনভেনর পদের জন্য অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নাম প্রস্তাব করা হয়। পাশাপাশি প্রস্তাব করা হয়, ইন্ডিয়া জোটের প্রধানমন্ত্রী মুখ করা হোক দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে। তবে বিকেলে যদিও সেই জল্পনা জল ঢালেন কেজরিওয়াল ক্যাবিনেটেরই এক মন্ত্রী।

এদিকে বিজেপির তরফ থেকে ইন্ডিয়া জোটের প্রধানমন্ত্রীর মুখ নিয়ে যে কটাক্ষ করা হয় তারও জবাব দেওয়া হয় জোটের তরফ থেকে। জানানো হয় যে, 'আমাদের সকলেই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্য।'

সিসি ক্যামেরা: যাদবপুরকে ৩৮ লক্ষ টাকা শিক্ষা দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর জন্য প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করল রাজ্য সরকার। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, এই নিয়ে শিক্ষা দপ্তরের প্রস্তাব অর্থ দপ্তরের বিচারাধীন ছিল। অর্থ দপ্তর সেই প্রস্তাব বিবেচনা করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্যামেরা লাগানোর জন্য ৩৭ লক্ষ ৩৮ হাজার ৪৮৪ টাকা মঞ্জুর করেছে। তবে চূড়ান্ত ভাবে অর্থ বরাদ্দ হতে আরো কিছুটা সময় লাগবে। ফলে কবে থেকে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর প্রক্রিয়া শুরু হবে তা এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট নয়।

দিন কুড়ি আগে, যাদবপুরের এক ছাত্রের মৃত্যু নিয়ে তোলপাড় হয়েছে রাজ্য। এই মৃত্যুর ঘটনা নাড়া দিয়েছে শিক্ষা প্রশাসনকেও। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউকে এই ঘটনার পর অনেক ভাবেই বিভিন্ন পরিস্থিতি সম্মুখীন হতে হয়। এই মঙ্গলবার সেই প্রসঙ্গেই তিনি জানান, যাদবপুর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেখানে সিসিটিভি

ক্যামেরা লাগানোর দায়িত্ব কখনোই কর্তৃপক্ষের হতে পারে না সেই দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে সরকারি পক্ষ থেকে নেওয়া উচিত। এছাড়াও তিনি আরও জানান, তিনি একটি সরকারি সংস্থার সঙ্গে সিসিটিভি লাগানো সম্পর্কে কথা বলেন কিন্তু কবে, কোথায়, কিভাবে, সেই কাজ শুরু হবে তার সম্পর্কে তারা কিছু জানায়নি।

প্রসঙ্গত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রের মৃত্যু ঘটনার পরে থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য ইউজিসি যে নির্দেশ রয়েছে তা যাদবপুর মানেনি এই প্রশ্ন উঠে আসে। এই নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে যায় এমতাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য ঘোষণা করেন ক্যাম্পাসের সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর প্রক্রিয়া খুব শীঘ্রই শুরু করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীকে রাখি পড়ালেন পড়ুয়ারা

নয়াদিল্লি, ৩০ অগস্ট: বুধবার সারা দেশে পালিত হল রাখিবন্ধন উৎসব। আর সেই উৎসবে মাতলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। দিল্লির একটি সরকারি স্কুলের পড়ুয়ারা তাঁর হাতে বেঁধে দেয় রাখি। রাখির দিন সকালেই দেশের মানুষকে রাখিবন্ধন উৎসবের শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী । সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, 'পরিবারের সব সদস্যদের রাখিবন্ধনের শুভেচ্ছা জানাই। ভাই-বোনের অটুট বিশ্বাস ও গভীর ভালবাসার প্রতীক এই উৎসব। রাখি আমাদের সংস্কৃতির পবিত্র প্রতিচ্ছবি। আমার বিশ্বাস, এই উৎসবের মাধ্যমে স্নেহ, সদ্ভাব, সৌহার্দ্য সকলের জীবনে ছড়িয়ে পড়বে।'

নবম-দশমেও শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে উঠল বেনিয়মের অভিযোগ

দুই চাকরিপ্রার্থীকে নিয়োগের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুধু প্রাথমিক-ই নয় এবার সামনে এল নবম-দশমে শিক্ষক নিয়োগে বেনিয়মের অভিযোগ। মেধাতালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও দু'জন চাকরি পাননি বলেই অভিযোগ। অবশেষে বুধবার ওই দুই চাকরি প্রার্থীকে নিয়োগের নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। এক সপ্তাহের মধ্যে দু'জনকেই সুপারিশ দিয়ে চাকরি দিতে হবে বলেই স্কুল সার্ভিস কমিশনকে নির্দেশ।

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে এসএলএসটিতে নিয়োগের দাবিতে মামলা করেছিলেন সালমা সুলতানা। তাঁর দাবি, মেধাতালিকায় ২০৮ র‍্যাংক হওয়া সত্ত্বেও তিনি চাকরি পাননি। এরপর আদালত কমিশনকে কাউন্সেলিং করে চাকরি দেওয়ার নির্দেশ দেয়। সেইমতো কমিশন কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করে। এসএলএসটি উত্তীর্ণ সালমা সুলতানা ইন্টারভিউ দেন। এরপর কাউন্সেলিং জন্য তাঁকে এখনও ডাকা হয়নি বলেই অভিযোগ। অথচ তাঁর রোল নম্বরে সুপারিশ এবং নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। এসএমএসে যোগদানের কথাও বলা হয়। এই ঘটনা কী করে হওয়া সম্ভব এবার তারই রিপোর্ট চাইল আদালত। এই রকমই একই ঘটনা

ঘটেছে রিক্তা চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও।

এদিকে কমিশনের তরফ থেকে রিপোর্ট দিয়ে জানানো হয় সালমা ও রিক্তার মতো দু'শোরও বেশি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের এসএমএসের মাধ্যমে চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এঁদের মধ্যে পঞ্চাশের বেশি শিক্ষককে নিয়োগপত্রের হার্ডকপিও কমিশন দিতে পারেনি। রাজ্যের তরফে জানানো হয়, ওই দুই চাকরিপ্রার্থীর আবেদন করা স্কুলে শূন্যপদ আছে। এরপরই বিচারপতি দু'জনকেই নিয়োগপত্র দেওয়ার নির্দেশ দেন।

আজ যাদবপুরে আসতে পারে ইসরোর দল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে পারে ইসরোর দল, এমনটাই সূত্রে খবর। এর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আচার্য সিভি আনন্দ বোস কথা বলেছিলেন ইসরোর চেয়ারম্যানের সঙ্গে। তখনই ইসরোর দলের আসার কথা হয়েছিল। আজ ইসরোর এই দল পা রাখতে পারে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সূত্রের খবর, ইসরোর এই প্রতিনিধি দল মূলত দেখতে চাইছে উন্নত প্রযুক্তি যেমন ভিডিও অ্যানালিটিক্স, টার্গেট ফিক্সিং-এর মতো প্রযুক্তি যাদবপুরে কাজ করবে কি না। রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি নিয়েও হতে পারে মিটিং। শুধু তাই নয়, এও শোনা যাচ্ছে হস্টেলেও যেতে পারে ইসরোর দল। কারণ, র‍্যাগিং নির্মূল করতে ইসরোর থেকে প্রযুক্তিগত সাহায্য নেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছিল। রাজ্যপাল এই নিয়ে ইসরোর সঙ্গে আলোচনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউকে। এদিকে এও খবর মিলছে, গত শুক্রবার ইসরোর সঙ্গে সেই সংক্রান্ত বৈঠকও করেছেন উপাচার্য। সেখানে প্রযুক্তিগত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে তাঁদের বলে জানা গিয়েছে। উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ তখনই জানিয়েছিলেন, আগামী দিনে ইসরোর একটি টিম আসতে চলেছে যাদবপুরে। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শীঘ্রই সেই কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে আশ্বস্ত করেন যাদবপুরের উপাচার্য। সেই কারণেই আশা করা হচ্ছে এদিন যাদবপুরে আসতে পারে ইসরোর দল।

রাখি পরিয়ে অমিতাভকে 'ভারতরত্ন' উল্লেখ মমতার

মুম্বই, ৩০ অগস্ট: গত কয়েক বছর ধরে আন্তর্জাতিক কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের নিয়মিত অতিথি তিনি। এ বার বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোতেও অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'ইন্ডিয়া'র বৈঠকে যোগ দিতে বুধবার দুপুরের বিমানে কলকাতা থেকে মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা হন মমতা। মুম্বই বিমানবন্দরে নেমেই সোজা চলে যান অমিতাভ, জয়া বচ্চনদের বাড়ি 'জলসা'য়। সেখানে ছিলেন অভিষেক বচ্চন, ঐশ্বর্য রাই বচ্চন এবং তাঁদের কন্যা আরাধ্যাও।জলসা থেকে বেরিয়ে মমতা বলেন, 'জয়া, অভিষেক, ঐশ্বর্য, শ্বেতা, আরাধ্যার সঙ্গে অনেক আড্ডা দিলাম। ওরা খুব ভাল। অনেক পুরনো দিনের কথা আলোচনা হয়েছে। অমিতাভজি যখন কলকাতায় কেরিয়ার শুরু করেছিলেন সেসব কথা হচ্ছিল। অমিতাভজি প্রতি বছর আন্তর্জাতিক কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে থাকেন। এ বার আমি তাঁকে পুজোয় আমন্ত্রণ জানিয়েছি।'

মমতা যে মুম্বই পৌঁছে প্রথমে বচ্চন-বাড়িতে যাবেন তা আগেই ঠিক ছিল। বুধবার অমিতাভ, অভিষেক-সহ সবার হাতেই রাখি পরিয়েছেন মমতা। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, 'আজকে সত্যিই খুব খুশি। আমি মুম্বইয়ে অনেকবার এসেছি। কিন্তু এই প্রথম মুম্বইয়ে এসে ভারতরত্ন অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে সাক্ষাত হল। আমি অমিতাভজিকে ভারতরত্নই মনে করি। আমার হাতে থাকলে আমি এখনই ভারতরত্ন দিয়ে দিতাম। এই পরিবার ভারতের একনম্বর পরিবার। বচ্চন পরিবারের অনেক অবদান রয়েছে।'

এর আগেও অমিতাভকে ভারতরত্ন দেওয়ার ব্যাপারে সওয়াল করেছিলেন মমতা। সেই সময়ে প্রশ্ন উঠেছিল, রাষ্ট্রীয় সম্মান নিয়ে এই কথা বলা যায় কি না তা নিয়ে।

ফের রক্তাক্ত মণিপুর, গোষ্ঠী সংঘর্ষে মৃত ২

ইম্ফল, ৩০ অগস্ট: ফের রক্ত ঝরল হিংসাদীর্ণ মণিপুরে। চূড়াচাঁদপুর ও বিষ্ণুপুর এলাকার সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন দু'জন। গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আরও এক। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, মঙ্গলবার কুকি অধ্যুষিত চূড়াচাঁদপুর ও মেতেই অধ্যুষিত বিষ্ণুপুর এলাকায় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে দুই গোষ্ঠী। ঘটনার সূত্রপাত হয়, ত্রাণ শিবিরে এক কুকি ভলান্টিয়ারের মৃত্যু হলে। বোমা বিস্ফোরণে প্রাণ হারান জংমিনলুন গাঙ্তে নামে সেই ব্যাক্তি। এরপরই অশান্তি ছড়ায় দুই গ্রামে। গুলির লড়াইয়ে প্রাণ হারান লাইবুজাম ইনাও নামে এক মেতেই। গুলিবিদ্ধ হয়ে আরও এক ব্যাক্তি ইম্ফলের এক হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। গোটা ঘটনায় আহত হয়েছেন মোট সাত জন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় কয়েক জায়গায় গুলির চলেছে। এছাড়াও বিক্ষোভকারীদের সমাবেশে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে মণিপুরে। বিষ্ণুপুর ও থাউবাল জেলায় তল্লাশি চালিয়ে মণিপুর পুলিশ একটি বন্দুক, ২০টি কার্তুজ, সাতটি বোমা উদ্ধার করে। এরপর তারা সকলকে অনুরোধ জানান, লুট করা অস্ত্রসস্ত্র ও বিস্ফোরক কাছের কোনও থানা কিংবা নিরাপত্তাবাহিনীর কাছে দ্রুত ফেরত দিয়ে দেওয়ার জন্য।

সুতপা হত্যাকাণ্ডে আজ সাজা ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিরলের মধ্যে বিরলতম অপরাধ করেছেন সুশান্ত চৌধুরী। বহরমপুরের কলেজছাত্রী খুনে দোষী সাব্যস্ত হওয়া সুশান্তের দৃষ্টান্তমূলক সাজার দাবি জানালেন সরকারি পক্ষের আইনজীবী। চাওয়া হল ফাঁসি। অন্যদিকে, সুশান্তের আইনজীবীর দাবি, আবেগের বশে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন তাঁর মক্কেল। তাঁর বয়স কম। তাঁকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হোক। দুই পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বুধবার আদালত জানিয়েছে আজ সাজা ঘোষণা হবে।

ধর্নায় অনুমতি মিলল না

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকে ২১ জুলাই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক 'দিল্লি চলো'র ডাক দিয়েছিলেন। ঘোষণা করেছিলেন, আগামী ২ অক্টোবর গান্ধি জয়ন্তীতে ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রাখা-সহ কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তুলে দিল্লির রাজপথে সরব হবেন। পরে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কর্মসূচিতে যোগদানের কথা বলেন। কিন্তু বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ অভিযোগ করেন, দিল্লি পুলিশ তৃণমূলকে ওই কর্মসূচির অনুমতি দেয়নি।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

যাদবপুরকাণ্ডে তিনজনের জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে কয়েকদিন আগেই জয়দীপ ঘোষ নামে যাদবপুরের এক প্রাক্তনীকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। ৯ অগস্ট রাতে ঘটনার পর পুলিশ যাদবপুরের মেইন হস্টেলে ঢুকতে গেলে তাঁদের বাধা পেতে হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, জয়দীপকে এই কাজে সাহায্য করেছিলেন যাদবপুরের বর্তমান ছাত্র দীপশেখর দত্ত ও মনোতোষ ঘোষ। এদিন এই মামলায় তিনজনকেই তোলা হয় আলিপুর আদালতে। সেখানেই তিন ধৃতের আইনজীবী ও সরকার পক্ষের আইনজীবীর সওয়াল শোনার পর এই মামলায় তিনজনেরই জামিন দেয় আদালত। অভিযুক্তদের আইনজীবী জানিয়েছেন, এই মামলায় তিনজনকেই জামিন দিয়েছে আদালত। তবে জামিন পেলেও জেল থেকে মুক্তি পাবেন শুধু জয়দীপ। বাকিদের এখনও থাকতে হবে পুলিশ হেপাজতেই।

ব্যারাকপুরে বন্দিদের রাখি পরালেন মানবাধিকার সংগঠনের সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভাই-বোনের মিষ্টি-মধুর সম্পর্কের উৎসব রাখিবন্ধন। বুধবার চার দেওয়ালে আবদ্ধ বন্দি জীবনে খুশির আমেজ এনে দিল রাখিবন্ধন উৎসব। এদিন ব্যারাকপুর উপ-সংশোধনাগারের বন্দি ভাইদের হাতে রাখি পড়ালেন কলকাতার হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া নামক মানবাধিকার সংগঠনের দিদি-বোনেরা। টানা ১২ বছর ধরে ব্যারাকপুর উপ-সংশোধনাগারে বন্দিদের রাখির সুতোয় আবদ্ধ করে চলেছে এই মানবাধিকার সংগঠন। উক্ত সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক চন্দ্র শেখর দে বলেন, বিচারাধীন বন্দিরা এই মেল বন্ধন উৎসবের স্বাদ নিতে পারেন না। তাই তাঁদের মুখে হাসি ফোটাতেই প্রতি বছর এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। চন্দ্র শেখর বাবুর কথায়, বন্দি দশা কাটিয়ে ওরা যাতে ফের সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসতে পারে, তারা সর্বদা সেটাই চান। চন্দ্র শেখর বাবু জানালেন, ব্যারাকপুর ছাড়াও জলপাইগুড়ি, মাথাভাঙা, বহরমপুর, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, তুফানগঞ্জ, শিলিগুড়ি , কন্টাই, তমলুক ও ডায়মন্ডহারবার সংশোধনাগারে তাদের সংগঠনের দিদি-বোনেরা বিচারাধীন বন্দি ভাইদের হাতে রাখি পড়ান। এদিন ব্যারাকপুর উপ-সংশোধনাগারে হাজির ছিলেন উক্ত সংগঠনের সেন্ট্রাল কমিটির এক্সিকিউটিভ সদস্য মানস রায়, রাজ্য পর্যবেক্ষক সুশান্ত সরকার, ব্যারাকপুর মহকুমা সম্পাদক অর্জুন দাস, উত্তর ২৪ পরগনা ওমেন সেলের সম্পাদিকা মধুমিতা বসু, সবিতা কর, কোষাধ্যক্ষ রুপালি দে, প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার অশোক ব্রহ্ম প্রমুখ।

দশ লক্ষের বেশি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে স্মার্ট ফোন কিনতে টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি বছরেও দশ লক্ষের বেশি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে স্মার্ট ফোন বা ট্যাব কিনতে অর্থ সহায়তা করবে রাজ্য সরকার। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো শুরু করা হবে বলে নবান্নে অর্থ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। শিক্ষক দিবস উপলক্ষে রাজ্য সরকারের তরফে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। সেই অনুষ্ঠান থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আনুষ্ঠানিকভাবে এই অর্থ সাহায্যের প্রক্রিয়া শুরু করবেন।

উল্লেখ্য, করোনা পরিস্থিতিতে অনলাইন ক্লাসে যাতে সমস্ত পড়ুয়ারা অংশ নিয়ে পড়াশোনা করতে পারে তার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সাড়ে ৯ লক্ষ ট্যাব দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর থেকে এপর্যন্ত প্রতিবছরই ওই প্রকল্পে অর্থসাহায্য করছে রাজ্য সরকার।

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে যে সমস্ত পরীক্ষার্থী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবেন, তাঁদেরই এ বার ১০ হাজার টাকা করে মোবাইল, ট্যাব ও কম্পিউটার কিনতে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। সরকারি, সরকার অনুমোদিত ও সরকার পোষিত স্কুলে উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রীদের এই আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যে স্কুলে স্কুলে গিয়ে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর নেওয়ার পাশাপাশি তাদের পাসবইয়ের কপিও নেওয়া হয়েছে।

কোভিড অতিমারির পর ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত প্রকল্প হাতে নিতে তৈরি রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার বিভিন্ন দপ্তরের ওপর জারি থাকা কোভিড অতিমারিজনিত আর্থিক বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে নিয়েছে। পূর্ত, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, পঞ্চায়েত, সেচ, নগরোন্নয়ন, স্বাস্থ্য দপ্তরের মত বড় দপ্তর অর্থ দপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত প্রকল্প হাতে দিতে পারবে বলে জানানো হয়েছে।

এর আগে কোভিডজনিত পরিস্থিতির কারণে ২০২১ সালের জুন মাসে বিভিন্ন দপ্তরের প্রকল্প ব্যয় হ্রাস করা হয়েছিল। শুধুমাত্র পূর্ত এবং নগরোন্নয়ন বিভাগকে দেড় কোটি টাকা পর্যন্ত প্রকল্প গ্রহণ করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য দপ্তরকে একান্ত জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ৩০ লক্ষ টাকার বেশি প্রকল্প খরচ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। অতিমারি পরিস্থিতি কেটে গেলেও সেই বিধিনিষেধ এতদিন পর্যন্ত বহাল ছিল। সম্প্রতি অর্থসচিব মনোজ পন্থ এবিষয়ে এক নতুন নির্দেশিকা জারি করে প্রকল্প ব্যয়ের ওপর অতিমারিকালীন আরোপিত বিধিনিষেধগুলিকে অনেকাংশে শিথিল করার কথা জানিয়েছেন। এখন সুন্দরবন, পশ্চিমাঞ্চল, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ একটি প্রকল্পে তিন কোটি টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারবে বলে জানানো হয়েছে। আবাসন, ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প দপ্তর একটি প্রকল্পে দেড় কোটি কোটি টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারবে। অন্যান্য বিভাগগুলি এখন ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রকল্প খরচ করতে পারবে বলে জানানো হয়েছে।

অর্থ দপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন দপ্তরের প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর অতিমারির কারণে রাজ্য সরকার সরকারি দপ্তরে নতুন গাড়ি, অফিসের আসবাবপত্র কেনার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, অফিস সাজানোর জন্য এবং সমস্ত অফিসারকে ইকোনমি ক্লাসে ভ্রমণ করার নির্দেশ দিয়েছিল। সেই বিধি নিষেধও প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোভিডবিধি নিষেধ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। তারপরেই সরকারি দপ্তরের আর্থিক বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে অর্থ দপ্তর।

আনফিট অভিযোগ উঠতেই ৪টি ভেসেল বন্ধ করা হল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হুগলি নদী জলপথ পরিবহন সমিতির 'আনফিট ভেসেল'-এর অভিযোগ উঠতে ও এ নিয়ে খবর প্রকাশিত হতেই বুধবার সংস্থার তরফ থেকে নাজিরগঞ্জ-মেটিয়াবরুজ,বাউরিয়া-বজবজ রুটে চারটি ছোট ভেসেল বসিয়ে দিল কর্তৃপক্ষ। বিনা নোটিসেই এই চারটি ভেসেলকে বসানো হয়েছে। এছাড়াও বাউরিয়া-বজবজ রুটে একটি বড় ভেসেল বসিয়ে দেওয়া হয়। এর মধ্যে বাউরিয়া-বজবজ থেকে দু'টি ভেসেল জলশক্তি, দৃষ্টি বন্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি নাজিরগঞ্জ-মেটিয়াবরুজ রুটে তিনটি ছোট ভেসেল জলপথ, জলপরী, জলযান নামের ভেসেল বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদিও বাতিল হওয়া ভেসেলের রুটে ২ টি বড় ভেসেল পরিষেবা অব্যাহত রাখা হয়েছে। পাশাপাশি অভিযোগ যে দুটি ভেসেলকে দিয়ে পরিষেবা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ সেই দুটি বড় ভেসেলেরও ফিট সার্টিফিকেট ও সার্ভে হয়নি বলেই অভিযোগ। হাওড়া-আর্মেনিয়াম-ফেয়ারলি-বাবুঘাট-নাজিরগঞ্জ রুটে যে ১০টি বড় ভেসেল চালানো হচ্ছে এই মুহূর্তে , তার ৯টি বড় ভেসেলের ফিট সার্টিফিকেট বা সার্ভে করা হয়নি। এই পরিস্থিতিতেও সেই ভেসেলগুলো চালানোর অভিযোগ উঠছে হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমিতির বিরুদ্ধে। আনফিট ও সার্ভে ছাড়া চালানো ভেসেলগুলো নাম যথাক্রমে রায় মঙ্গলজন উদ্যোগ, জনসেবা, ক্যারাভান, অগ্রগতি, নন্দিনী, জল জীবন, জলসাথী, মেঘমা , কংসাবতী। যার যার মধ্যে শুধু কংসবতী ভেসেলের সার্ভে ও ফিট সার্টিফিকেট রয়েছে।

এছাড়া রামকৃষ্ণপুর ঘাট-বাবুঘাট-শিবপুর ঘাটে চলাচলকারী কাঠের ভেসেলের মালিকের ব্যক্তিগত অফিস চালানোর জন্য কলকাতার বাবুঘাট নতুন জেটি লাগোয়া পোর্ট ট্রাস্টের জমিতে তৈরি করা হচ্ছে অবৈধ গুমটি তৈরির অভিযোগ উঠেছে।

এছাড়াও গাদিয়ার-বাউরিয়া রুটে চালানো হচ্ছে ডবল ইঞ্জিন ভেসেল। রাজ্য পরিবহন দফতরের দেওয়া এই ভেসেলে দৈনিক জ্বালানির খরচ ৫০-৬০ লিটার। অভিযোগ উঠেছে তেলের কমিশন থেকে অর্থ লুটের উদ্দেশ্যেই এই ভেসেলকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমিতির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রসঙ্গে দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অরূপ রায় জানিয়েছেন পরিবহণ মন্ত্রীর সঙ্গে তার কথা হয়েছে। ১ সেপ্টেম্বর তিনি বিধানসভাতে মন্ত্রীর সঙ্গে এই বিষয়ে বৈঠক করবেন।

দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন মেট্রোর জিএম-এর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি বুধবার দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন করেন। এর আগে তিনি গত ৩০ অগস্ট দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন করেন। এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন মেট্রো রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। কলকাতা মেট্রোর জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, এদিন সন্ধ্যায় তিনি পার্ক স্ট্রিট স্টেশন থেকে দক্ষিণেশ্বর যান মেট্রোতে। এরপর এদিন দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনের পাশাপাশি স্কাইওয়াকও পরিদর্শন করেন কলকাতা মেট্রোর এই শীর্ষকর্তা। এরই পাশাপাশি তিনি দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনের কর্মী ও যাত্রীদের সঙ্গে কথাও বলেন। দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে পরিদর্শন শেষে কলকাতা মেট্রোর এই শীর্ষকর্তা বরানগর স্টেশনে পৌঁছান। তিনি বি. টি. রোড থেকে বরানগর স্টেশন পর্যন্ত অ্যাপ্রোচ রোড এবং পূর্ব রেলওয়ের সঙ্গে যাত্রী ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টও পরিদর্শন করেন। প্রস্তাবিত বরানগর-ব্যারাকপুর মেট্রো করিডরের যে ১২.৫ কিলোমিটার পথ রয়েছে তার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কেও তাঁকে অবহিত করা হয়। কলকাতা মেট্রোর জনসংযোগ আধিকারিক জানান, দক্ষিণেশ্বর ও বরানগর স্টেশনের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচ্ছন্নতা দেখে কলকাতা মেট্রোর শীর্ষকর্তা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ব্যারাকপুরে খুন! গ্রেপ্তার এক বন্ধু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : যুবককে রড দিয়ে মাথায় আঘাত করে খুন করার অভিযোগ উঠল বন্ধুর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার ভোর রাতে টিটাগড় থানার ব্যারাকপুর পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের পাইপ রোড এলাকায়। মৃত যুবকের নাম সঞ্জীব দাস ওরফে বিল্লু। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পাইপ রোডে মদের আসরে রাতভর ছিল সঞ্জীব ও শেখ জুম্মান। সেই আসরে মত্ত দু'জনের মধ্যে বচসা বাধে। অভিযোগ, বচসা চলাকালীন জুম্মান লোহার রড দিয়ে সঞ্জীবের মাথায় আঘাত করে। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে সঞ্জীব। তাঁকে তৎক্ষনাৎ ব্যারাকপুর বি এন বোস মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে।

জান গিয়েছে, ব্যারাকপুর খটিক পাড়ার বাসিন্দা অভিযুক্ত শেখ জুম্মান দশ বছর জেলবন্দি ছিল। সদ্য জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে শেখ জুম্মান। মদের আসরে কি নিয়ে বিবাদের জেরে এই ঘটনা, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। স্থানীয় কাউন্সিলর তপন কুমার দে বলেন, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দুই বন্ধুর মধ্যে বচসা থেকে মারপিট বেধেছিল। জুম্মান রড দিয়ে সঞ্জীবের মাথায় আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ অভিযুক্ত জুম্মানকে গ্রেপ্তারও করেছে।

ইস্টার্ন রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ মেডিক্যাল ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ডাঃ মিহিরকুমার চৌধুরী। এর আগে তিনি দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের প্রধান চিফ মেডিক্যাল ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন।

ধূপগুড়িতে আরও ১৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন ধূপগুড়ি: বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে আরও ১৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করল নির্বাচন কমিশন। ৭ কোম্পানি বিএসএফ, তিন কোম্পানি করে সিআরপিএফ এবং সীমা সুরক্ষা বল এবং ২ কোম্পানি আইটিবিপি জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে। এর ফলে ওই কেন্দ্রে সব মিলিয়ে ৩০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হল।

৫ সেপ্টেম্বর ধূপগুড়িতে উপনির্বাচন। আর এক সপ্তাহ বাকি নেই। ইতিমধ্যেই উপনির্বাচনের প্রচার শুরু করে দিয়েছে সব দল। জাতীয় নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, ধূপগুড়ির উপনির্বাচনে ৩০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে। জানা গিয়েছে, প্রথমে ঠিক ছিল ১৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীই থাকবে। তবে পরে আরও বাহিনী বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় জাতীয় নির্বাচন কমিশন। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই বাকি ১৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ধূপগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে।

মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: বুধবার সকালে চন্দ্রকোনা থানার কুয়াপুর এলাকায় ধানের খেত থেকে এক যুবতীর গলাকাটা মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কুয়াপুর এবং বালা গ্রামের সংযোগকারী মাটির রাস্তার পাশে ধানের ক্ষেতে গলাকাটা ওই যুবতীর দেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা চন্দ্রকোনা থানায় খবর দেন। চন্দ্রকোনা থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে। ঘটনা তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে ওই যুবতীর নাম পরিচয় জানা যায়নি। গলাকাটা দেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

কৃতীদের বাছতে তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতার আয়োজন

কলকাতা: গত ২৩ অগস্ট তাইকোন্ডো অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে কলকাতা জেলা তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য ছিল আগামী ৮ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পুরুলিয়ায় আয়োজিত রাজ্য তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতার জন্য কৃতীদের বাছাই করা।

এদিনের এই প্রতিযোগিতায় কলকাতা জেলার ৭টি ক্লাব থেকে পুরুষ ও মহিলা বিভাগের বিভিন্ন স্তরে ২০০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। এদিনের এই জেলা স্তরীয় প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দমকল ও জরুরি পরিষেবা তথা অগ্নি নির্বাপক মন্ত্রণালয়ের স্বাধীন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সুজিত বসু। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দমদম পুরসভার উপ পুরপ্রধান তথা তাইকোন্ডো অ্যাসোসিয়েশনের কলকাতার সভাপতি নিতাই দত্ত। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য বিশিষ্টজনেরাও।

'জাতীয় শিক্ষক সন্মান' পাচ্ছেন হাওড়ার শিক্ষক চন্দন মিশ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: 'জাতীয় শিক্ষক সন্মান' রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেতে চলেছেন নিশ্চিন্দা রঘুনাথপুর নফর একাডেমির প্রধান শিক্ষক চন্দন মিশ্র। দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে বর্তমান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁর হতে জাতীয় শিক্ষকের পুরস্কার তুলে দেবেন।

২০২৩ সালের জাতীয় শিক্ষকের সম্মানে ভূষিত হলেন হাওড়ার নিশ্চিন্দা রঘুনাথপুর নফর একাডেমির প্রধান শিক্ষক চন্দন মিশ্র।

সারা দেশ থেকে বাছাই করা ৫০ জন শিক্ষকদের যে চূড়ান্ত তালিকা মনোনীত করা হয় তাদের মধ্যে কুড়ি নম্বর স্থানে রয়েছেন হাওড়ার এই শিক্ষক। চন্দন বাবু জানান, 'আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর আমাকে রাজধানীতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি আমার হতে জাতীয় শিক্ষকের পুরস্কার তুলে দেবেন।'

জাতীয় শিক্ষকের সম্মান পাওয়াতে স্বভাবতই খুশির হাওয়া হাওড়া রঘুনাথপুর নফর অ্যাকাডেমি স্কুলে। একইভাবে আপ্লুত চন্দন মিশ্র বলেন, ' ২২ বছর আগে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। ২০২২ সালে রাজ্য সরকার আমাকে 'শিক্ষারত্ন' সম্মানে ভূষিত করেন। এবার জাতীয় সম্মানে আমি গর্বিত।' আদতে উত্তর ২৪ পরগনার বরানগরের বাসিন্দা চন্দনবাবু তার শিক্ষকতার জীবন শুরু ২০০১ সাল থেকে। প্রথম প্রায় চার বছর শিক্ষকতা করেন কলকাতার খিদিরপুর একাডেমি স্কুলে।

সেখান থেকে বদলি হয়ে গ্রামীণ হাওড়ার বাগনান কুলগাছিয়ার কামিনা হাই স্কুলে আসেন। সেখানে প্রায় দশ বছর শিক্ষকতা করেন। চন্দনবাবু আরো বলেন, ' আমি অন্যান্য শিক্ষকদের মতোই একজন মানুষ গড়ার কারিগর। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আরো উন্নত করার যে স্বপ্ন আমি দেখি এই সম্মান আমাকে আগামী দিনে সেই কাজে আরও উৎসাহ দেবে।'

'শিক্ষকতা' বিষয়ে বি.এড এবং পিএইচডি করেছেন ডঃ চন্দন মিশ্র। তিনি বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম হাই স্কুল থেকে উত্তীর্ণ হয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে স্নাতকস্তর অতিক্রম করেন। এরপর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যলয়, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার স্তর উত্তীর্ণ করেন।

স্কুলের ইংরেজির সহ শিক্ষক প্রতাপ চন্দ্র দাস বলেন,' এই সম্মানে তারা খুশি যদিও এই সন্মান উনি পাচ্ছেন, এতে তাদের দায়িত্ববোধ আরও বেড়ে গেল। সমাজের প্রতি যে দায়বদ্ধতা রয়েছে সেই সর্বোচ্চ সীমাকে লঙ্ঘন করে আরও ভালো কিছু করার চেষ্টা চালাতে হবে।'

স্কুলের অপর এক সহ শিক্ষক দীপ্ত নস্কর জানান,' উনি এই স্কুলে আসার পড়ে থেকে স্কুলকে এক অনন্য মাত্রা দিয়েছেন। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকদের ও অশিক্ষক কর্মচারীদের একত্রিত করে তিনি তার পান্ডিত্ব ও মানবীয় চেতনার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তার এই সন্মান শুধু তার একার নয় এটা এই এলাকার সকলের সন্মান। '

প্রধান শিক্ষকের এই সম্মানে খুশি অভিভাবকেরাও।

স্কুল ছাত্রের অভিভাবক ঝন্টু সাহা বলেন,' উনি এই স্কুলকে নিয়ম শৃঙ্খলার মাধ্যমে অনেক ভালো করেছেন। ওনার এই পুরস্কারের জন্য গর্ব বোধ হচ্ছে। আমার ছেলে এই স্কুলের ছাত্র যার শিক্ষক রাষ্ট্রপতির হাতে জাতীয় শিক্ষকের মর্যাদা পেয়েছেন।'

উল্লেখ্য প্রতি বছরের মতই শিক্ষক দিবসে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের থেকে দেশের সেরা শিক্ষকদের সম্মানিত করা হয়। ২০২৩ সালে সারা দেশ থেকে ৫০ জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষককে বেছে নেওয়া হয়েছে জাতীয় শিক্ষক সম্মানের জন্য ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ বৃহস্পতিবার, ৩১ শে আগস্ট। ১৩ ই ভাদ্র। পুর্নিমা তিথী সকাল ৮ টা পর্যন্ত । জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে-- তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালী র নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ- প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল- রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যয় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই সুবস্ত তৈরি হবে।

(আজ রাখি পুর্নিমা, রাখী বন্ধন উৎসব।
প্রথম বাঙালি রাষ্টপতি প্রনব মুখোপাধ্যায় র প্রয়ান দিবস)

CHANGE OF NAME

I, TINA AGRAWAL mother of MAYANK AGRAWAL, residing at Satnam Apartment, Flat – 3D, 310, Jessore Road, P.O. Lake Town, Kolkata - 700089 hereby declare vide affidavit filed in the court of the Metropolitan Magistrate dated 29.08.2023 that my son's actual and correct name is MAYANK AGRAWAL but inadvertently his surname has been recorded as AGARWAL in all his educational certificates & Passport. That MAYANK AGRAWAL and MAYANK AGARWAL is the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- দক্ষিন ২৪ পরগণা
মোকাম শিয়ালদহ ১ নং অতিরিক্ত জেলা জর্জ আদালত
টাইটেল এপিল নং ৩১ অফ ২০১৫

বাদল সাউ, পিতা- মৃত অমূল্য সাউ, সাকিন-৩৭।১এ।১।এইচ। ১৫, কাশিপুর রোড, পোঃ ও থানা-কাশিপুর, কলিকাতা-৭০০০০২

.... এপিলেন্টাবাদী

-বনাম-

সন্ধ্যা দাস, স্বামী-মৃত ভেন্টু দাস, সাকিন- ৩৭। ১এ। ১। এইচ। ১৫, কাশিপুর রোড, পোঃ ও থানা-কাশিপুর, কলিকাতা- ৭০০০০২।

... রেসপনডেন্টস। বিবাদীগন দিগর এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে অত্র দরখাস্তকারী বাদী আপনাদের বিরুদ্ধে উপরিউক্ত মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন, ইহাতে আপনাদের কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্প্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উকিলবাবুর মারফৎ উপরিউক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন নচেৎ উক্ত মোকর্দ্দমাটি একতরফা শুনানি হইবে।

আদেশানুসারে
Swarna Mukherjee
সেরেস্তাদার
শিয়ালদহের ১ নং অতিরিক্ত জেলা আদালত।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৩১ অগস্ট ১৩ ভাদ্র, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার

অনুত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীর ইন্টারভিউয়ের প্রক্রিয়ার ভিডিয়ো দেখতে চান বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সমগ্র ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া দেখতে চাইলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বুধবার তিনি নির্দেশ দেন আদালতে ভিডিয়ো ফুটেজ আদালতে পেশ করার। প্রসঙ্গত, আদালতের নির্দেশেই ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল ২০১৪ সালের টেট প্রার্থী আমনা পারভিনের। নির্দেশ মেনে ইন্টারভিউ ও অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয় পর্ষদের তরফ থেকে। এরপর পর্ষদ জানিয়ে দেয়, ওই প্রার্থী ইন্টারভিউতে উত্তীর্ণ হননি। এ কথা জানার পর সমগ্র ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া দেখতে চান কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি।

২০১৪-র টেট পরীক্ষায় এই প্রার্থী উত্তীর্ণ হননি, তবে ভুল প্রশ্নের নম্বর পেয়েই উত্তীর্ণ হন। কারণ, আরটিআই করার পর আমনা পারভিন জানতে পেরেছিলেন ওই বছরের টেট-এর প্রশ্নে ৬টি ভুল প্রশ্ন ছিল। এরপর তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। মামলা দায়ের হলে, আদালত নির্দেশ দেয় ওই প্রার্থীকে ৬ নম্বর দিতে হবে। যদি ওই নম্বর পেয়ে আমনা পাশ করেন তাহলে তাঁকে চাকরি দিতে হবে বলেও নির্দেশ দেওয়া হয় আদালত থেকে। এই ৬ নম্বর যোগ হওয়ার পর তাঁর প্রাপ্ত নম্বর হয় ৮২। চাকরি পাওয়ার মতো মার্কস থাকার পরও চাকরি না হওয়ায় ফের আদালতের দ্বারস্থ হন আমনা।

সেই মামলাতেই বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দেন আমনার ইন্টারভিউ নেওয়ার। চলতি বছরের ১৭ জুলাই সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গে গোটা প্রক্রিয়ার ভিডিয়োগ্রাফি করারও নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে আদালতে পর্ষদ আমনার চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা নেই বলে জানানোর পরই ভিডিয়ো ফুটেজ দেখতে চান বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। ৮ সেপ্টেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

‘ভয়ে’ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পা দিচ্ছেন না রবীন্দ্র ভারতীর উপাচার্য শুভ্রকমল!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে যখন তোলপাড় চলছে, তখন শহরেরই আরও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নজিরবিহীন পরিস্থিতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিটি রোড ক্যাম্পাসে নিজের দপ্তরে ‘ভয়ে’ যেতেই পারছেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বতীকালীন উপাচার্য শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়। এই গোটা ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রুপ সি ও ডি অশিক্ষক কর্মচারীদের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন উপাচার্য শুভ্রকমলবাবু। তিনি রাজ্যপালের মনোনীত হওয়ায় তাঁকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ শুভ্রকমলবাবুর। তিনি দাবি করেছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়া ও শিক্ষকরা কোনও সমস্যা না করলেও তাঁর কাজে বাধা দিচ্ছেন অশিক্ষক কর্মীরা। এমনকী তাঁর ঘরে ঢুকে অসংযত আচরণ ও কটূক্তি করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সশরীরে গিয়ে কাজ করা সম্ভব নয় বলেও জানিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্র ভারতীর উপাচার্য হিসেবে সদ্য দায়িত্ব পাওয়া এই প্রাক্তন বিচারপতির। আর সেই কারণেই তিনি বাড়িতে বসে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন পরিচালনার কাজ করছেন বলেও জানান তিনি।

এই প্রসঙ্গে শুভ্রকমলবাবু এও জানান, ‘অধ্যাপকদের কাছ থেকে আমার কোনও অসুবিধা হয়নি। পড়ুয়াদের থেকেও আমার কোনও অসুবিধা হয়নি। গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মচারী যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা আমরা ঘরে ঢুকে পড়ছেন। সেখানে ঢুকে হাততালি দেওয়া হচ্ছে। বিকৃত করে আমার নাম বলা হচ্ছে। তাঁরা বলছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়ার আমার কোনও যোগ্যতা নেই। আপনি এখনই পদত্যাগ করে চলে যান।’ এর পাশাপাশি শুভ্রকমলবাবুর সংযোজন, ‘আমি অযোগ্য, সেটা আমাকে না বলে যিনি আমাকে নিয়োগ করেছেন তাঁকে বললেই পারতেন। পরিস্থিতি এমন, যে মনে হয় না বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আমি সসম্মানে কাজ করতে পারব। সেই কারণে আমি বাড়ি থেকে কাজ করছি। আচার্যকে গোটা ঘটনার কথা জানিয়েছি।’

যদিও উপাচার্যের অভিযোগ মানতে নারাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূলপন্থী শিক্ষাকর্মীদের সংগঠন। তাদের সভাপতি সন্দীপ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, ‘অন্তর্বতীকালীন উপাচার্য আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনছেন তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কোনও ধরনের অশ্লীল আচরণ করা হয়নি। প্রবাদ প্রতিম শিক্ষকরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন, কেউ কখনও এই ধরনের কথা বলতে পারেননি। যাদবপুরকাণ্ডের পর খারাপ হয়ে যাওয়া সিসিটিভি মেরামতির দাবিতে আমরা উপাচার্যের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছিলাম। এটা তো আমাদের অধিকার। পড়ুয়াদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব আমাদেরও রয়েছে। কিন্তু ডেপুটেশন দিয়েও কোনও কাজ হয়নি। আসলে উনি রাজ্যপাল মনোনীত। অধ্যাপক হিসেবে কোনও কাজ করার কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতাও নেই। তাই পড়ুয়া-অশিক্ষক কর্মচারীদের বদলে উনি কিছু আরএসএসপন্থী অধ্যাপকদের নিয়ে কাজ করতে বেশি আগ্রহী।’

বন্ধ অন্নপূর্ণা কটন মিল চালু না হলে ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পুজোর মুখে আচমকা সাসপেনশন ওয়ার্কের নোটিস ঝুলিয়ে দেয় শ্যামনগরের অন্নপূর্ণা কটন মিল কর্তৃপক্ষ। নোটিসে উল্লেখ, ১৪ আগস্ট থেকে মিলে উৎপাদন বন্ধ থাকবে। কিন্তু উৎসবের আগে মিল বন্ধে বিপাকে পড়েছেন এই মিলের স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে প্রায় ৫০০ জন শ্রমিক। যদিও বন্ধের নোটিসে মিল কর্তৃপক্ষ প্রচুর পরিমান আর্থিক ক্ষতিকেই দায়ী করেছেন।

এদিকে অবিলম্বে মিল খোলার দাবিতে বুধবার মিলের গেটে সভার আয়োজন করেছিল অন্নপূর্ণা কটন মিল বাঁচাও কমিটি। সভায় মিল কর্তৃপক্ষকে চরম হুঁশিয়ারি দিলেন ব্যারাকপুবের সাংসদ তথা শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, ‘শ্রমিকদের স্বার্থে অবিলম্বে মিল চালু করতে হবে। পুজোর বোনাস ঘোষণা করতে হবে। পুজোর আগে মিল চালু না হলে কর্তৃপক্ষের লোকজনকে বাইরে বেরোতে দেওয়া হবে না।’ সাংসদের হুঁশিয়ারি, মিল খুলতে গড়িমসি করলে মিল কর্তৃপক্ষের বাড়ি ঘেরাও করা হবে। সাংসদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ শিল্পের জমিতে শিল্প গড়তে হবে। শিল্পের জমি বিক্রি করা যাবে না। অথচ কিছু অসাধু শক্তি মিলটাকে বেঁচে দেওয়ার চক্রান্ত করছে। শুধু মিল নয়, কর্তৃপক্ষ মিলের মাটিও বেঁচে দেওয়ার ফন্দি এটেছে।

এদিনের গেট সভায় সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন ভাটপাড়া পুরসভার সিআইসি হিমাংশু সরকার, কাউন্সিলর সোমনাথ তালুকদার, সত্যেন রায়, তৃণমূল নেতা সঞ্জয় সিং, মন্নু সাউ, কাউগাছি-২ প্রাক্তন প্রধান অমল মণ্ডল, কাউগাছি-১ সভাপতি স্বপন মণ্ডল, শ্রমিক নেতা রাজু শ্রীবাস্তব, গৌতম সরকার-সহ প্রমুখ।

গুরুদাস কলেজের র‌্যাগিংয়ের অভিযোগের তদন্ত শুরু পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনায় যখন তোলপাড় বঙ্গ রাজনীতি থেকে শিক্ষামহল ঠিক সেই সময়েই সামনে এল কলকাতার ফুলবাগানের গুরুদাস কলেজে র‌্যাগিংয়ের অভিযোগ। র‌্যাগিংয়ের শিকার হয়েছেন জানিয়ে আগেই ইউজিসির কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন কলেজের বিএসসির এক পড়ুয়া। তার ভিত্তিতে ইউজিসি’র তরফে কলেজের অধ্যক্ষকে চিঠি পাঠিয়ে পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপরই এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করল ফুলবাগান থানার পুলিশ।

ওই ছাত্রের অভিযোগ, গুরুদাস কলেজের ইউনিয়নের তরফে তাঁকে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যাওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। না গেলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ইউজিসির কাছে এমনটাই জানিয়ে শাসকদল সমর্থিত কলেজের ইউনিয়নের (টিএমসিপি) সাধারণ সম্পাদক সোহম চক্রবর্তী-সহ মোট তিন জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ওই পড়ুয়া।

এই প্রসঙ্গে কলেজের অধ্যক্ষ মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন, ‘আমরা পদক্ষেপ করছি। গোটা বিষয়টি গোপন রাখতে চাই। কার বিরুদ্ধে কোন পড়ুয়ার কী অভিযোগ, জানাতে চাই না। ইউজিসির চূড়ান্ত রিপোর্ট হাতে পেলে জানাব।’ এদিকে ইউজিসির চিঠি-সহ গোটা বিষয়টি ফুলবাগান থানায় জানিয়েছেন অধ্যক্ষ। অভিযোগ, দু’জন প্রাক্তন ছাত্র রাজনৈতিক মিছিলে যাওয়ার জন্য একাধিক পড়ুয়াকে জোর করছে। পুলিশ এ বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে। তবে, এখনও পর্যন্ত কোনও মামলা দায়ের হয়নি। যদিও এই ঘটনায় প্রথম থেকেই অভিযুক্ত সোহম চক্রবর্তী দাবি করছেন, ‘এই অভিযোগ পুরো মিথ্যে। ভুল প্রচার করা হচ্ছে।’

কেষ্টপুরের বেআইনি কাজের প্রতিবাদ করায় মা-মেয়েকে হেনস্থা, কাঠগড়ায় কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেষ্টপুরে বেআইনি কাজের প্রতিবাদ করায় হেনস্থার মুখোমুখি মা ও মেয়ে। শেষ পর্যন্ত মা-মেয়েকে কাউন্সিলরের পা ধরতে হয় বলে অভিযোগ। এমনকী তাঁদের কান ধরে ওঠবোস করানোর অভিযোগও উঠেছে। বিধাননগর পুরসভা এলাকার বাগুইআটি কেষ্টপুর অঞ্চলে এই ঘটনায় কাঠগড়ায় তৃণমূল কাউন্সিলর আশুতোষ নন্দী।

> বিধাননগর পুর নিগমের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কেষ্টপুর প্রফুল্লকানন অঞ্চলে একটি নির্মাণ বেআইনি বলে অভিযোগ করে প্রতিবাদ করেছিলেন মেয়ে ও মা। অভিযোগ, সেই কারণেই ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আশুতোষ নন্দীর পা ধরার পাশাপাশি কানও ধরে ক্ষমা চাইতে হয়। শুধু তাই নয়, কাউন্সিলর ঘনিষ্ঠরা তাঁদের মারধরও করেন বলে খবর। নিগৃহীতার অভিযোগ, তাঁকে কার্যালয়ের একটি ঘরে বন্ধ করে মারধর করা হয়। কাউন্সিলরের ঘনিষ্ঠ মহিলারা তাঁর ওপর শারীরিক নির্যাতন চালান বলেও অভিযোগ। এরপর কাউন্সিলরের সামনে কানও ধরতে হয় তাঁকে।

সূত্রের খবর, বিধাননগর পুর নিগমের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কেষ্টপুর প্রফুল্লকানন অঞ্চলে একটি নির্মাণ বেআইনি বলে অভিযোগ করে প্রতিবাদ করেছিলেন মেয়ে ও মা। অভিযোগ, সেই কারণেই ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আশুতোষ নন্দীর পা ধরার পাশাপাশি কানও ধরে ক্ষমা চাইতে হয়। শুধু তাই নয়, কাউন্সিলর ঘনিষ্ঠরা তাঁদের মারধরও করেন বলে খবর।

নিগৃহীতার অভিযোগ, তাঁকে কার্যালয়ের একটি ঘরে বন্ধ করে মারধর করা হয়। কাউন্সিলরের ঘনিষ্ঠ মহিলারা তাঁর ওপর শারীরিক নির্যাতন চালান বলেও অভিযোগ। এরপর কাউন্সিলরের সামনে কানও ধরতে হয় তাঁকে।

ওই তরুণী দাবি করেন, ‘কাউন্সিলর জোর গলাতেই বলতে থাকেন, এলাকায় বেআইনি কাজ হবে এবং কাউন্সিলরের মদতেই তা সম্পন্ন হবে।’ওই ঘটনার পর থেকে তাঁদের অনবরত হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে বলে জানান তাঁরা।

নিগৃহীতা তরুণীর বক্তব্য, ‘কাউন্সিলর প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে বলেছেন, আমাকে টাকা দিলে বেআইনি নির্মাণ আইনি হয়ে যাবে, আইনি নির্মাণ বেআইনি। একদম বুক বাজিয়ে বলেছেন। ওঁর মেয়ে হাইকোর্টের উকিল। সেটাই ওঁর জোর।’

নিগৃহীতা জানান, ঘটনার সূত্রপাত গত বছর মে মাস থেকে। বাড়ির পাশে ওই বিল্ডিং নির্মাণ শুরু হয়। অভিযোগ, প্রথম থেকেই ইট-বালি-সিমেন্ট, বর্জ্য সবই তাঁদের বাড়িতেই ফেলা হত। মাটি খোঁড়ার সময়ে বোঝা যায়, কোনও ছাড় না দিয়ে সীমানা বরাবর ভবনটি তৈরি হচ্ছে। তখনই তাঁরা কাউন্সিলরকে ডেকেছিলেন। কিন্তু কাউন্সিলর প্রথমেই তাঁর মাকে হেনস্থা করেন।

তখন থেকেই ঝামেলার সূত্রপাত। তারপর দীর্ঘদিন ধরেই চলছে টানাপোড়েন। এরপর নিগ্রহের ঘটনা ঘটে গত মার্চের ৩ তারিখ। এতদিন ভয়ে চুপ থাকলেও এখন মুখ খুলেছেন তাঁরা।

কেবল এই মা-মেয়ে নন, এলাকার অন্য বাসিন্দারাও কাউন্সিলরের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট। এবিষয়ে কাউন্সিলরের প্রতিক্রিয়া নিতে গেলে এড়িয়ে যান প্রসঙ্গ।

রাখি বন্ধন উৎসবে অংশ নিলেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাখি বন্ধনে রাখি পরিয়ে শহরবাসীকে সারা বছর সুরক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল কলকাতা পুলিশ। এবারও শহরের প্রতিটি থানা ও ট্রাফিক গার্ডের পক্ষ থেকে নিজেদের এলাকার সাধারণ মানুষের হাতে রাখি বেঁধে তাঁদের রক্ষা করার বার্তা দিল লালবাজার। এদিন ধর্মতলায় মেট্রো চ্যানেলে কলকাতা পুলিশের উদ্যোগে রাখি বন্ধন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। ছিলেন অন্যান্য আধিকারিকরাও।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে ধর্মতলায় স্কুল পড়ুয়া ও পথচলতি সাধারণ মানুষদের রাখি পরিয়ে উৎসব পালন করেন। অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে কলকাতা পুলিশ কমিশনার বার্তা দেন, ‘গত কয়েক বছরে শহরের ক্রাইম রেট কমিয়ে আনা হয়েছে। আমরা শহরবাসীকে নিরাপত্তা দিতে বদ্ধপরিকর। তাই রাখি বেঁধে আমার প্রতিজ্ঞা করছি সারা বছর শহরবাসীকে সুরক্ষা দেওয়ার কাজ করবে কলকাতা পুলিশ।’

একইসঙ্গে কলকাতা পুলিশ কমিশনারের দাবি, দেশের অন্য মেট্রোপলিটন শহরের থেকে কলকাতা অনেক নিরাপদ। একইভাবে ট্রাফিক ব্যবস্থাও যথেষ্ট ভাল করা হয়েছে। একইসঙ্গে তিনি এও জানান,, শহরবাসীর যে কোনও বিপদে কলকাতা পুলিশের সাহায্য চাইলে পুলিশ এগিয়ে আসে এবং ভবিষ্যতেও আসবে। ১০০ ডায়াল করলেই পুলিশকে সব জানানো যাবে।

শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে ছুরিকাহত হলেন দাদা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার বুকে বোনের অসম্মান। বোনকে শ্লীলতাহানির হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে ছুরিকাহত হলেন দাদা। ঘটনাটি ঘটেছে বাগুইআটিতে। থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই তরুণী। অভিযুক্তকে এখনও গ্রেপ্তার না করলেও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সূত্রে খবর, সোমবার বাগুইআটি থেকে রাজারহাটে নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন তরুণী। জানা গিয়েছে, বাগুইআটিতে ভিআইপি রোডের কাছে গলির মধ্যে এক যুবক তাঁকে উদ্দেশ্য করে কুকথা বলতে শুরু করেন। এমনকী, শ্লীলতাহানিও করা হয়। কোনওরকমে সেখান থেকে মান বাঁচিয়ে পালান তরুণী। বাড়িতে গিয়ে দাদাকে জানান পুরো ঘটনা। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে এসে অভিযুক্তকে ধাওয়া করেন। কিন্তু তাঁকে এড়িয়ে জোড়া মন্দির হয়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত।

মঙ্গলবার সকালে কাজ সেরে ফেরার সময় অভিযুক্তকে ফের দেখতে পান তরুণীর দাদা। সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে কথা বলতে যান তিনি। সেই সময় তরুণীর দাদাকে লক্ষ্য করে ছুরি চালায় অভিযুক্ত। যুবকের হাতে লাগে ছুরি। এরপরই স্থানীয় লোকেরা ঘটনাস্থলে এসে আহত যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এরপর বুধবার বাগুইআটি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তরুণী ও তাঁর দাদা। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না করা হলেও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ছেঁড়া জিন্স পরে আসা যাবে না কলেজে, ভর্তির সময় মুচলেকা

নিজস্ব প্রতিবেবদন, কলকাতা: ছেঁড়া জিন্স পরে কলেজে ঢোকা যাবে না, এমনই নিদান এজেসি বোস কলেজের। এই প্রসঙ্গে একবছর আগে এই নোটিস দিয়েছিল কলেজ কর্তৃপক্ষ। এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে শিক্ষামহলে। এবার আর নোটিস নয়, ভর্তির জন্যও দিতে হচ্ছে মুচলেকা। লিখে দিতে হচ্ছে, ‘ছেঁড়া জিন্স পরে আসব না।’ কারণ, কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি, একবছর আগে নোটিস দিলেও এ বিষয়ে কোনও হেলদোলই দেখা যায়নি পড়ুয়াদের মধ্যে। কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ছেঁড়া জিন্স পরেই কলেজ আসতে থাকেন একাংশের পড়ুয়ারা। সে কারণেই এবার ভর্তির সময় মুচলেখার সিদ্ধান্ত।

সিংহভাগ বেসরকারি কলেজে পড়ুয়াদের জন্য রয়েছে ইউনিফর্ম। তবে সরকারি কলেজে এইসব কোনও ইউনিফর্মের বিষয় নেই। তাই সেখানে কে কী পরে আসবেন সেটা সম্পূর্ণ ছাত্রের নিজস্ব পছন্দের ওপর। তবে এই রীতি ভাঙে এজেসি বোস কলেজ। কলেজ কর্তৃপক্ষ একবছর আগে একটা নোটিস ঝুলিয়ে দেয় কলেজের গেটে। সেখানে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছিল, কলেজে আর কোনও ছেঁড়া জিন্স পরে আসা যাবে না। যা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক তৈরি হয়েছিল সেই সময়। অনেক পড়ুয়াই প্রশ্ন করেছিলেন কলেজ কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে। সাফ বলেছিলেন কলেজ তাঁদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত পড়ুয়াদের জীবনশৈলীর উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তবে নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় কলেজ কর্তৃপক্ষ। সেই কারণে এবার একেবারে মুচলেখা লিখিয়ে পড়ুয়াদের ভর্তি করা হচ্ছে কলেজে।

এই ঘটনায় বিতর্ক দানা বাঁধলেও কলেজের অধ্যক্ষ পূর্ণ চন্দ্র মাইতি জানান, ৯৯ শতাংশ পড়ুয়া এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ১ শতাংশ পড়ুয়া মেনে নিচ্ছিল না। সে কারণেই ওই ১ শতাংশকে নিয়ে ১০০ শতাংশে রূপান্তরিত করতেই এই মুচলেখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে তিনি এও বলেন, ‘কলেজ হচ্ছে বিদ্যালয়। এখানে সরস্বতীর আরাধনা হয়। এখানে শুদ্ধ বস্ত্রে, শুদ্ধ চিত্তে আসাটাই ভাল। কলেজের ক্ষেত্রে যেটা শালীন সেটা নিশ্চয় কলেজের বাইরে হবে না। ঠিক যেমনভাবে ছেঁড়া জিনস পরে পুজোর অনুষ্ঠানে যাওয়া যায় না, তেমনই কলেজেও আসা যায় না। কলেজ তো আর ফ্যাশান শোয়ের জায়গা নয়। তাই বাইরে তুমি যা ইচ্ছা পরে যাও, কেউ কিছু বলবে না। কলেজে শুদ্ধ চিত্তে এসো।’

লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের কর্তাকে তলব লালবাজারে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইডি-র আধিকারিককে তলবের পর এবার লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে’র ফাইল মামলায় সংস্থার যে কর্তা অভিযোগ করেছিলেন তাঁকেও ডেকে পাঠাল লালবাজার। বুধবার দুপুরেই লালবাজারে দেখা করতে বলা হয়েছিল চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

লালবাজার সূত্রে খবর, সমগ্র ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে কলকাতা পুলিশ। সেকারণেই চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, চন্দনকে ডেকে পাঠিয়ে তার অভিযোগের বিষয়েই আরও বিশদে জানতে চাওয়াই এখন মূল লক্ষ্য কলকাতা পুলিশের আধিকারিকদের। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, চলতি সপ্তাহের শুরুতে চন্দনকে তলব করেছিল ইডিও। সোমবার হাজিরা দেন তিনি। তারপরই তাঁকে ডাকল লালবাজার।

এদিকে গত শুক্রবার ‘লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে’র অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় লালবাজারের সাইবার থানায় অভিযোগ জানিয়ে বলেন, তাঁদের অফিসে তল্লাশি চালানোর সময় ইডি একটি কম্পিউটারে ১৬টি মাইক্রোসফট এক্সেল ফাইল ডাউনলোড করে কম্পিউটারে তথ্য বিকৃতি করেছে ইডি। এই ব্যাপারে আদতে ঘটনা কী তা জানিয়ে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল ও চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়কে মেল করা হয় ইডি-র তরফ থেকে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের সাফাই অনুযায়ী, এক ইডি আধিকারিক সংস্থাটিরই একটি কম্পিউটারে তাঁর মেয়ের হস্টেল সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। ইডির ওই যুক্তি যাচাই করতেই পুলিশ মেল করে একজন ইডি আধিকারিককে তলব করে। তবে ইডি-র এই জবাবে মোটেই সন্তুষ্ট নন লালবাজারের আধিকারিকরা। পালটা মেল করে কলকাতা পুলিশের তরফে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকদের সশরীরে তলব করা হয়। লালবাজারে গিয়েই ফাইল ডাউনলোড নিয়ে নিজেদের ব্যাখ্যা স্পষ্ট করতে হবে বলে জানিয়েছিল পুলিশ। যদিও ইডি জানিয়ে দেয়, তাঁদের আর নতুন করে কিছু জানানোর নেই। তাই সংস্থার কোনও আধিকারিক দেখা করবেন না।

সম্পাদকীয়

... পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি, হাসে...

বিজেপির দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের এবার একটু বোধহয় বাংলা নিয়ে ভাবনার সময় এসেছে। না না... সামগ্রিক উন্নয়ন বা প্রাপ্য টাকা ফেরানো নয়। ওটা তাঁরা কখনওই গুরুত্ব দিয়ে করেন না। হয়তো ভাবেন, আমাদের দল ক্ষমতায় এলে সব মিটিয়ে দেব। ততদিন পকেটে থাক। কিন্তু ক্ষমতায় আসবেন কীভাবে? কোনও দলের ভোট-সাফল্য নির্ভর করে তাদের সংগঠনের উপর। গত লোকসভা ভোটের পর দিকে দিকে এমন একটা রব উঠেছিল, যেন বঙ্গ বিজেপি বুথ স্তরে তাদের সংগঠন সাজিয়ে ফেলেছে। আর এক লোকসভা নির্বাচনের সময় হয়ে এল। কিন্তু তেমন কোনও প্রমাণ বঙ্গ বিজেপি দিয়ে উঠতে পারল না। সুকান্ত মজুমদারের দলবদলু-সমৃদ্ধ দলটি এখন সতের মা, নাকি অসতের... সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন।

সুকান্তবাবু ভাবছেন, দলটা আমি চালাচ্ছি। বিরোধী দলনেতা আবার ভাবছেন, উনিই সর্বেসর্বা। আর আছেন দিলীপ ঘোষ। এ রাজ্যে তাঁর ডালপালা ছাঁটা গিয়েছে, তারপরও তিনি দমতে নারাজ। তাঁর না হয় একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। আর ব্যাখ্যাও;দলটাকে তিনি ভালোবাসেন। কোনও স্বার্থের কথা ভেবে গেরুয়া রাজনীতি শুরু করেননি। কিন্তু বাকি দু'জন? কে রথ, আর কে পথ, সে নিয়েই প্রবল চাপানউতোর! বঙ্গ বিজেপিতে এখন রথ, পথ ও অন্তর্যামীর ভিড়। প্রতিদিন এই প্রবণতা বাড়ছে। ক্ষমতার মোহে একে ওকে ধাক্কা মেরে সকলেই ছুটে চলেছে অন্ধের মতো। একবারের জন্যও নিজেকে তারা প্রশ্ন করছে না, মানুষের কাছে এসব গ্রহণযোগ্য হচ্ছে তো? নরেন্দ্র মোদি একদিকে ছুটছেন ইন্দিরা গান্ধীকে ছুঁতে... পরপর তিনবার প্রধানমন্ত্রী হতে চান তিনি। তার জন্য সবরকম টোটকাই রাজ্যে রাজ্যে প্রয়োগ করা হচ্ছে। আর অন্যদিকে 'প্রেস্টিজ ফাইটে'র বাংলায় তাঁরই দল ধুঁকছে। চারটি টিভি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে শাসক দলের নামে গাল পাড়লেই রাজনীতি হয় না। মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছতে হয়, তাদের দুঃখে-কষ্টে পাশে দাঁড়াতে হয়। সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও পারেন। বঙ্গ বিজেপির কেউ না। মোদিজি, শুনতে খারাপ লাগলেও এটাই সত্যি। ১০ বছর হতে চলল মোদি সরকারের। একটা রেজিমেন্টেড পার্টির জন্য দলবদলু নির্ভর রাজনীতি মোটেও ভালো বিজ্ঞাপন নয়। তৃণমূলে ক'জন দুর্নীতি করেছে, তা খুঁজেপেতে উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি এখনও বাংলার মানুষের আবেগ রয়েছে। ভালোবাসাও। সেই মিথ মোদিব্রিগেড এখনও ভাঙতে পারেনি। এ পর্যন্ত বাংলায় বিজেপির যা কাণ্ডকারখানা চলছে, অদূর ভবিষ্যতে ভাঙার সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না।

জন্মদিন

আজকের দিন

ঋতুপর্ণ ঘোষ

১৯১৯ *বিশিষ্ট লেখিকা অমৃতা প্রীতমের জন্মদিন।*
১৯৬৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের জন্মদিন।*
১৯৬৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জাগাভাল শ্রীনাথের জন্মদিন।*

প্রেম ভালোবাসা স্নেহ শ্রদ্ধার রাখিবন্ধন

প্রদীপ মারিক

পুরণ থেকে জানা যায় একশোটি অপরাধ করার পর যখন শ্রী কৃষ্ণ শিশুপালকে হত্যা করার জন্য যুদ্ধ করছিলেন, তখন শ্রী কৃষ্ণের তর্জনী কেটে রক্তপাত শুরু হয়েছিল। দ্রৌপদী তার শাড়ির আঁচলের একটা টুকরো ছিঁড়ে শ্রীকৃষ্ণের হাতে বেঁধে দেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এর পরে, শ্রীকৃষ্ণ ভরা সভায় দ্রৌপদীর বস্ত্র হারণের সময় তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের দরবারে দ্রৌপদীর সম্মান রক্ষা করেছিলেন। তখন থেকেই এই উৎসব পালিত হয়ে আসছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ভগবত পুরাণ এবং বিষ্ণু পুরাণের ভিত্তিতে, এটি বিশ্বাস করা হয় যে ভগবান বিষ্ণু যখন রাজা বলিকে পরাজিত করে তিনটি জগতের অধিকার নিয়েছিলেন, তখন বলি আশীর্বাদ স্বরূপ ভগবান বিষ্ণুকে তাঁর প্রাসাদে থাকার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। ভগবান বিষ্ণু এই অনুরোধে রাজি হলেন। এর ফলে ভগবান নিজের বরেই আটকে গেলেন। এমতাবস্থায় মা লক্ষ্মী নারদ মুনির পরামর্শ নিলেন। এরপর মা লক্ষ্মী রক্ষা সুতো বেঁধে বলীকে ভাই বানিয়ে দেন। এতে বলি লক্ষ্মীদেবীকে কাঙ্খিত উপহার চাইতে বলেন। মা লক্ষ্মী রাজা বলিকে রাখি বেঁধে ভগবান বিষ্ণুকে বৈকুণ্ঠে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপহার চেয়েছিলেন। ৩২৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আলেকজান্দার ও পুরুর যুদ্ধের পরেও রাখি বন্ধনের উদাহরণ পাওয়া যায়। স্বামীর প্রাণ সংশয় হতে পারে, এই আশঙ্কা করে আলেকজান্দারের স্ত্রী পুরুর কাছে যান এবং তাঁর হাতে রাখি বেঁধে দেন। তার পরিবর্তে পুরু আলেকজান্দারের কোনও ক্ষতি করবেন না বলে কথা দেন। ইতিহাসের আরও এক বিখ্যাত রাখি বন্ধনের কথা মেলে রাজস্থানের মাটিতে। চিতৌরের রানি কর্মাবতী গুজরাতের সুলতান বাহাদুর শাহের আক্রমণের আগাম খবর পেয়ে মোঘল সম্রাট হুমায়ুনকে রাখি পাঠিয়ে সাহায্যের অনুরোধ করেন। রাখি পেয়ে হুমায়ুন চিতৌরের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি পৌঁছতে একটু দেরি করে ফেলেন। হুমায়ুন চিতৌর পৌঁছনোর আগেই সম্মান বাঁচাতে জওহর প্রথা অনুযায়ী আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মাহুতি দেন কর্মাবতী ও তাঁর সঙ্গীনীরা। পুরাণ বলছে একবার দেবতা ও রাক্ষসদের যুদ্ধে দেবতারা তখন প্রায় পরাজয়ের মুখে, দেবরাজ ইন্দ্র তখন তার গুরু বৃহস্পতির সাহায্য চান। বৃহস্পতির পরামর্শ মতো শ্রাবণ পূর্ণিমায় ইন্দ্রের স্ত্রী সচী একটি মন্ত্রপূত রাখির ইন্দ্রের হাতে বেঁধে দেন। তারপরই যুদ্ধে জয়লাভ করেন দেবতারা। আরও বলা হয় যে যমের অমরত্বের প্রার্থনা করে তাঁর বোন যমুনা তাঁর হাতে একটি রাখি পরিয়ে দেন। এরপরই যমরাজ কথা দেন যে যার হাতে তার বোন হাতে রাখি পরিয়ে দেবেন, তাকে তিনি স্বয়ং রক্ষা করবেন। ইতিহাসে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখি বন্ধন উৎসব পালন করেছিলেন। তিনি কলকাতা, ঢাকা ও সিলেট থেকে হাজার হাজার হিন্দু ও মুসলিম ভাই ও বোন কে আহ্বান করেছিলেন একতার প্রতীক হিসাবে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করার জন্য। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও। তিনি বলেন, আইনের সাহায্যে বাংলা ভাগ হতে চলেছে, কিন্তু ঈশ্বর বাংলার মানুষকে বিভক্ত করেননি। সেই কথা মাথায় রেখে এবং তা প্রকাশ্যে তুলে ধরতে ঐ দিনটি বাঙালির ঐক্যের দিন হিসেবে উদযাপিত করা হবে। তারই নিদর্শনস্বরূপ তারা একে অপরের হাতে বেঁধে দেবেন হলুদ সুতো। মুখে বলবেন- ভায়েদের মধ্যে বিভেদ করা যাবে না। দিনটিকে রাখি বন্ধনের দিন হিসেবে পালন করার ডাক দেন বিশ্বকবি। অপরদিকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদিও অনশনের মাধ্যমে দিনটিকে শোকদিবস হিসেবে উদযাপনের প্রস্তাব দেন। দুটি প্রস্তাবই গৃহীত হয়। এসবেরই অঙ্গ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ঐ দিন এক বিশাল মিছিল গঙ্গার উদ্দেশে রওনা হয়। মিছিলে অংশ নেন সমাজের বিশিষ্ট ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। ঐদিন সমস্ত দোকানপাট বন্ধ থাকে। রাস্তায় কোনও যানবাহনও ছিল না। বাংলার স্বাভাবিক জীবন ছিল সেদিন অচল। গঙ্গায় ডুব দেওয়ার পর তারা একে অপরের হাতে রঙিন সুতো বেঁধে দেন। বাংলা তথা বাঙালির ঐক্য, বাঙালির সংস্কৃতি, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরে গান লিখলেন রবীন্দ্রনাথ। সেদিন সারাদিনই কলকাতা তথা সমগ্র বাংলা জুড়ে ঐ গানটি ধ্বনিত হতে থাকে, বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল/ পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান। কলকাতার বিডন স্কোয়ারে ও বাংলার নানান জায়গায় রাখি বন্ধন উৎসবের আয়োজন করা হয়। ঐদিনই বিকেলে বঙ্গভবন গড়ে তোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পার্সিবাগানে এক বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য নিয়ে আসা হয় আনন্দমোহন বসুকে। তিনি তখন খুবই অসুস্থ। ফেডরেশন হল এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি। প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের কণ্ঠের প্রবল বন্দেমাতরম ধ্বনির মধ্যেই সভাপতির ভাষণটি পড়ে শোনান সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রিটিশের একগুঁয়েমিকে ধিক্কার জানান বিশ্বকবি। সারা বাংলা সে সময় গুঞ্জরিত হতে থাকে এই সব গানে। কোনও কোনও গানে উঠে আসে রাজনৈতিক অধিকার কায়েমের ব্যর্থ বা লজ্জাজনক প্রচেষ্টা, কোথাও বা নদী ঘেরা ছায়া সুশীতল বাংলার গৌরবের কথা, শস্যশ্যামলা বাংলার ধানক্ষেতের কথা, তার তরুচ্ছায়াবৃত গ্রামগুলির কথা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করলেন তার সেই বিখ্যাত গান-আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বোধ জাগিয়ে তোলা এবং ব্রিটিশদের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সবাইকে রাখী বন্ধন উৎসব পালন করার জন্য আহ্বান করেন। রাখী পূর্ণিমার দিনে সবার আগে গণেশকে রাখী বাঁধকে সব দেবতা খুশি হন। রাখি বন্ধনের মাধ্যমে ভাই-বোনের মনোমালিন্য দূর হবে এবং পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। রাখীবন্ধন উৎসব বা রাখীপূর্ণিমা দক্ষিণ এশিয়ার একটি উৎসব। এই উৎসব ভাই ও বোনের মধ্যে প্রীতিবন্ধনের উৎসব। হিন্দু, মুসলিম, জৈন, বৌদ্ধ ও শিখরা এই উৎসব পালন করে। এই দিন দিদি বা বোনেরা তাদের ভাই বা দাদার হাতে রাখী নামে একটি পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়। এই রাখীটি ভাই বা দাদার প্রতি দিদি বা বোনের ভালবাসা ও ভাইয়ের মঙ্গলকামনা এবং দিদি বা বোনকে আজীবন রক্ষা করার ভাই বা দাদার শপথের প্রতীক।

প্রধানমন্ত্রীর সুমহান দৃষ্টিভঙ্গী, ভারতের স্বর্ণযুগ

শ্রী পীযূষ গোয়েল
কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য, উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবন্টন এবং বস্ত্র মন্ত্রী

লাল কেল্লার প্রাকার থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতকে প্রগতি ও সমৃদ্ধির এক দীর্ঘমেয়াদী স্বর্ণযুগে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে তাঁর সুমহান দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ঘটিয়েছেন। হাজার বছরের দাসত্ব, অধীনতা ও দারিদ্রের শৃঙ্খল ছিঁড়ে মা ভারতী ফিরে আসছেন দৃপ্ত পদক্ষেপে।

স্বাধীনতার পর জন্মগ্রহণ করা ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী মোদী, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে অত্যন্ত আশাবাদী। ধর্ম , অঞ্চল , লিঙ্গ , বর্ণ , বয়স - গোষ্ঠী পরিচয় নির্বিশেষে গত ৯ বছর ধরে ১৪০ কোটি ভারতীয়ের প্রত্যেকের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলস কাজের পর দেশের অগ্রগতির বাস্তব ছবি তাঁকে আত্মবিশ্বাস যুগিয়েছে।

মোদী সরকারের প্রতিটি নীতির মধ্যেই তাঁর 'সংস্কার, কার্যসম্পাদন এবং রূপান্তর'-এর মন্ত্রের প্রতিফলন রয়েছে। বিশেষত দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষ এর সুফল পেয়েছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীই ভারতকে ৯ বছরের মধ্যে বিশ্বের দশম বৃহত্তম অর্থনীতি থেকে পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে উন্নীত করেছে। এর সুবাদেই প্রধানমন্ত্রী মোদীর তৃতীয় মেয়াদে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার লক্ষ্য স্থির করেছে ভারত।

সুদৃঢ় অর্থনৈতিক নীতি, দুর্নীতি নির্মূল করার দৃঢ় সংকল্প, সরকারি অর্থের অপচয় বন্ধ করা, দক্ষতা বৃদ্ধি, শাসন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা এবং কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিতে দরাজ হাতে বরাদ্দ এই ইতিবাচকতার চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন

ভারতের মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন এই রূপান্তরের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, অন্য যেকোন দেশের তুলনায় ভারতে মহিলা পাইলটের সংখ্যা বেশি। চন্দ্রাভিযানের মত উচ্চ প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসূচির পুরোভাগেও রয়েছেন মহিলারা। এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও গণিতশাস্ত্রে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি সংখ্যায় পড়তে আসছেন। প্রধানমন্ত্রী গ্রামগুলিতে ২ কোটি লাখপতি দিদি সৃষ্টির পরিকল্পনা নিয়েছেন, ড্রোন পরিচালনা ও মেরামতিতে মহিলাদের সামিল করার পরিকল্পনাও তাঁর রয়েছে।

গরীব মানুষ জীবনভর 'রোটি, কাপড়া অউর মোকান'-এর যে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন, রূপান্তরের এই যাত্রায় মোদী সরকার তা থেকে তাঁদের মুক্ত করছে। এজন্য সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর, প্রায় ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ, দেশজুড়ে রেশন কার্ডের বৈধতা, মহিলাদের মর্যাদা রক্ষায় শৌচাগার নির্মাণ, প্রতি গ্রামে বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাস, ভালো রাস্তা, স্বাস্থ্য বীমা এবং সুলভে ইন্টারনেটের মত বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। দরিদ্রদের জন্য আবাসন নির্মাণ এবং প্রতিটি পরিবারে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার প্রকল্পের কাজও জোরকদমে চলছে।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মোদী সরকারের সাফল্য অন্যান্য দেশ এবং পূর্ববর্তী সরকারগুলির তুলনায় অনেক বেশি। তবে, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এই নিয়ে আত্মসন্তুষ্টির কোন অবকাশ নেই। দেশের মানুষের ওপর থেকে মুদ্রাস্ফীতির বোঝা কমাতে আরও পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রীর সহানুভূতিশীল নীতির সুবাদে পাঁচ বছরের মধ্যে সাড়ে ১৩ কোটি মানুষ দারিদ্র্যের করাল গ্রাস থেকে বেরিয়ে এসে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে যোগ দিতে সক্ষম হয়েছেন।

দুঃখের অনন্ত সাগর পেরিয়ে এসে আজ নতুন ভারত আশা আকাঙ্খা ও উচ্চাভিলাষের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। এই দেশ উদীয়মান যুবশক্তি, নারীশক্তি, কঠোর পরিশ্রমী শ্রমিক ও কৃষক, প্রতিভাসম্পন্ন কারিগর ও শিল্পীদের আশীর্বাদধন্য। এর সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আজ বিশ্বজুড়ে আলোড়নের সৃষ্টি করছে।

ভারতের উচ্চাকাঙ্খী যুবসম্প্রদায় চাহিদা এবং উদ্যোগ সংক্রান্ত শক্তির সঞ্চার করছে। মোদী সরকার সাধারণ মানুষের আবাসন, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও খাদ্যের ব্যবস্থা করায় কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র্যের শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছেন। বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। ছোট ব্যবসা এবং ব্যবসায়ীদের কাছে এর ফলে এক নতুন সুযোগের সৃষ্টি হচ্ছে। প্রতিভাসম্পন্ন তরুণ-তরুণীরা স্টার্ট আপ নির্মাণে উৎসাহিত হচ্ছেন। চাকরি চাওয়ার বদলে তাঁরা আজ চাকরি দিচ্ছেন। মোদী সরকারের মুদ্রা ঋণ প্রকল্পে ৮ কোটি নতুন উদ্যোক্তাকে ২৩ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। এঁদের মধ্যে ৭০ শতাংশই মহিলা, ৫১ শতাংশ তপশিলি জাতি / উপজাতি অথবা অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত মানুষ।

১৪০ কোটি মানুষের সামর্থ্য ও আশা-আকাঙ্খার ওপর ভিত্তি করে ভারতের এই রূপান্তর আজ সারা বিশ্বের কাছে দৃশ্যমান। অতিমারী ও ইউক্রেন সঙ্কটের বিপর্যয় সত্বেও অস্থির এই বিশ্বে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হিসেবে ভারত সকলের সম্ভ্রমের পাত্র হয়ে উঠেছে।

বিশৃঙ্খল বিরোধিতা

অমৃতকালের এই আশাবাদের মধ্যে, প্রধানমন্ত্রীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব যখন ভারতকে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, তখন কিছু মানুষ স্নায়ুচাপে ভুগছেন। দুর্নীতি, পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতি এবং তুষ্টিকরণের অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার যে ডাক প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন, তাতে তাঁরা বিপন্ন বোধ করছেন বলে মনে হচ্ছে।

তাঁরা কেন ভয় পাচ্ছেন, তা সহজেই বোঝা যায়। দুর্নীতি নির্মূল করতে সরকার একগুচ্ছ ব্যবস্থা নিয়েছে। আইনের কার্যকর প্রয়োগ, প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন হচ্ছে, তেমনি মান্ধাতার আমলের যেসব আইনের অপব্যবহার করে মানুষকে হেনস্থা করা হতো, ঘুষ নেওয়া হতো, সেগুলি বাতিল করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অতীতে তুষ্টিকরণের যে নীতি সামাজিক সম্প্রীতির ওপর আঘাত হানতো, তার বদল ঘটেছে। প্রতিটি সরকারি উদ্যোগে যাতে সব নাগরিককে সমান চোখে দেখা হয়, প্রধানমন্ত্রী তা নিশ্চিত করেছেন।

পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতির কুফল প্রধানমন্ত্রী চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন। এই ধরনের রাজনীতিতে যোগ্যতা থাক বা না থাক, একটি নির্দিষ্ট পরিবারের সদস্যরাই কোন রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থান দখল করে থাকেন। দলের অন্য সদস্যরা যোগ্য হলেও শীর্ষস্থানে পৌঁছোবার কোন সুযোগ পান না।

এইসব অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার যে সংকল্প সরকার গ্রহণ করেছে, তাতে সাধারণ মানুষ উল্লসিত হলেও কয়েকটি বিরোধী দল হতাশায় ডুবে গেছে। তারা তাদের নেতিবাচকতা লুকোতে পারছে না। এতে অবশ্য আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ঘামান্ডিয়া গটবন্ধন আসলে দুর্নীতিপ্রবণ পরিবারবাদী কিছু দলের সংমিশ্রণ, যারা নিয়মিত ভাবে তুষ্টিকরণকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে এসেছে। নেতিবাচকতা, ক্ষমতার লিপ্সা এবং এই তিনটি অভিশাপকে দূর করতে সরকার যে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে তার জেরে ক্রমশ বেড়ে চলা ভয় ছাড়া এদের মধ্যে আর কোন যোগসূত্র নেই।

এদের মধ্যে একটি দল যখন জোট সরকারের নেতৃত্বে ছিল, তখন নিয়মিত ভাবে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। এদের প্রধানমন্ত্রী একসময়ে বলেছিলেন, এটা জোট রাজনীতির বাধ্যবাধকতা। জোট টিকিয়ে রাখার খাতিরে একজন প্রধানমন্ত্রী সৎ প্রশাসন গড়ে তুলতে পারছেন না, এর থেকে দুর্ভাগ্যজনক আর কী হতে পারে। যে পরিবার এই দলকে পরিচালনা করে, তারা এমন এক ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে, যেখানে দায়বদ্ধতাহীন ক্ষমতা ভোগ করা যায়।

আর উল্টোদিকে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছে শাসনের অর্থই হল সততা, দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা এবং নাগরিকদের জীবনের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জ্বলন্ত ইচ্ছা। পরিবার বলতে তিনি বোঝেন দেশের ১৪০ কোটি মানুষকে, যারা তাঁর যত্নশীল ও সহানুভূতিপূর্ণ নেতৃত্বের ওপর ভরসা রাখে। সেজন্যই তিনি হয়ে উঠেছেন ভারতের সবথেকে কার্যকর এবং সবথেকে জনপ্রিয় প্রধান সেবক।

রাখি উৎসব

সুবল সরদার

এতো রাখি বন্ধন হলো কিন্তু সেই ভালোবাসার বন্ধন ধরে রাখতে পারলো কই? এতো প্রেম নিবেদন করলো কিন্তু সত্যিকারের প্রেম বিনিময় হলো কই? এতো সাধনা সব ব্যর্থ হয়, রাখি বন্ধন ছিন্ন হয়। দেশ তিন টুকরো হয়। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বপ্ন দেখতেন এক অভিন্ন দেশের। দেশের মধ্যে আলাদা দেশে- কাঁটা তারের বেড়া, পাশপোর্ট ভিসা যা কখনো আমরা কল্পনাও করতে পারি না,তাই এখন দেখতে হচ্ছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গ রদ করার জন্যে তিনি রাখি বন্ধনের ডাক দিয়েছিলেন। তিনি লিখলেন —

'তোমার হাতের রাখীখানি বাঁধো আমার দখিন-হাতে
সূর্য যেমন ধরার করে আলোক-রাখী জড়ায় প্রাতে
তোমার আশিস আমার কাজে সফল হবে বিশ্ব-মাঝে,
জ্বলবে তোমার দীপ্ত শিখা আমার সকল বেদনাতে'

তবুও সেই রাখি বন্ধনের টানে দুই বঙ্গ এক করা গেলো না। ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা আর রক্ত পাতের মধ্যে দিয়ে ছিন্ন হয় সেই টান, ভাগ হয় দেশ। রবি ঠাকুরের রাখি বন্ধনের কথা আমরা তখন কেমন বেমালুম ভুলে যাই ।

আমাদের কাছে স্বাধীনতা দিবসের মতো রাখি বন্ধন এক সার্বজনীন উৎসব। হৃদয় বাঁধার খেলা। রাখি বন্ধন আমাদের আবেগ আর ভালোবাসার মিলন উৎসব। রাখি পূর্ণিমার সকালে সোহাগে, পুলকে বোন তার ভাই এর হাতে রাখি পরায়। কেমন মিষ্টি অনুভূতি। প্রেমিকা তার প্রেমিকের হাতে রাখি পরায় চির বন্ধনের প্রতীক হিসেবে। বিরহ যক্ষের মতো পৃথিবীতে যতো বিরহ দুঃখ আছে আগামীকাল তার অবসান ঘটুক ভালোবাসার রাখি বন্ধনে। রাখি বন্ধন ভালোবাসার এক চিরন্তন বন্ধন। রাখি উৎসব আমাদের প্রাণের উৎসব। চির বিরহিনী রাই চির বিরহ কৃষ্ণের হাতে রাখি পরায় ঝুলন পূর্ণিমার দিনে। পূর্ণিমার রাতে বনে ঝুলনে বসে রাই দোল খায় আর কৃষ্ণ তাকে দোল দেয়। রাই যখন জোরে জোরে দোল খেতে ভয় পায়, কৃষ্ণ পাশে বসলে রাই তাকে জড়িয়ে ধরে। এক চিরন্তন প্রেমের বাণী বহন করে রাখি উৎসবের মধ্যে দিয়ে। গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের স্ত্রী রোজিনা রাজা পুরুকে একটা পবিত্র সুতো পাঠিয়েছিলেন তাকে আঘাত না করার জন্যে। কাটোজ রাজা পুরু রাখিকে সম্মান করতেন। তাই তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে আলেকজান্ডারকে আঘাত করেননি। মুঘল আমলে মুঘল সম্রাটদের হাতে হিন্দু রমণীদের রাখি পরানোর রীতি ছিলো। তবে সেটা সবসময় ভালোবেসে নয় ভয়ে করতে হতো নিজেদেরকে সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্যে। যেমন মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে রাখি পাঠিয়েছিলেন চিতোরের রানী কর্ণাবতী চিতোরকে রক্ষা করার জন্যে ।

বেদের যে শাশ্বত বাণী 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' এই রাখি বন্ধনের আর এক নাম। রাখি বন্ধনের মধ্যে দিয়ে ভালোবাসার বাঁধনে সারা বিশ্ব একদিন বাঁধা পড়বে। রাখি বন্ধন শুধু বাঙালির নয়, ভারতীয়দের নয়, এখন রাখি উৎসব সারা বিশ্বের। জাত- পাত ,দেশ- কাল গন্ডির মধ্যে এমন ভালোবাসার উৎসব কখনো বাঁধা থাকে? এই উৎসব কখনো ধর্মের অংশ হয়ে থাকেনি। মানবতার মহামিলন বলা যায়। এমন মিলন উৎসবে সবাই মিলিত হতে চায়। সারা বিশ্ববাসীর হাতে হাত বাঁধা পড়ুক রাখি বন্ধনে। পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করুক রাখি বন্ধনের মধ্যে দিয়ে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দুই বাংলার ভাতৃত্ব বন্ধন অটুট রাখতে সীমান্তে রাখি বন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: দুই বাংলার ভাতৃত্ব বন্ধন অটুট রাখতে দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীদের জওয়ানদের রাখি পরালেন সীমান্তের বোনেরা। জিরো পয়েন্টে ইন্দো-বাংলা সীমান্তরক্ষীদের হাতে রাখি মিষ্টিমুখ শুভেচ্ছা ও মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে দীঘায়ু কামনা করলেন সীমান্তপারের বোনেরা। বুধবার বসিরহাটের ঘোজাডাঙা সীমান্তে ভারত বাংলাদেশের সীমান্তে ফুল মিষ্টি শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর একে অপরের আলিঙ্গন মধ্য দিয়ে রাখি বন্ধন উৎসব পালিত হল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় বসিরহাট এক নম্বর ভিডিও বিশাখ ভট্টাচার্য পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম সর্দার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সারিফুল মণ্ডল, শফিকুল দফাদার, উত্তম মণ্ডল জেলা পরিষদের সদস্য এনজিলা বৈদ্য পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য উত্তম মণ্ডল সহ বিশিষ্টজনেরা এদিন জিরো পয়েন্টে বিএসএফ ও বিজিবি জওয়ানদের হাতে রাখি পরিয়ে তাদের দীর্ঘায়ু কামনা করলেন। অন্যদিকে মিষ্টি ফুল মিষ্টি মুখ শুভেচ্ছার মধ্য দিয়ে তাদের আশীর্বাদ করলেন। সেই এক অভিনব ছবি দেখা গেল। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী জওয়ানরা, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের হাতে রাখি পরিয়ে দিয়ে দুই দেশের সীমান্ত সুরক্ষায় একে অপরের মধ্যে অটুট নিরাপত্তা সম্পর্ক বজায় রাখতে এদিন সীমান্তের বোনেরা তাদের হাতের একে অপরকে রাখি পরিয়ে দেয়। তাদের ভাতৃত্ববোধের মধ্য দিয়ে ভালোবাসা মেলবন্ধন ও শুভেচ্ছা মধ্য দিয়ে রাখি বন্ধন উৎসবে বাঁধলেন।

রাজবাঁধ শিশুসদনের পড়ুয়াদের রাখি পরান ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: এদিন প্রতিটি বাড়িতে বোনেরা ভাইদের হাতে রাখি পরিয়ে যখন আনন্দে মেতে উঠেছে, তখনই কাঁকসার রাজবাঁধ সংলগ্ন শিশুসদনের ৪২ জন পড়ুয়ার উৎসবহীন বিষণ্ণতার কথা জানতে পেরে তাদের হাতে রাখি পরালেন ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা কর্মীরা।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ৪২ জন অসহায় পড়ুয়াদের বুধবার দুপুর একটা নাগাদ রাজবাঁধ শিশুসদনে গিয়ে রাখি পরান কাঁকসা ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা কর্মীরা। কাঁকসা ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কুলদীপ সরকার জানিয়েছেন, যখন বাড়িতে বাড়িতে বোনেরা ভাইদের হাতে রাখি পরিয়ে আনন্দে মেতে উঠেছে, তখন সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকে শিশুসদনের অসহায় পড়ুয়ারা। তাই দলের মহিলা কর্মীদের দিয়ে ওই অসহায় শিশু ও কিশোরদের হাতে রাখি পরানোর পাশাপাশি তাদের মিষ্টিমুখ করানো হয়।

এছাড়াও কাঁকসা ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ওই অসহায় পড়ুয়াদের জন্য দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা করেন তৃণমূল কর্মীরা। খাবারের মেনুতে ছিল ভাত, ডাল, তরকারি, মুরগির মাংস, চাটনি, পাপর, মিষ্টি। এদিন অনুষ্ঠানে কাঁকসা ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কুলদীপ সরকার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীনন্দা রায় মহান্তি, উপপ্রধান গণেশ চন্দ্র মণ্ডল, আমলাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নাসিম আলি মীর সহ অন্যান্যরা।

LOST AND FOUND

I, Rajesh Kumar Shukla, S/O Kamala Shankar Shukla, residing at Flat 2A, Block 5, Bangur Complex, 5/7 Buroshibtala Main Road, Kolkata 700038, have lost the original deed of purchase of the flat between the first party and 'Development Pvt Ltd' on 10/08/2023. If anyone finds the document, please contact the number below: Rajesh Kumar Shukla Contact: 9903378813

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী সুবীর রক্ষিত, পিতা - শ্রী সমীর রক্ষিত, সাং - ১৪৩/৬৪, পিকনিক গার্ডেন রোড, থানা - তিলজলা, কোলকাতা - ৭০০০৩৯, প্রেমিসেস নং - ১টি, পিকনিক গার্ডেন থার্ড লেন, থানা - তিলজলা, কোলকাতা - ৭০০০৩৯, দক্ষিন ২৪ পরগনা, কে.এম.সি ওয়ার্ড নং ৬৬ অর্ন্তভুক্ত থার্ড ফ্লোরের উত্তর-পূর্ব-দক্ষিন দিকে ৯২৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া একটি ফ্ল্যাট যাহার নম্বর ৩বি ক্রয় করিয়াছেন। এক্ষনে আমার উপোরক্ত মক্কেল কে.এম.সি ৬৬ নং ওয়ার্ডে নিজের নাম পত্তন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় অত্র তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে লিখিত ভাবে যোগাযোগ করুন।

প্রনব রায়, (অ্যাডভোকেট)
৭জেড/২, পিকনিক গার্ডেন ফাস্ট লেন
পোস্ট ও থানা - তিলজলা, কোলকাতা - ৭০০০৩৯
মোবাইল - ৯৮৩৬৩৮২৮৮৫

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পাণ্ডুয়া ব্রাঞ্চ (০৪৬৪৬) হুগলি (পব) পিন - ৭১২১৪৯

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা **মেসার্স মহাদেব দুগ্ধ প্রকল্প এবং মেসার্স সি.পি. ফার্ম হাউস** অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানাগুলিতে প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিস্তারিত/আদায়যোগ্য জামিনদত্ত সম্পদের ঠিকানা	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তাং অনুযায়ী)
১.	**মেসার্স মহাদেব দুগ্ধ প্রকল্প, (ঋণগ্রহীতা), অংশীদারগণ : ১) শ্রী অঞ্জন মুখার্জি (প্রয়াত) ২) শ্রী সোম চক্রবর্তী** ইউনিট ঠিকানা :-গ্রাম -চম্পারুই,পো- মাধুপুর, জেলা-হুগলি, **শ্রী সোম চক্রবর্তী (ঋণগ্রহীতা তথা অংশীদার)** ২১/২৩৯, বড়বাজার মেইন রোড, চুঁচুড়া, জেলা -হুগলি-পিন- ৭১২১০১। **শ্রীমতি কাবেরী মুখার্জি** (মৃত ঋণগ্রহীতা অঞ্জন মুখার্জির স্ত্রী এবং আইনি উত্তরাধিকারী) ৭০, আর বি এভিনিউ,ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলি, পিন ৭১২১২৪ **শ্রীমতি সায়নী মুখার্জি** (মৃত ঋণগ্রহীতা অঞ্জন মুখার্জির অপ্রাপ্ত বয়স্ক কন্যা এবং আইনি উত্তরাধিকারী এবং শ্রীমতি কাবেরী মুখার্জি-মাতা- এবং স্বাভাবিক অভিভাবকত্ব অধীনে) ৭০, আর বি এভিনিউ,ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলি, পিন ৭১২১২৪ **শ্রীমতি সরস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায়** স্বামী সেল দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়,গ্রাম -এবং পো- দিগসুই, থানা-মগরা, জেলা-হুগলি **এ/সি নং - ৩০৫৬৮৯৮৫৪৪৩ (সিসি) এবং ৩০৩৮১৪৯৮০০৮ (টিএল)** **পাণ্ডুয়া এডি শাখা**	**স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ: ১. সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত স্বত্ব দলিল নং** ৩৬৭২-১৯৭৭ সালের রেজিস্ট্রিকৃত-এসআরও, পাণ্ডুয়া বুক নং ১, ভল্যুম নং ৫২, পৃষ্ঠা ৬ থেকে ৮, শ্রীমতি সরস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায় এর নামে সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি পরিমাণ ২ শতক, অবস্থিত মৌজা-সরাইগ্রাম,জেএল নং ৩৯,খতিয়ান নং -৪০২, দাগ নং ১১৭০,থানা এবং এস আর ও- পাণ্ডুয়া, জেলা-হুগলি। ২. সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত স্বত্ব দলিল নং ৮১১-১৯৯০ সালের রেজিস্ট্রিকৃত -এসআরও,-পাণ্ডুয়া,বুক নং ১, ভল্যুম নং এস,পৃষ্ঠা ৯৩ থেকে ৯৬, শ্রীমতি সরস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৪ শতক, অবস্থিত মৌজা- সরাইগ্রাম, জেএল নং ৩৯,খতিয়ান নং ৪০২ এবং ৩৯৮, দাগ নং ১১৭০ এবং ১১৭৮ থানা এবং এস আর ও - পাণ্ডুয়া, জেলা -হুগলি। ৩. সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত স্বত্ব দলিল নং ১৮৮৮-১৯৮৮ সালের রেজিস্ট্রিকৃত -এসআরও,পাণ্ডুয়া, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৭ , পৃষ্ঠা ১০১ থেকে ১০৪ , শ্রীমতি সরস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি পরিমাণ ৪ শতক, অবস্থিত মৌজা- সরাইগ্রাম,জেএল নং ৩৯,খতিয়ান নং ৪০৫,দাগ নং ১১৭০,থানা এবং এস আর ও - পাণ্ডুয়া, জেলা-হুগলি। ৪. সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত স্বত্ব দলিল নং ৪৪৬৩-১৯৮৩ সালের রেজিস্ট্রিকৃত -এসআরও,পাণ্ডুয়া, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৬০ , পৃষ্ঠা ১২৫ থেকে ১২৮ , শ্রীমতি সরস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি পরিমাণ ৮ শতক, অবস্থিত মৌজা- সরাইগ্রাম,জেএল নং ৩৯,খতিয়ান নং ৪০৫, দাগ নং ১১৭০, থানা এবং এস আর ও - পাণ্ডুয়া, জেলা-হুগলি।	০৫.০৮.২০২৩	২৯.১০.২০০৯	**৪১,৪৮,৯০০.০০ (একচল্লিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার নয়শো টাকা) টাকা ২৬.১১.২০১৮** অনুযায়ী আপনারা আরও **২৭.১১.২০১৮** থেকে পরবর্তী সুদ এবং **২৩.০৬.২০২২** থেকে চুক্তি মোতাবেক উক্ত পরিমাণের উপর সুদ এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি আদায় দিতে দায়বদ্ধ।
২.	**২. মেসার্স সি.পি. ফার্ম হাউস অংশীদারগণ : ১. শেখ আবদুল আলিম ২. শেখ মোতিয়ার রহমান** গ্রাম - শ্যামনগর, পো - চোটখণ্ড, থানা-মেমারি,জেলা -বর্ধমান,পিন - ৭১৩১৪৬। **শেখ আবদুল আলিম,** পিতা প্রয়াত শেখ আবদুল হাকিম গ্রাম - শ্যামনগর, পো - চোটখণ্ড, থানা-মেমারি,জেলা -বর্ধমান,পিন - ৭১৩১৪৬। **শেখ মোতিয়ার রহমান** পিতা প্রয়াত শেখ আবদুল গণি গ্রাম - শ্যামনগর, পো - চোটখণ্ড, থানা-মেমারি,জেলা -বর্ধমান, পিন - ৭১৩১৪৬। **এ/সি নং - ৩০২৮২৩২৭৩৫১ (সিসি)** **পাণ্ডুয়া এডি শাখা**	**স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি **১০৮০ বর্গফুট** মৌজা-কাটাপুর, জেএল নং ২১৯, দাগ নং ৫৭৫, এলআর খতিয়ান নং ১৯১, দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা - মেমারি, জেলা-বর্ধমান, পিন- ৭১৩১৪৬।দলিল নং ৩৫৩, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৭, পৃষ্ঠা ৭০ থেকে ৭৩- ১৯৯৪ সালের । এ ডি এস আর ও- মেমারি। সম্পত্তি **শেখ মতিয়ার রহমান,** পিতা প্রয়াত শেখ আবদুল গনির নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ডোবা, **দক্ষিণে** : পঞ্চায়েত চলার পথ, **পূর্বে** : মালিকের সম্পত্তি, **পশ্চিমে** : রমজান আলির সম্পত্তি সমন্বিত।	০৫.০৮.২০২৩	২৮.১২.২০১৭	**১৪,৮০,৯৫৭.০০ (চৌদ্দ লাখ আশি হাজার নয়শত সাতান্ন টাকা) টাকা ০৪.১০.২০২৩** অনুযায়ী এবং আপনারা আরও পরবর্তী সুদ,শুল্ক,ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি আদায় দিতে দায়বদ্ধ চুক্তি মোতাবেক।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্দিষ্ট সময়ে আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ৩১.০৮.২০২৩
স্থান : হুগলি

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Office of the Municipal Councilors
Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O.+P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly

Notice Inviting e-Tender

Online tenders are invited by the Chairman, Bhadreswar Municipality for the **13 Nos. construction & renovation of drains** under in the **Memo No.: BM/PWD/4655/e-NIT/1-13 (1st Call), Date: 29/08/2023. Tender ID: 2023_MAD_561493_1 to 2023_MAD_561493_13.** Bid Submission Start Date (Online): **31/08/2023 at 11:00 AM.** Bid Submission Closing Date (Online): **15/09/2023 up to 05:00 PM.** Bid Opening Date for Technical Proposals (Online): **18/09/2023 at 02:00 PM.** Details may be had municipal office Notice board, Municipal website **https://wbtenders.gov.in** & **https://bhadreswarmunicipality-gov.in**

Sd/-, Chairman
Bhadreswar Municipality

এনপিআর ফাইন্যান্স লিমিটেড

টোডি ম্যানশন, ১, লু-শুন সরণি, ১০ম তল, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
CIN : L65921WB1989PLC047091, ই-মেইল- npr1@nprfinance.com
ফোন নম্বর - ০৩৩ ২২৩৭ ৭২০১, ওয়েবসাইট : www.nprfinance.com

৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সংক্রান্ত তথ্য

কোম্পানির ৩৪তম এজিএম মঙ্গলবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে, সকাল ১১.৩০টায় আইএসটি, ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/অন্যান্য অডিও ভিস্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম")-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এর অধীন প্রণীত বিধিগুলি এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি") (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) প্রবিধানগুলির সাথে পঠিত সমস্ত প্রযোজ্য বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে, ২০১৫, ২৮/১২/২০২২, ০৫/০৫/২০২২, ১৪/১২/২০২১, ০৮/১২/২০২১, ১৩/০১/২০২১, ০৫/০৫/২০২০, ১৩/০৪/২০২০ এবং ০৮/০৪/২০২০ (সম্মিলিতভাবে "এমসিএ সার্কুলার" হিসাবে উল্লেখ করা হয়) - কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ") এবং ০৫/০১/২০২৩, ১৩/০৫/২০২২, ১৫/০১/২০২১ তারিখের এবং ১২/০৫/২০২০ সেবি সার্কুলার দ্বারা জারি করা হয়েছে এই বিষয়ে সময়ে সময়ে এমসিএ এবং সেবি দ্বারা জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার সহ।

আরও জানানো হচ্ছে :

১. এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, বার্ষিক রিপোর্ট ২০২২-২০২৩ সহ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি, শুধুমাত্র সেই সদস্যদের ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে পাঠানো হচ্ছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ') মেসার্স নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড সাথে নিবন্ধিত। এটি এখানেও পাওয়া যাবে (ক) কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.nprfinance.com), (খ) মেসার্স সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) (www.evotingindia.com) এর ওয়েবসাইট, যা ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম প্রদান করছে; এবং (গ) বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইটে (www.bseindia.com) যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত।
২. সদস্যরা যারা প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণ করেছেন বা যারা কোম্পানিতে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেন। এই ধরনের শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানি/আরটিএ-কে নিম্নলিখিত বিশদ প্রদান করে ই-ভোটিং-এর জন্য লগইন শংসাপত্র পেতে পারেন investors@ nprfinance.com/nichetechpl@nichetechpl.com-এ ই-মেইল করে (ক) বিশদ বিবরণ যেমন ফোলিও নং, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে) - শারীরিক শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষেত্রে। (খ) ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষেত্রে - অনুগ্রহ করে আপনার ইমেল আইডি এবং মোবাইল নম্বর আপডেট করুন। আপনার নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (ডিপি) এর সাথে। (গ) স্বতন্ত্র ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডারদের জন্য- অনুগ্রহ করে আপনার ইমেল আইডি এবং মোবাইল নম্বর আপডেট করুন। আপনার নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর (ডিপি) সাথে যা ই-ভোটিং এবং ডিপোজিটরির মাধ্যমে ভার্চুয়াল মিটিংয়ে যোগদানের সময় বাধ্যতামূলক।
৩. এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সুবিধার নির্দেশাবলী এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত হয়েছে। শুধুমাত্র এজিএমে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা এবং যারা দূরবর্তী ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট (গুলি) দেননি- তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।
৪. যে ব্যক্তিরা কোম্পানির সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি বা এটি আপডেট করতে চান অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে নিবন্ধন করুন/আপডেট করুন যদি আপনি ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে বা কোম্পানি বা আমাদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে শেয়ার ধারণ করেন, যেমন, নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, ৮ম তল, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা ৭০০ ০১৭-এ (যোগাযোগ নম্বর (০৩৩) ২২৮০ ৬৬১৬/১৭/১৮, ই-মেইল (nichetechpl@nichetechpl.com), যদি আপনি প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণ করেন তাহলে আইএসআর ১ ফর্ম জমা দিয়ে। আরও, প্রয়োজনীয় ফর্ম সহ এই বিষয়ে সমস্ত বিবরণ কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.nprfinance.com) পাওয়া যাবে।
৫. সদস্যরা যে পদ্ধতিতে ইলেকট্রনিক ক্লিয়ারিং সার্ভিস (ইসিএস) বা অন্য কোনো মাধ্যমে সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লভ্যাংশ পাওয়ার জন্য তাদের আদেশ দিতে পারে প্রযোজ্য নয়, কারণ বোর্ড ৩১/০৩/২০২৩-এ শেষ হওয়া আর্থিক বছরের জন্য কোনো লভ্যাংশের সুপারিশ করেনি ।

বোর্ডের আদেশক্রমে
ঋতিকা বর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং এফ১০২৯১

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩০.০৮.২০২৩

ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেড

CIN : L65993WB1970PLC027781
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট (৯ম তল), কলকাতা - ৭০০ ০১৬,
টেলিফোন নং (০৩৩) ২২৮৭-৯৩৫৯/৯৩৬০, ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৮৭-২০৪৭
ইমেল : unitedcreditltd@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.unitedcreditltd.com

৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য কাট অফ তারিখ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেডের সদস্যগণের ৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভা সোমবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে বেলা ১১ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্স (ভিসি)/অন্যান্য অডিও ভিডিও মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে ৫২তম এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের নিমিত্ত সাধারণ সার্কুলার ১০/২০২২ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) কর্তৃক তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ এবং সেবি/এইচও/সিএফডি/পিওডি-২/সিআইআর/২০২৩/৪ তারিখ জানুয়ারি (পরবর্তীতে সংযুক্তভাবে 'সার্কুলার' হিসেবে উল্লিখিত) এবং অন্যান্য সকল প্রযোজ্য আইন মোতাবেক অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।

এজিএম নোটিশ এবং২০২২-২৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি বা ডিপোজিটরিজ বা রেজিস্টার্ড অ্যান্ড শেয়ার হস্তান্তর প্রতিনিধি ("আরটিএ") নিকট অর্থাৎ সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (প্রা.) লি-এর নিকট ৩০ আগস্ট ২০২৩ তারিখে নথিভুক্ত রয়েছে। সদস্যগণকে অবগত করা হচ্ছে এজিএম নোটিশ এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.unitedcreditltd.com**, এবং স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইট : **www.bseindia.com**, **www.cse-india.com** এবং নোটিশ পাওয়া যাবে সিডিএসএল এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com** থেকেও পাওয়া যাবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধান মেনে প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলী এবং সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর সাথে পঠিত, কোম্পানি সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে যাতে তারা তাদের ভোট দিতে সক্ষম হয়। সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) এর মাধ্যমে ৫২ তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে সমস্ত ব্যবসার সেট-আউটের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেয়। ৫২তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসা শুধুমাত্র ই-ভোটিং দ্বারা লেনদেন করা হবে। শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা হয় ফিজিক্যাল বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে, কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (দিনের শেষ) এজিএম-এ দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন। দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ রবিবার বিকেল ৫.০০ টায় শেষ হবে। এর পরে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং অক্ষম করা হবে। যে কোনো ব্যক্তি যিনি ৫২ তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ ২৮ জুলাই, ২০২৩ (দিনের শেষ) শেয়ার ধারণ করেন তিনি **helpdesk.evoting@cdslindia.com,** সিবি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (প্রা.) লি., কোম্পানির আরটিএ **rta@cbmsl.com**-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। যেসকল সদস্যরা এজিএম-এর আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে পারেন কিন্তু এজিএম-এ আবার ই-ভোট করার অধিকারী হবেন না। যে সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএমে যোগ দিচ্ছেন এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা রেজোলিউশনগুলিতে তাদের ভোট দেননি তারা এজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। দূরবর্তী ই-ভোটিং, এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং এবং ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদানের জন্য বিস্তারিত নির্দেশাবলী ৫২তম এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে।

ভৌত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা যারা কোম্পানি/আরটিএ-তে তাদের ইমেল ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ম্যান্ডেট নিবন্ধিত/আপডেট করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে **rta@cbmsl.com**এ কোম্পানির আরটিএ-এর সাথে যথাযথভাবে ফাইল করা এবং স্বাক্ষরিত ফর্ম আইএসআর ১ জমা দিতে। সদস্যরা কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.unitedcreditltd.com** বা আরটিএ-এর ওয়েবসাইট **www.cbmsl.com** থেকে নির্ধারিত ফর্মগুলি ডাউনলোড করতে পারেন। ডিম্যাট ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা, যারা তাদের ইমেল ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ম্যান্ডেট নিবন্ধন/আপডেট করেনি তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর (ডিপি) সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং তাদের ডিপির দেওয়া পরামর্শ অনুযায়ী নিবন্ধন/আপডেট করুন। ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে যুক্ত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার (সিডিএসএল), সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৬ তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব) মুম্বই - ৪০০০১৩ কাছে সম্বোধন করা যেতে পারে অথবা **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ একটি ইমেল পাঠান বা ০২২-২৩০৫৮৫৪২/৪৩ নম্বরে কল করুন।

ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
দীপালি গুপ্তা
কোম্পানি সেক্রেটারি
(মেম্বারশিপ নং এ৬৫৬৫২)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩১ আগস্ট, ২০২৩

SBI স্টেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা

১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

সংশোধনী

আমাদের বিজ্ঞাপন ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অধীনে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এবং একদিন এর ২৯.০৮.২০২৩ তারিখের সংস্করণে প্রকাশিত ই-নিলামের তারিখ **১৪.০৯.২০২৩** এবং ঋণগ্রহীতার নাম **মেসার্স মেডি লিঙ্ক**। দখলের নোটিশ পড়তে হবে **স্বত্ব দখলীকৃত কার্যকর দখলের** পরিবর্তে। পূর্বের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী অন্যান্য নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে, অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

NOTICE

It is notified to all concerned that the Deed bearing no. 571/1985, registered at A.D.S.R. Serampore at Chandannagar, in the name of Sandhya Mallik, was lost/ misplaced from the custody of my client Anup Kumar Shaw, S/o Shyam Lal Shaw, of P.O. Chandannagar, P.S. Chandannagar, District- Hooghly, Pin-712136, which was duly entered as General Diary, vide No. 428, dated 07-08-2023 at Chandananagar police station. If any person traces/finds the said title deed, please return the same to the undersigned within 15 days from the date of Publication. It is further stated that no claim, demand shall be entertained after the stipulated period. If any transaction is made with any person/s, authority on the strength of this missing deed, it shall be deemed to be null and void.

SCHEDULE OF THE PROPERTY

All that land measuring 02 katha lying at Mouza- Chandannagar Sheet no : 24, J.L. No.1, LR DAG NO: 1188, RS DAG NO : 477, under Khatian No.3170, WARD NO:21, P.S. CHANDANNAGAR, District- Hooghly. WB.

Joy Banerjee
Advocate
Contact No: 9143363606

SBI স্টেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা

শাখার ঠিকানা : **১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,**
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : **sbi.05171@sbi.co.in**

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

নিলাম অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সত্যজিৎ চৌধুরী, ই-মেল আইডি : **satyajit.c@sbi.co.in,** মোবাইল নং : ৯৪০২৬৯৮৩৫৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।

নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৪.১০.২০২৩ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত ০৪.১০.২০২৩ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **২৯,১৫,০৬১.০০ টাকা** ০৭.০৫.২০২২ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শেখ মুশারফ হুসেন, ঠিকানা : ১) মুস্তাফা ইন্ডাস্ট্রিজ এরিয়া,** এম-২৪, অ্যাপার্টমেন্ট নং ডব্লিউভি টি২ ০০২ এ জি২০ ০৫, লাইফ কেয়ার হসপিটালের নিকট, আবু ধাবি, ইউনাইটেড আরব এমিরেটস **২) চেন্নাই জুয়েলার্স** এলএলসি, এ১ দানা টাওয়ার্স শপ # ১ এবং ২ ইউএই এক্সচেঞ্জের পিছনে, শারজা, ইউনাইটেড আরব এমিরেটস **৩) কাসাই পাড়া লেন,** আর্সেলান হোটেলের নিকট, পো. সার্কাস এভিনিউ, থানা - বেনিয়াপুকুর, কলকাতা - ৭০০০১৭, কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য **২৩,৬৪,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **২,৩৬,৪০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **২০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭৩৫ বর্গ ফুট ৩য় তল, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ০৫ পাঁচ কাঠা ০১ ছটাক ৩ বর্গ ফুট অবস্থিত মৌজা- কুষ্টিয়া, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৪৩/১১ সি এন রায় রোড, থানা : তিলজলা, কলকাতা- ৭০০০৩৯, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৬৬ অধীন, জেলা- ২৪ পরগনা (দ.), অন্যান্য সুবিধা এবং পরিষেবা সমন্বিত ফ্ল্যাট। **সম্পত্তি চৌহদ্দি** : উত্তরে : সি এন রায় রোড, দক্ষিণে : নিমাই ঘোষের ভবন, পূর্বে : অশোক চক্রবর্তীর ভবন,পশ্চিমে : গৌরী ঘোষের ভবন সমন্বিত। **সম্পত্তি শেখ মুসারফ হুসেন উল্লেখ্য দলিল নং ১-১৬০৩-০৬১০৬/২০১৬ রেজিস্ট্রিকৃত জিএসআর-৩স ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)।**

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৭.০৯.২০২৩ | **দখলের ধরণ : স্বত্ব দখলীকৃত** | SARB FILE NO. 19413/AN, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১৩৭২৯

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন **www.sbi.co.in** এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: **https://ibapi.in** দেখুন।

তারিখ : ৩১.০৮.২০২৩
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক

(একটি সরকারী উদ্যোগ)
মুর্শিদাবাদ আঞ্চলিক কার্যালয়, ৪৮, নয়া সড়ক রোড, পোঃ- বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ,
পিন-৭৪২১০১, ইমেইল: romsd@bgvbco.in, ফোন নং : ০৩৪৮২-২৭৪৪২০/২৫০৪৬৫

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট ৪ {রুল ৮(১)}

যেহেতু, **বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৯-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা / জামিনদারগণকে আহ্বান জানায়।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগকে ও জনগণকে সাধারণভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত রুলের রুল ৯-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, তাঁদের নামের পাশে উল্লিখিত তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন ও এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নীচে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক এবং তদুপরি সুদ ও চার্জ **বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কের** ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন ৮-এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র.নং. , শাখার নাম, ফোন নং, ই-মেইল	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ স্বত্বাধিকারী / জামিনদারে নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ			১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) দাবির পরিমাণ
(১) **ভরতপুর শাখা** ৯০৪৬০০৭২৩৫ bmbtp@bgvbank.co.in	**১. সৈয়দ সারওয়ার্দী,** পিতা- সৈয়দ আবুল কাসেম, গ্রাম এবং পোস্ট- ভরতপুর, থানা- ভরতপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০১, ঋণগ্রহীতা, **২. মহিলা খাতুন,** স্বামী- সৈয়দ সারওয়ার্দী, গ্রাম এবং পোস্ট- ভরতপুর, থানা- ভরতপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০১, ঋণগ্রহীতা, **৩. পেয়ারউদ্দিন,** পিতা- গোলাম মহবুল, গ্রাম এবং পোস্ট- ভরতপুর, থানা-ভরতপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০১, জামিনদার, **৪. উজির সেখ** পিতা- শার্মান সেখ, গ্রাম এবং পোস্ট- ভরতপুর, থানা- ভরতপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০১, জামিনদার,	জমি / ভবন সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।			**ক) ২০.০২.২০২৩ খ) ২৪.০৮.২০২৩ গ) ৪,০২,৯৮১.৮৬ টাকা (চার লক্ষ দুই হাজার নয়শো একাশি টাকা এবং ছিয়াশি পয়সা মাত্র) সেইসঙ্গে** ২২.০৮.২০২৩ থেকে কার্যকর বুক না করা সুদ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ সহ, খরচ ইত্যাদি।
			দলিল অনুযায়ী	পরিদর্শন অনুযায়ী	
		প্লট/দাগ নং	এলআর: ৪৩২৫ এবং ৪৩২৫/৯২১৯	এলআর: ৪৩২৫ এবং ৪৩২৫/৯২১৯	
		খতিয়ান নং	এলআর: ১২৬৬	এলআর: ১২৬৬	
		জেএল নং	৬৮	৬৮	
		মৌজা	ভরতপুর	ভরতপুর	
		ব্লক	ভরতপুর	ভরতপুর	
		থানা	ভরতপুর	ভরতপুর	
		জেলা	মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ	
		এলাকা	৩.৩৩ ডেসিমেল	৩.৩৩ ডেসিমেল	
		শ্রেণী	বাড়ি	বাড়ি	
		পিন সহ ডাক ঠিকানা	গ্রাম: ভরতপুর, পোঃ- ভরতপুর, থানা: ভরতপুর, জেলা: মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন: ৭৪২৩০১	গ্রাম: ভরতপুর, পোঃ- ভরতপুর, থানা: ভরতপুর, জেলা: মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন: ৭৪২৩০১	
		সীমানা	দলিল অনুযায়ী	পরিদর্শন অনুযায়ী	
		উত্তর	৪৩২৫/৯২১৯ প্লট	হেলেন খাতুনের বাড়ি	
		দক্ষিণ	৪৩২৫ প্লট	বাচ্চু সেখের বাড়ি	
		পূর্ব	পুকুর	রাস্তা	
		পশ্চিম	রফিক মিঞা	পুকুর	
(২) **সালার শাখা** ৯০৪৬০০৭২৭৫ bmsal@bgvbank.co.in	**১. রাজু চুনারি,** পিতা- শ্যামল কুমার চুনারি, গ্রাম- সালার হিন্দুপাড়া, পোস্ট-সালার, থানা- সালার, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৪০১, ঋণগ্রহীতা, **২. রূপালী চুনারি,** স্বামী- রাজু চুনারি, গ্রাম- সালার হিন্দুপাড়া, পোস্ট- সালার, থানা- সালার, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৪০১, জামিনদার, **৩. মহঃ ফজলুল হক,** পিতা- মরহুম মোহাম্মাদ সেখ, গ্রাম- সালার কায়েমপাড়া, পোস্ট- সালার, থানা-সালার, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৪০১, জামিনদার		দলিল অনুযায়ী	পরিদর্শন অনুযায়ী	**ক) ১৮.১১.২০২২ খ) ২৪.০৮.২০২৩ গ) ১২,২৫,৫২১.০০ টাকা (বারো লক্ষ পঁচিশ হাজার পাঁচশো একুশ টাকা মাত্র) সেইসঙ্গে** ২৩.০৮.২০২৩ থেকে কার্যকর বুক না করা সুদ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ সহ, খরচ ইত্যাদি।
		প্লট/দাগ নং	এলআর: ৩৭৮৫, ৩৭৮৮	এলআর: ৩৭৮৫, ৩৭৮৮	
		খতিয়ান নং	এলআর: ১০৬১২	এলআর: ১০৬১২	
		জেএল নং	১০২	১০২	
		মৌজা	সালার	সালার	
		ব্লক	ভরতপুর-২	ভরতপুর-২	
		থানা	সালার	সালার	
		জেলা	মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ	
		এলাকা	১.৫০ ডেসিমেল	১.৫০ডেসিমেল	
		শ্রেণী	ভিটি	ভিটি	
		পিন সহ ডাক ঠিকানা	গ্রাম: সালার হিন্দুপাড়া, পোঃ- সালার, থানা: সালার, জেলা: মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন: ৭৪২৪০১	গ্রাম: সালার হিন্দুপাড়া, পোঃ- সালার, থানা: সালার, জেলা: মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন: ৭৪২৪০১	
		সীমানা	দলিল অনুযায়ী	পরিদর্শন অনুযায়ী	
		উত্তর	জয়ন্ত	নিখিল চুনারির বাড়ি	
		দক্ষিণ	বিনয়	রানু বালা ঘোষের বাড়ি	
		পূর্ব	দোলন	রাস্তা	
		পশ্চিম	রাস্তা	পুকুর	
(৩) **গোকর্ণ শাখা** ৯০৪৬০০৭২৪১ bmgkn@bgvbank.co.in	**১. মহঃ ইমানুল হক,** পিতা- আব্দুল মান্নান, গ্রাম- মোতরা, পোস্ট- হাজারপুর- নবগ্রাম, থানা-কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৩৬, ঋণগ্রহীতা, **২. সাহিবুল হক,** পিতা- মহঃ ইমানুল হক, গ্রাম- মোতরা, পোস্ট- হাজারপুর- নবগ্রাম, থানা- কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৩৬, জামিনদার, **৩. তাহিদুল হক,** পিতা- আব্দুল মান্নান, গ্রাম- মোতরা, পোস্ট- হাজারপুর- নবগ্রাম, থানা-কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৩৬, জামিনদার		দলিল অনুযায়ী	পরিদর্শন অনুযায়ী	**ক) ২০.০২.২০২৩ খ) ২৪.০৮.২০২৩ গ) ৮,০২,২৭৫.৭৯ টাকা (আট লক্ষ দুই হাজার দুইশো পঁচাত্তর টাকা এবং উনআশি পয়সা মাত্র) সেইসঙ্গে** ২২.০৮.২০২৩ থেকে কার্যকর বুক না করা সুদ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ সহ, খরচ ইত্যাদি।
		প্লট/দাগ নং	এলআর: ১১০৭	এলআর: ১১০৭	
		খতিয়ান নং	এলআর: ১০৫৮/১	এলআর: ১০৫৮/১	
		জেএল নং	৩৬	৩৬	
		মৌজা	মোতরা	মোতরা	
		ব্লক	কান্দি	কান্দি	
		থানা	কান্দি	কান্দি	
		জেলা	মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ	
		এলাকা	৩.০০ ডেসিমেল	৩.০০ ডেসিমেল	
		শ্রেণী	ভিটি	ভিটি	
		পিন সহ ডাক ঠিকানা	গ্রাম: মোতরা, পোঃ- হাজারপুর - নবগ্রাম, থানা: কান্দি, জেলা: মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন: ৭৪২১৩৬	গ্রাম: মোতরা, পোঃ- হাজারপুর - নবগ্রাম, থানা: কান্দি, জেলা: মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন: ৭৪২১৩৬	
		সীমানা	দলিল অনুযায়ী	পরিদর্শন অনুযায়ী	
		উত্তর		মোতরা গ্রামের রাস্তা	
		দক্ষিণ		আবদুল্লা হাজির জমি	
		পূর্ব		আবদুল্লা হাজির জমি	
		পশ্চিম		পিড়বুড়ি রাস্তা	

নিম্নস্বাক্ষরকারীকে এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এন্ড ইন্টারেস্ট এন্ড রিকভারি অফ ডেট ল'স (সংশোধিতমতো) এক্ট, ২০০৪ এর সংশোধিতমতো সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (সারফেইসি এক্ট, ২০০২) -এর বিধান অনুসারে যথাযথভাবে ব্যাঙ্ক দ্বারা অনুমোদিত অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে।

তারিখ: ৩১.০৮.২০২৩
স্থান: মুর্শিদাবাদ

অনুমোদিত অফিসার
বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক -এর পক্ষে, মুর্শিদাবাদ আঞ্চলিক কার্যালয়

বোর্ড গঠনের পরেও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ, বেলিয়াতোড় পঞ্চায়েত প্রধানের ইস্তফার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বোর্ড গঠনের পরেও বেলিয়াতোড় গ্রাম পঞ্চায়েতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তৃণমূলের পিছু ছাড়ছে না বলে অভিযোগ। সূত্রের খবর, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে নির্বাচিত হওয়ার দু' সপ্তাহের মাথায় গ্রাম পঞ্চায়েতের নবনির্বাচিত প্রধান ইস্তফা দিয়ে চিঠি দিয়েছেন খোদ বিডিওকে। আর সেই ঘটনাকে ঘিরে এবার গুঞ্জন আরও তীব্র হচ্ছে বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের বেলিয়াতোড় গ্রাম পঞ্চায়েতে।

বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০টি আসনের মধ্যে সব কটিতেই এবার জয়লাভ করে তৃণমূল। গত ১১ অগস্ট এই গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন হয়। বোর্ড গঠনের আগে তৃণমূলের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান হবেন বিবেক শী ও উপপ্রধান পদ দেওয়া হবে শীলা রুইদাসকে। দলীয় সেই সিদ্ধান্ত আগেই জানিয়ে দেওয়া হয় পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য ও স্থানীয় নেতৃত্বকে। অভিযোগ, বোর্ড গঠনের দিন দলীয় সেই নির্দেশ না মেনে ওই পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য প্রদীপ পালকে প্রধান হিসাবে প্রস্তাব করে বসেন দলেরই আর এক সদস্য। প্রধান পদপ্রার্থী তৃণমূলের বিবেক শী ও প্রদীপ পালের মধ্যে প্রধান কে হবেন, তা নিয়ে ভোটাভুটি হলে প্রদীপ পাল ১০- ৯ ভোটে বিবেক শীকে হারিয়ে প্রধান পদে বসেন। উপপ্রধান পদে বসেন শীলা রুইদাস।

এদিকে, দলীয় নির্দেশ অমান্য করায় নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রধান প্রদীপ পাল, তৃণমূলের বেলিয়াতোড় অঞ্চল সভাপতি সুশান্ত কর ও পঞ্চায়েত সদস্য শেখ কুতুবউদ্দিনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয় শাসকদলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রের খবর, নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রধান লিখিত ভাবে জবাব দিলেও, সেই উত্তরে সন্তুষ্ট হয়নি দলীয় নেতৃত্ব। স্বাভাবিক ভাবেই চাপ বাড়ছিল বেলিয়াতোড়ের নবনির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রদীপ পালের ওপর।

দলীয় সূত্রের খবর, সোমবার সন্ধ্যায় প্রদীপ পাল লিখিত ভাবে তাঁর ইস্তফার কথা জানিয়ে বড়জোড়ার বিডিওকে চিঠি দিয়েছেন। প্রশাসনের তরফে চিঠি প্রাপ্তির কথা স্বীকার করলেও সেই চিঠিতে ইস্তফার কথা লেখা রয়েছে কিনা, সে ব্যাপারে স্পষ্ট জানা যায়নি। তবে বিডিওকে ইস্তফাপত্র পাঠানোর খবর ছড়িয়ে পড়তেই নতুন করে বেলিয়াতোড়ের রাজনৈতিক মহলে তৈরি হয়েছে জল্পনা। প্রশ্ন উঠছে, প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পাওয়ার দু' সপ্তাহ যেতে না যেতেই কেন ইস্তফা দিতে হল পঞ্চায়েত প্রধানকে? এর জন্য কি তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বই দায়ী? ইস্তফা দেওয়া পঞ্চায়েত অবশ্য কিছু বলতে চাননি।

উপপ্রধানের দাবি, দলবিরোধী কাজ করে প্রধান পদে বসেছিলেন প্রদীপ পাল। তাই তাঁর আরও আগে ইস্তফা দেওয়া উচিত ছিল। তৃণমূলের ব্লক নেতত্বের দাবি, দলবিরোধী কাজের জন্য দল পঞ্চায়েত প্রধানকে যে শোকজ করেছিল, তাঁর উত্তরে দল সন্তুষ্ট নয়। এই পরিস্থিতিতে পঞ্চায়েত প্রধান ইস্তফা দিয়ে থাকলে, তাঁর শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে। বিজেপির কটাক্ষ, কাটমানির ভাগ বাটোয়ারাকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর বিরোধেই এমনটা হয়েছে।

খানাকুলের অরুন্ডাতে সরকারি সম্পত্তিতে আগুন ও বোমাবাজির ঘটনায় গ্রেপ্তার ১৯

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি জেলার খানাকুলের অরুন্ডা পঞ্চায়েতে আগুন ধরানো থেকে শুরু করে পুলিশের গাড়িতে আগুন এবং এলাকায় গুলি ও বোমাবাজির ঘটনায় পুলিশ কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করল। ওই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত মোট ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে খানাকুল থানার পুলিশ। এদিন ধৃতদের কোর্টে তোলা হলে মহামান্য আদালত তিন জনের পুলিশ হেপাজত এবং ১৬ জনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। মঙ্গলবার সারারাত তল্লাশি চালিয়ে বুধবার ভোর পর্যন্ত এই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়। এরা প্রায় সবাই বিজেপির কর্মী বলে অভিযোগ। বুধবার বেলায় তাদের সকলকই আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। যদিও বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিমান ঘোষ বলেন, আমি আগেই বলেছি যে পুলিশের ওপর আক্রমণ করা বা কোনও ভাবেই অগ্নিসংযোগ করাটা আমরা সমর্থন করি না। তবে এই নয় যে, যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তারা সকলেই বিজেপি। আর সব বিজেপির ওপরেই দোষ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এগুলো হলে আমরা ছাড়ব না। আমরাও আদালতের দ্বারস্থ হব। প্রশাসনের দ্বারস্থ হব। এদিকে খানাকুলের অরুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েত আপাতত বন্ধ। পঞ্চায়েত কার্যত অচল। কবে পঞ্চায়েতের কাজ কর্ম স্বাভাবিক হবে তা কেউই পরিষ্কার করে বলতে পারেননি। তবে অরুন্ডার প্রধান দেবাশিস সিং এবার নিরাপত্তার কারণে পুলিশি নিরাপত্তা পাচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে। ঘটনায় যারা আহত হয়ে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি আছেন তাদের দেখতে যান তৃণমূলের একাধিক নেতা ও নেত্রী। তাদের পাশে থাকারও আশ্বাস তারা দেন। বুধবার এলাকায় গিয়ে দেখা যায় আরামবাগের এসডিপিও অভিষেক মণ্ডল, খানাকুল থানার ওসি সহ একাধিক পুলিশ আধিকারিক আছেন এলাকায়। এদিন সারাদিনই পুলিশ মোতায়েন করা ছিল। তবে এখনও শুনশান এলাকা। তবে পুলিশের টহল ও মোতায়েন থাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে ধীরে ধীরে। দোকান কিছু খুলেছে। বেচাকেনাও হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তারা। আরামবাগের এসডিপিও অভিষেক মণ্ডল বলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। শান্তি আছে। দোকান পাট খুলেছে। আর নতুন করে কোনও গোলমাল হয়নি। মঙ্গলবারের ঘটনায় মোট ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এখনও এলাকা ভীত সন্ত্রস্ত।

কৃষক সেতুর হাল খতিয়ে দেখলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের কর্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বারবার অভিযোগ উঠে আসছিল কৃষক সেতুর বেহাল দশা নিয়ে। ভারী যানবাহন চলাচলের ফলে কৃষক সেতুর অনেকাংশই দীর্ঘদিন ধরে ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে বলে দাবি। এলাকাবাসীর অভিযোগ পেয়ে বুধবার তাই হঠাৎই পরিদর্শনে আসেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, সহ-সভাধিপতি গার্গী নাহা, পূর্ব বর্ধমান জেলার যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রাসবিহারী হালদার, ব্লকের তৃণমূল নেতৃত্ব এবং জেলা পরিষদের প্রশাসনিক আধিকারিকগণ।

এই কৃষক সেতু পূর্ব বর্ধমান জেলার সঙ্গে হুগলি জেলাকে সংযুক্ত করেছে। দক্ষিণ দামোদরের মানুষজন এই সেতুর মাধ্যমেই পূর্ব বর্ধমান শহরে আসেন বিভিন্ন কাজের সূত্রে। এই বিষয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার বলেন, 'কৃষক সেতুর অবস্থা খুবই খারাপ। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আপাতত মেরামতির কাজ আশা করি বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু হবে। যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বিকল্প সেতুর চিন্তাভাবনা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যখন কৃষক সেতুর মেরামতির কাজ শুরু হবে, তখন যানবাহন চলাচল রাতের বেলায় এক ঘণ্টা বন্ধ রাখা হবে।' তিনি আরও বলেন, 'একটা অভিযোগ অনেকবার উঠে আসে কৃষক সেতুর মধ্য দিয়ে ওভারলোডিং গাড়ি যায়। এটি সম্পূর্ণ পরিবহণ দপ্তর এবং পুলিশ প্রশাসনের বিষয়। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। খুব শীঘ্রই আমরা এই বিষয়ে একটি বৈঠক করতে চলেছি। বর্ধমান আরামবাগের মধ্যে যে সমস্ত রাস্তার বেহাল অবস্থা, সেগুলো খুব শীঘ্রই মেরামতির কাজ শুরু হবে।'

বোলপুরে পুরসভার উদ্যোগে সংস্কৃতি দিবসে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে রাখি পরিয়ে দিলেন বোলপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পর্ণা ঘোষ।

মতুয়াদের নিয়ে ফের অপমানজনক মন্তব্যের অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: মতুয়াদের নিয়ে ফের অপমানজনক মন্তব্যের অভিযোগ তুলে মমতার বিরুদ্ধে সরব মতুয়াদের একাংশ, পাল্টা তোপ তৃণমূলের। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে মতুয়াদের সম্পর্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলন, আন্দোলনের ডাক। রাজ্যপালের কাছে গণডেপুটেশনের ডাক মতুয়াদের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃস্বার্থভাবে ক্ষমা না চাইলে তৃণমূল রিপ্রেজেন্টেটিভ ঠাকুরবাড়িতে ঢুকতে গেলে মতুয়ারা ঝাঁটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। পাল্টা উত্তর তৃণমূলের। দু'দিন আগে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তব্যে মতুয়া রাজবংশীদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। আর এই মন্তব্যের পরেই বুধবার দুপুরে ঠাকুরবাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন করল অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ। সাংবাদিক সম্মেলন করে মতুয়া মহাসংঘের মহাসংঘাধিপতি সুব্রত ঠাকুর বলেন, 'এর আগেও তিনি আমাদের ঠাকুর সম্পর্কে বিকৃত মন্তব্য করেছেন। সমাজের পিছিয়ে রাখা মানুষগুলোকে নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করে যাচ্ছেন এটা রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের শোভা পায় না। আমরা রাজবংশীদের সঙ্গে যৌথভাবে প্রতিবাদ করব আমরা আগামীতে ওনার অওকাত ওনাকে বুঝিয়ে দেব। মতুয়া মহাসংঘের সম্পাদক সুখেন্দ্র নাথ গাইন বলেন, সারা দেশ বিশ্ব তথা বাংলার সমস্ত মতুয়া সমাজের মানুষকে এর প্রতিবাদে গর্জে ওঠার আবেদন জানাচ্ছি। উনি যদি ওনার কথা সংশোধন না করেন যেভাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঠাকুরবাড়ির মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তেমনি ওনার কোন রিপ্রেজেন্টেটিভ ঠাকুরবাড়িতে ঢুকতে গেলে মতুয়ারা ঝাঁটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ তথা ঠাকুরবাড়ির পুত্রবধূ মমতা বালা ঠাকুর বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যকে ভুল ব্যাখ্যা হিসেবে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। শুধুমাত্র সামনে চব্বিশে লোকসভা নির্বাচন তাই মানুষকে এইভাবে ভুল বুঝিয়ে যদি ভোটটা নেওয়া যায় ।তবে মানুষ আর বোকা নেই, মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রয়েছেন।

বাজি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১, পলাতক মূল অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: দত্তপুকুর বাজি বিস্ফোরণের পর রাজনৈতিক রং না দেখে কড়া পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরেই জোর কদমে চলছে অবৈধ বাজি কারখানার তল্লাশি ও নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার। তার জেরেই মঙ্গলবার রাতে বারাসাত থানার আক্রমপুরে বিপুল পরিমাণে বেআইনি বাজি মজুত করায় গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত নজরুল ইসলামের ভাই ইউসুফ আলি। বুধবার তাকে বারাসাত জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতে নির্দেশ দেন।

প্রসঙ্গত, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দত্তপুকুর থানার নীলগঞ্জের মোচপোল এলাকায় বেআইনি বাজি কারখানায় রবিবার বিস্ফোরণের ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। তারপর থেকেই জোরদার তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার বারাসাত আক্রমপুর এলাকায় বারাসাত থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে কয়েক ট্রাক বেআইনি বাজি উদ্ধার করে। ঘটনাস্থল থেকেই মূল অভিযুক্ত

ভাইকে রাতে গ্রেপ্তার করে বারাসাত থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে এখনও পর্যন্ত প্রায় ২০ টন মতো বাজি ও বাজি তৈরি মশলা উদ্ধার হয়েছে। সেগুলি পুলিশ ও দমকল কর্মীরা জল দিয়ে নিষ্ক্রিয় করছে।

গুড়াপে ট্রেলারের পেছনে গিয়ে ধাক্কা গাড়ির, সাদার্ন সমিতির কোচ-কর্মকর্তারা আহত

নিজস্ব প্রতিবেদন, গুড়াপ: বুধবার হুগলির গুড়াপে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন সাদার্ন সমিতি ফুটবল ক্লাবের তিন কর্মকর্তা। তাঁদের মধ্যে রয়েছে ক্লাবের কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য, সহ সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় ও কর্তা সৌরভ পাল। জানা গিয়েছে, বুধবার দুর্গাপুরে একটি খেলা ছিল কলকাতা লিগের। সার্দান সমিতি দল মঙ্গলবার সেখানে পৌঁছে গিয়েছে।

বুধবার কলকাতা থেকে একটি গাড়িতে করে দুর্গাপুর যাচ্ছিলেন কোচ ও দলের কর্মকর্তারা। গুড়াপের কাছে তাঁদের গাড়ির চাকা ফেটে গেলে দ্রুতগতিতে ছুটতে থাকা গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। এরপরেই একটি ট্রেলারের পেছনে গিয়ে ধাক্কা মারে গাড়িটি। তাতেই কোচ কর্মকর্তারা আহত হন।

তাঁদের মধ্যে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের আঘাত গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের উদ্ধার করে বর্ধমানের নবাবহাট এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তাঁরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এই বিষয়ে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'সামনের দোকান থেকে হঠাৎ জোর আওয়াজ পাই। বুঝতে পারি যে কোনও গাড়ির চাকার টায়ার ফেটে গিয়েছে। তারপরেই দেখি লোকজন সব ছুটে যাচ্ছেন। আমরাও যাই। গিয়ে দেখি একটি চার চাকা গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আহতদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হয়।' ক্লাব সূত্রে খবর, একই গাড়িতে করে তিন জন দুর্গাপুরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন। গাড়ির সামনের আসনে বসেছিলেন প্রণববাবু। পিছনের আসনে রঞ্জন এবং সৌরভ ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রণববাবু সবচেয়ে বেশি চোট পান। ঘটনার অভিঘাতে তাঁর মাথা ফেটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জ্ঞান হারান বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তবে এখন প্রত্যেকেই

স্থিতিশীল আছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে আরও খবর, মাথায় গুরুতর চোট রয়েছে কি না তা জানতে প্রণব বাবুর সিটি স্ক্যান করা হয়েছে। কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বাকি ২ জনকেও। তবে ক্লাব সূত্রে জানানো হয়েছে, কেউই এই মুহূর্তে দুর্গাপুর যাননি খেলা দেখতে। প্রত্যেকেই কলকাতায় ফিরে যান।

গ্যাসের দাম কমার প্রচার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গতকালই কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশিকা জারি করেছে, সিলিন্ডার প্রতি গ্যাসের দাম ২০০ টাকা এবং উজালা গ্যাসের দাম ৪০০ টাকা কমেছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তে অনেকটাই খুশির হাওয়া সাধারণ মানুষের মধ্যে। আজ, বুধবার বাঁকুড়া দু' নম্বর ব্লকের বদড়া গ্রামে রীতিমতো চড়াম চড়াম ঢাক বাজিয়ে গ্যাসের দাম কমানোর প্রচার করতে দেখা গেল খোদ কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে। এদিন কেন্দ্রের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডা. সুভাষ সরকারকে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে ঢাক পিটিয়ে গ্যাসের দাম যে কমেছে সেটা বলতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, এখনও অবধি যাঁরা গ্যাসের কানেকশন পাননি, তাঁদের অভিযোগ শুনে সংশ্লিষ্ট লোককে এই লাইন যাতে দেওয়া হয় তারও নির্দেশ দেন।

উত্তরপাড়া পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের রাখি বন্ধন উৎসব পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: হুগলির উত্তরপাড়ায় মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয়। এছাড়া উত্তরপাড়া পুরসভার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হল। উত্তরপাড়া পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর সন্দীপ দাস এর পরিচালনায় রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয়। একই সঙ্গে এখানে উত্তরপাড়া টাউন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয়। সকাল থেকে মহিলা কর্মীরা পথচলতি মানুষের হাতে রাখি পরিয়ে দিয়ে সৌভ্রাতৃত্বের মেলবন্ধন করে এবং মিষ্টান্ন তুলে দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে এলাকার কাউন্সিলর সন্দীপ দাস জানালেন, আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত রাখিবন্ধন উৎসব পালন করি প্রত্যেক বছর। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাখি বন্ধন উৎসব করি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মিলন মেলা হয়ে উঠুক সর্বত্র স্বৈরাচারী শাসক দল বিভেদ সৃষ্টি না করতে পারে সেটা আমাদের দেখতে হবে। একই বক্তব্য রাখেন টাউন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী পম্পা দাস। এই পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী ডলি ঘোষ যাদব রাখি বন্ধন উৎসব পালন করেন। রাখি বন্ধন উৎসব পালন করেন কাউন্সিল উৎপলাদিৎ ব্যানার্জি, ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অর্ণব রায়, এক নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পার্থ মজুমদার। এ প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন পুরসভার সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে অটুট রাখে সবার সৌভাগ্য কামনা করি।

সুবর্ণরেখা নদী ও পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিয়ে রাখিবন্ধন উৎসব পালন

অরূপ ঘোষ

ঝাড়গ্রাম: সুবর্ণ রৈখিক অববাহিকার বিভিন্ন এলাকা সহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় সুবর্ণ রৈখিক ফেসবুক পরিবার 'আমারকার ভাষা,আমারকার গর্ব'-এর উদ্যোগে বুধবার অনুষ্ঠিত হল রাখিবন্ধন উৎসব। সুবর্ণরৈখিক পরিবারের গোপীবল্লভপুর শাখার উদ্যোগে অভিনব কর্মসূচি গ্রহণের মধ্য দিয়ে পালিত হল রাখিবন্ধন উৎসব।

এদিন সকালে সংগঠনের সদস্য অশ্বিনী দাসের নেতৃত্বে গোপীবল্লভপুর-১ ব্লকের জনজাতির অধ্যুষিত গ্রাম পাথর চাকড়ির শিশু কিশোরদের হাতে রাখি পরিয়ে দিয়ে এবং মিষ্টি খাইয়ে রাখিবন্ধন উৎসব তথা 'গমহাপুণেই' উৎসবের সূচনা হয়। এরপর এদিন গোপীবল্লভপুর বাজারে রাখিবন্ধন উৎসবের পাশাপাশি নদী সহ পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিতে সুবর্ণরেখা নদীতে ছোট-বড় মাছ ছাড়ার মধ্য দিয়ে হয় 'মীন মঙ্গল' উৎসব।

গোপীবল্লভপুর শাখার সম্পাদক অনিমেষ সিংহ বলেন, 'নদী একটি সভ্যতাকে তার সর্বস্ব উজাড় করে দেয়। কৃষি থেকে মৎস, সুখে বা শোকে এবং নানান উৎসব অনুষ্ঠানে নদী আমাদের একমাত্র ভরসা। তাই সুবর্ণরৈখিক পরিবারের পক্ষ থেকে আজ রাখিবন্ধন তথা গমহাপুণেই উপলক্ষে নদীকে সামান্য উপহার দেওয়া হল এই মীন মঙ্গল উৎসবের মধ্য দিয়ে।' কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন শাখার সভাপতি তন্ময় বক্সি, শান্তিদেব দে, শুভাশিস নায়েক, দীপক কুমার বারি, রঞ্জিত দাস, রাজীব পট্টনায়ক, অভিজিৎ পৈড়া, নরসিংহ পৈড়া, অজিত কুমার সুঁই, অশ্বিনী দাস, মাম্পি দাস, বর্ণালি সুঁই সহ ভামাল টিমের সদস্যরা।

এদিন সুবর্ণ রৈখিক পরিবারের মহাপাল শাখার উদ্যোগে পথচলতি জনগণের হাতে রাখিবন্ধনের পাশাপাশি নদীবক্ষে ভেলা ভাসিয়ে এবং গাছে রাখি বেঁধে রাখিবন্ধন উৎসব পালিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কিশোর

কুমার রক্ষিত,সৌকত আলি সা, সমীর রাউত, সাজেদ আলি সহ অন্যান্যরা। সংগঠনের ঝাড়গ্রাম শাখার সদস্য-সদস্যাগণ দুবরাজপুর মোড়ে পথচলতি মানুষকে রাখি বেঁধে ও গাছে রাখি বেঁধে এবং গান-বাজনার মধ্য দিয়ে রাখিবন্ধন উৎসব পালন করেন। উপস্থিত ছিলেন শাশ্বতী খুঁটিয়া, আনন্দ বিশুই, স্বর্ণ শতপথী, পার্থ ভৌমিক সহ অন্যান্যরা।

দিল্লি সহ দেশের অন্যান্য এলাকাতেও সংগঠনের উদ্যোগে পালিত হয়েছে রাখিবন্ধন উৎসব। সর্বত্র রাখিবন্ধন উৎসব সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হওয়ায় গ্রুপের পরিচালক মণ্ডলীর পক্ষে বিশ্বজিৎ পাল, সুদীপ কুমার খাঁড়া, মুরলীধর বাগ সহ অন্যান্যরা সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

আরামবাগবাসীকে ভ্রাতৃত্বের বার্তা দিয়ে রাখি বন্ধনে সামিল সাংসদ অপরূপা পোদ্দার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির আরামবাগবাসীকে ভ্রাতৃত্বের বার্তা দিয়ে রাখি বন্ধনে সামিল সাংসদ অপরূপা পোদ্দার। এদিন আরামবাগ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি, এসটি সেলের উদ্যোগে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয়। এদিন গৌরহাটি মোড়ে পথ চলতি মানুষ থেকে শুরু করে বাসযাত্রী ও গাড়ির চালকদের হাতে রাখি পরিয়ে দেন আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাখিপূর্ণিমা ভারতের একটি প্রাচীন উৎসব। এই উৎসব ভাই ও বোনের মধ্যে প্রীতিবন্ধনের উৎসব হিন্দু, মুসলিম, জৈন, বৌদ্ধ ও শিখরা এই উৎসব পালন করে। এই দিন দিদি বা বোনেরা তাদের ভাই বা দাদার হাতে রাখি নামে একটি পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়। এই রাখিটি ভাই বা দাদার প্রতি দিদি বা বোনের ভালবাসা ও ভাইয়ের মঙ্গলকামনা এবং দিদি বা বোনকে আজীবন রক্ষা করার ভাই বা দাদার শপথের প্রতীক হিসাবে পালন করা হয়।

হিন্দুপঞ্জিকা মতে, শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব উদযাপিত হয়। তবে ঐতিহাসিক ভাবে রাখি বন্ধনের গুরুত্ব অপরিসীম। চিতোরের বিধবা রানি কর্ণবতী মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের সাহায্য প্রার্থনা করে একটি রাখি পাঠিয়েছিলেন। এর পর থেকে এই উৎসবের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া মহাভারতে দেখা যায়, একটি যুদ্ধে কৃষ্ণের কবজিতে আঘাত লেগে রক্তপাত শুরু হলে পাণ্ডবদের স্ত্রী দ্রৌপদী তাঁর শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে কৃষ্ণের হাতে বেঁধে দেন। এতে কৃষ্ণ অভিভূত হয়ে যান। দ্রৌপদী তাঁর অনাত্মীয়া হলেও, তিনি দ্রৌপদীকে নিজের বোন বলে ঘোষণা করেন এবং দ্রৌপদীকে এর প্রতিদান দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। বহু বছর পরে, পাশাখেলায় কৌরবরা দ্রৌপদীকে অপমান করে তাঁর বস্ত্রহরণ করতে গেলে কৃষ্ণ দ্রৌপদীর সম্মান রক্ষা করেন।

এইভাবেই রাখিবন্ধনের প্রচলন হয় বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন। এদিন আরামবাগের রাখি বন্ধন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন, আরামবাগের প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণ চন্দ্র সাঁতরা, পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী, আরামবাগ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রদীপ সিংহ রায়, তৃণমূল নেতা ভোলানাথ ঘোষ সহ অন্যান্যরা। এই বিষয়ে আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার জানান, বাংলা হচ্ছে শান্তি ও সম্প্রীতির। তাই সারা বাংলার মানুষ রাখি বন্ধন উৎসবে সামিল। ভারতবর্ষ ক্রমশ এগিয়ে যাবে। মণিপুর থেকে উত্তরপ্রদেশে যা ঘটনা ঘটছে, তার নিন্দা করছি। অপরদিকে আরামবাগ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন, এই রাখি বন্ধন উৎসবে সকলে যাতে এক সঙ্গে থাকেন তার বার্তা দিতেই এই কর্মসূচি। অপরদিকে তৃণমূল নেতা ভোলানাথ ঘোষ বলেন, এই কর্মসূচি ১৪তম বর্ষে পদার্পণ করল। মানুষের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাতেই এই উদ্যোগ। সবমিলিয়ে এদিন আরামবাগের গৌরহাটি মোড়ে রাখি বন্ধন উৎসবে তৃণমূল কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ সামিল হন।

গাছের গায়ে রাখি পরান বিষ্ণুপুর পাঞ্চেৎ বন বিভাগের ডিএফও

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাখিবন্ধনে অভিনব উদ্যোগ নিল বিষ্ণুপুর পাঞ্চেৎ বন বিভাগ। সবুজ রক্ষার বার্তার জন্য এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে পাথেয় করে গাছের গায়ে রাখি পরালেন বিষ্ণুপুর পাঞ্চেৎ বন বিভাগের ডিএফও অঞ্জন গুহ এবং বিষ্ণুপুর থানার আইসি অতনু সাঁতরা। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*রাখিবন্ধন উৎসব পালন করেছিলেন। তিনি কলকাতা, ঢাকা ও সিলেট থেকে হাজার হাজার হিন্দু ও মুসলিম ভাই ও বোনকে আহ্বান করেছিলেন একতার প্রতীক হিসাবে*রাখিবন্ধন উৎসব পালন করার জন্য। একইভাবে এই রাখিবন্ধন উৎসবকে হাতিয়ার করে বিষ্ণুপুর পাঞ্চেৎ বন বিভাগ গাছের গায়ে রাখি বাঁধলেন, মানবজাতিকে বার্তা দিতে চাইলেন গাছ বাঁচানোর জন্য সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। বিষ্ণুপুর পাঞ্চেৎ বন বিভাগের ডিএফও অঞ্জন গুহ বলেন, 'আমরা যাকে রাখি পড়াই তাকে শুভেচ্ছা জানাই, সে যাতে ভালো থাকে। সবাই একসঙ্গে থাকুক, একইভাবে গাছও যাতে ভালো থাকে, আমরা সবাই মানুষ, বন, বন্যপ্রাণী একসঙ্গে থেকে সব মিলিয়ে একটা ভালো প্রাকৃতিক পরিবেশ ইকোসিস্টেমের মধ্যে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে এটাই আমরা বার্তা দিতে চাই।'

‘ইন্ডিয়া’ জোট বধে ‘টার্মিনেটর’ প্রধানমন্ত্রী, পোস্টার প্রকাশ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ৩০ অগস্ট: আজ মুম্বইয়ে মেগা বৈঠকে বসছে ‘ইন্ডিয়া’ জোট। উদ্দেশ্য, দিল্লির গেরুয়া গড় দখলে রণকৌশল ঝালিয়ে নেওয়া। তবে, বিরোধীদের ‘জোট’কে মোটেও পাত্তা দিচ্ছে না বিজেপি। এবারও দলের তুরুপের তাশ সেই নরেন্দ্র মোদিই। বিরোধীদের রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে বুধবার ‘টার্মিনেটর’ অবতারে নমোর পোস্টার প্রকাশ করল কেন্দ্রের শাসকদল।

এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টার প্রকাশ করেছে বিজেপি। সেখানে মোদিকে ‘টার্মিনেটর’ রূপে দেখানো হয়েছে। ছবিটির ক্যাপশনে লেখা, ‘বিরোধীরা ভাবছে তারা প্রধানমন্ত্রী মোদিকে হারাতে পারবে। স্বপ্নই দেখুন! সবসময় টার্মিনেটরই জয়ী হয়।’

উল্লেখ্য, বৃহস্পতি ও শুক্রবার শরদ পাওয়ার এবং উদ্ধব ঠাকরের উদ্যোগে মুম্বইয়ে ইন্ডিয়া জোট তৃতীয় বৈঠকে বসতে চলেছে। ওই একই সময়ে পালটা বৈঠকে বসছে মহারাষ্ট্রের এনডিএ শিবির। মুম্বইয়ে ইন্ডিয়ার বৈঠকে ২৭টি বিরোধী দল উপস্থিত থাকবে। তার উদ্যোক্তা শিবসেনা এবং এনসিপি। আর এনডিএ-র বৈঠকে থাকবেন শিবসেনা এবং এনসিপিরই বিক্ষুব্ধরা। আসলে বিজেপি বোঝাতে চাইছে, যারা এই বৈঠকের উদ্যোক্তা, তাদের নিজেদের ঘরেরই ঠিক নেই। সেই সঙ্গে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক থেকে প্রচারের আলোও খানিকটা ছিনিয়ে নিতে চাইছে বিজেপি।

রামলীলা ময়দানে তৃণমূলের ধর্নার অনুমতি দিল না দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি, ৩০ অগস্ট: মনরেগা প্রকল্প বা ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ না করা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্রের সঙ্গে তরজা চলছে রাজ্যের। এর প্রতিবাদে আগামী ২ অক্টোবর গান্ধি জয়ন্তীর দিন নয়া দিল্লির রামলীলা ময়দানে একটি প্রতিবাদ সভা করতে চেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু, সেই সভার অনুমতি দিল না দিল্লি পুলিশ।

কুণাল এদিন বলেন, ‘আমরা ২ অক্টোবর রামলীলা ময়দানে মনরেগা প্রকল্পের টাকা আটকে রাখার প্রতিবাদে সভা করতে চেয়েছিলাম। আমাদের কর্মীরা সেখানে ধর্না দেবেন বলে ঠিক হয়েছিল। এর জন্য আমরা অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিলাম। তবে, দিল্লি পুলিশ সেই অনুমতি দেয়নি। মোদির ভারতে, বাংলার ন্যায্য পাওনার দাবিতে আমরা নীরব প্রতিবাদও জানাতে পারব না।’

এই বিষয়ে তিনি আরও বলেন, ‘বাংলার কণ্ঠ রোধ করা হচ্ছে। ন্যায্য পাওনার লড়াইয়ের কণ্ঠরোধ করা হল। বিজেপিই এই সভা করতে দিল না। এটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।’ এই প্রতিবাদ সভা করতে না দেওয়ার প্রতিবাদে কি অন্য কোনও কর্মসূচি করবে তৃণমূল কংগ্রেস? কুণাল জানিয়েছেন, কিছু দিনের মধ্যেই এই বিষয়ে কোনও ঘোষণা করা হবে।

জোটে যেতে নারাজ মায়াবতী, একাই লড়বেন আসন্ন নির্বাচনে

লখনউ, ৩০ অগস্ট: ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে একাই লড়বে বহুজন সমাজ পার্টি। ‘এনডিএ’ বা ‘ইন্ডিয়া’ কোনও জোটেরই অংশ হবে না মায়াবতীর দল। বুধবার দলীয় অবস্থান স্পষ্ট করলেন বিএসপি প্রধান। তাঁর মতে দুই জোটেরই অধিকাংশ দল দরিদ্রদের স্বার্থ বিরোধী এবং তারা জাতিভেদ এবং সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি করে। তাই কোনও জোটেরই অংশ হবে না বিএসপি।

এদিন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে মায়াবতী লিখেছেন, ‘এনডিএ এবং ইন্ডিয়া জোটের বেশিরভাগ দলই দরিদ্র বিরোধী, সাম্প্রদায়িক এবং পুঁজিবাদী। এই নীতিগুলির বিরুদ্ধে বিএসপি ক্রমাগত সংগ্রাম করছে। সেই কারণে তাদের সঙ্গে একজোট হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রশ্নই ওঠে না।’ তিনি আরও আবেদন করেছেন, এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমে যেন কোনও ভুয়ো খবর না ছড়ানো হয়।

এদিন হিন্দি ভাষায় একাধিক এক্স পোস্টে বিএসপি প্রধান জানিয়েছেন, ২০০৭ সালের মতোই ২০২৪-এও লোকসভা এবং চারটি রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে বিএসপি এককভাবেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। বিরোধী জোটের হয়ে কৌশল সাজানোর বদলে সমাজের অবহেলিত অংশকে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে একত্রিত করায় মন দেবে বসপা। তিনি আরও জানিয়েছেন, বিরোধী জোট বিএসপির সঙ্গে জোট গড়তে আগ্রহী। কিন্তু, বিএসপি তাতে রাজি হচ্ছে না বলে, তারা বিজেপির পক্ষে বলে রটানো হচ্ছে। তাদের সঙ্গে জোট বাঁধলেই ধর্মনিরপেক্ষ, আর জোটে না আসলেই বিজেপি, এমন একটা ধারণা ছড়াচ্ছে ইন্ডিয়া জোট। তিনি বিষয়টি ‘আঙুর ফল টক’ প্রবাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

সদ্য বিএসপি থেকে বহিষ্কৃত নেতা ইমরান মাসুদের বিষয়েও এদিন মুখ খুলেছেন মায়াবতী। তিনি জানিয়েছেন, দল থেকে বহিষ্কারের পর, সাহারানপুরের প্রাক্তন বিধায়ক কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের প্রশংসায় মেতেছেন। মায়াবতী বলেছেন, ‘কেন তিনি কংগ্রেস ছেড়ে অন্য দলে যোগ দিয়েছিলেন, মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই সেই প্রশ্ন উঠছে। কী করে মানুষ এই ধরনের কোনও ব্যক্তিকে বিশ্বাস করবে?’

মধ্য রাতে দিল্লির রাস্তায় খুন অ্যামাজন ম্যানেজার

নয়াদিল্লি, ৩০ অগস্ট: মধ্য রাতে রাজধানীতে খোলা রাস্তায় গুলি করে হত্যা করা হল ই-কমার্স সংস্থা অ্যামাজনের ম্যানেজারকে। হরপ্রীত গিল নামক ওই যুবক বন্ধুর সঙ্গে বাইকে করে ফিরছিল। সেই সময়ই দুষ্কৃতীরা হামলা করে। পাঁচজন দুষ্কৃতী ভজনপুরার কাছে হঠাৎ দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়। গুলি লাগে হরপ্রীতের মাথায়। তাঁর বন্ধু গোবিন্দের ডান কানে গুলি লাগে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে, সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এলএনজিপি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে

গুলি চালায় হরপ্রীতকে লক্ষ্য করে। মৃত্যু হয় ওই যুবকের। আহত হয়েছে যুবকের বন্ধু।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার মধ্য রাতে দিল্লির ভজনপুরার সুভাষ বিহার এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। হরপ্রীত গিল নামক ওই যুবক অ্যামাজনের ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। মঙ্গলবার রাতে হরপ্রীত তাঁর বন্ধু গোবিন্দ সিংয়ের সঙ্গে ফিরছিলেন। গোবিন্দের।

নিহত যুবকের কাকা জানিয়েছেন, মধ্য রাতে ফেরার সময় অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা হামলা করে। কী কারণে তারা হামলা চালিয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত পাঁচজনই পলাতক। ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।

গুজরাত থেকে গ্রেপ্তার ভুয়ো ‘ইসরোর বিজ্ঞানী’

আমদাবাদ, ৩০ অগস্ট: বুধবার সন্ধ্যা ৬টা ৪মিনিটে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে অবতরণ করেছে তৃতীয় চন্দ্রযানের ল্যান্ডার বিক্রম। বৃহস্পতিবার ভোরে ল্যান্ডার বিক্রম থেকে চাঁদের মাটিতে নেমে আসে রোভার প্রজ্ঞান। হাঁটি হাঁটি পা পা করে প্রজ্ঞান রোভার এখন চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে নমুনা সংগ্রহের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে প্রজ্ঞান। ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর সাফল্যে গর্বিত দেশবাসী। কিন্তু এই পরিস্থিতির সুযোগ নেন গুজরাতের নিবাসী মিতুল ত্রিবেদী। চাঁদের মাটিতে বিক্রম ল্যান্ডারের পাখির পালকের মতো অবতরণের (সফট ল্যান্ডিং) পর মিতুল স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে দাবি করেন যে বিক্রম তৈরির নেপথ্যে তাঁর অবদান রয়েছে।

মিতুলের দাবি, বিক্রম ল্যান্ডারের প্রাথমিক নকশা তৈরি করেছেন তিনিই। ইসরোর নিয়োগপত্রও প্রমাণ হিসাবে দেখান মিতুল। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে নিজেকে ইসরোর বিজ্ঞানী হিসাবে দাবি করলে বিষয়টি গুজরাত পুলিশের নজরে আসে। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে ভুয়ো নিয়োগপত্র তৈরি করেছেন মিতুল। ভারতীয় আইন অনুযায়ী মিতুলের বিরুদ্ধে সুরাতের অপরাধ দমন শাখা জালিয়াতির অভিযোগ দায়ের করে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার মিতুলকে গ্রেপ্তার করে সুরাত পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার বিক্রম ল্যান্ডার অবতরণের পর মিতুল একাধিক স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের কাছে ইসরোর বিজ্ঞানী হিসাবে নিজের পরিচয় দেন। সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় মিতুল জানান, তিনি তৃতীয় চন্দ্রযানের বিক্রম ল্যান্ডারের নকশা তৈরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রমাণ হিসাবে ভুয়ো নিয়োগপত্রও দেখান তিনি। সেই নিয়োগপত্রে লেখা রয়েছে, ২০২২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ইসরোর ‘অ্যানসিয়েন্ট সায়েন্স অ্যাপ্লিকেশন ডিপার্টমেন্ট’-এর সহকারী চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করা হয় মিতুলকে। এমনকী, মিতুল যে ইসরোর ‘স্পেস রিসার্চ মেম্বার’ তারও প্রমাণ দেন তিনি।

মিতুল দাবি করেন, মঙ্গল গ্রহ সংক্রান্ত ইসরোর পরবর্তী গবেষণার সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে পুলিশ জানায়, নিজেকে ইসরোর বিজ্ঞানী বলে দাবি করে প্রতিষ্ঠানের সম্মান খর্ব করার চেষ্টা করেছেন মিতুল। তিনি যে কোনও ভাবেই ইসরোর সঙ্গে যুক্ত নন তার প্রমাণ পেয়েছে পুলিশ। ভুয়ো নিয়োগপত্র তৈরি করে নিজেকে ইসরোর বিজ্ঞানী হিসাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করছিলেন মিতুল। বর্তমানে পুলিশি হেপাজতে রয়েছেন তিনি।

উত্তর মেলেনি প্রিগোজিনের মৃত্যু রহস্যের, সমাধিস্থ করা হল পোরোখভস্কয়ের কবরস্থানে

মস্কো, ৩০ অগস্ট: বিখ্যাত ব্যবসায়ী থেকে কুখ্যাত যুদ্ধপতি। ওয়াগনার বাহিনীর প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোজিনের জীবন ছিল এমনই বর্ণময়। একসময় হয়ে উঠেছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিশ্বস্ত সহচর। যুদ্ধের ময়দান কাঁপানো সেই প্রিগোজিনকেই সমাধিস্ত করা হল লোকচক্ষুর আড়ালে। ‘বিদ্রোহী’ এই নেতার সঙ্গেই মাটির তলায় চাপা পড়ে গেল তাঁর মৃত্যু রহস্য। যা হয়তো আর কোনওদিনই প্রকাশ্যে আসবে না।

গত বুধবার রুশ সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, মস্কো থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গগামী এক বেসরকারি সংস্থার এমব্রেয়ার লিগ্যাসি বিমান তেভর এলাকার কুজেনকিনো গ্রামের কাছে ভেঙে পড়ে। গুঞ্জন ছড়িয়েছিল সেই বিমানে ছিলেন ইয়েভগেনি প্রিগোজিন। নানা জল্পনাকল্পনা, বিতর্কের পর গত রবিবার রাশিয়ার তদন্তকারী কমিটি ওয়াগনার প্রধানের মৃত্যুর খবরে শিলমোহর দেয়। আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার প্রিগোজিনকে পোরোখভস্কয়ের কবরস্থানে লোকচক্ষুর আড়ালে সমাধিস্থ করা হয়েছে বলে খবর। প্রায় নীরবেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। এ বিষয়ে ওয়াগনার প্রধানের মুখপাত্র জানিয়েছেন, যাঁরা যাঁরা প্রিগোজিনকে শ্রদ্ধা জানাতে চান, তাঁরা পোরোখ ভস্কয়ের কবরস্থানে যেতে পারেন।

অন্যদিকে, সূত্রের খবর, মঙ্গলবারই ব্রাজিলের বিমান কর্তৃপক্ষকে রাশিয়া সাফ জানিয়ে দিয়েছে, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী এই বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে তদন্ত করা হবে না। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটি যেহেতু ব্রাজিলের একটি সংস্থার তাই এই ঘটনার তদন্ত যৌথভাবে হওয়ার কথা ছিল আন্তর্জাতিক আইন মোতাবেক।

উল্লেখ্য, বিখ্যাত ব্যবসায়ী থেকে কুখ্যাত যুদ্ধপতি হয়ে ওঠা প্রিগোজিনের যাত্রাপথ ছিল দুর্ধষ। রাঁধুনি হিসেবে কেরিয়ার শুরু করার পর ক্রমেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিতর্কিত চরিত্র। একসময় তাঁকে বলা হত ‘পুতিনের রাঁধুনি’। আসলে ক্রেমলিনে খাবার সরবরাহ করত প্রিগোজিনেরই রেস্তোরাঁ ও কেটারিং সংস্থা। ধীরে ধীরে কুখ্যাত ভাড়াটে ওয়াগনার বাহিনীর সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন তিনি। এরপর ইউক্রেন যুদ্ধেও নিজের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন প্রিগোজিন। কিন্তু পুতিনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের চির ধরে এই রণক্ষেত্র থেকেই। দু’মাস আগেই রুশ সামরিক প্রধানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে গোটা বিশ্বে আলোড়ন ফেলে দেন প্রিগোজিন। হয়ে ওঠেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের মাথা ব্যথার কারণ। ফলে ‘বিদ্রোহী’ নেতার মৃত্যুর খবর শিরনামে আসতেই নানা মহল দাবি করেন তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। আর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রয়েছে পুতিনের দিকেই। কিন্তু প্রিগোজিনের মৃত্যু ঘিরে যা যা প্রশ্ন উঠেছিল তার উত্তর কার্যত ধামা চাপাই পড়ে গেল।

১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইমরান খানের জেল হেপাজত

ইসলামাবাদ, ৩০ অগস্ট: মঙ্গলবার জামিন পাওয়ার পরই অন্য এক মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। বুধবার এক বিশেষ আদালত নির্দেশ দিল, ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেল হেপাজতে থাকতে হবে প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীকে।

মঙ্গলবার তোষাখানায় মামলায় জামিন পেয়েছিলেন ইমরান। কিন্তু এরপরই সাইফার মামলায় গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। অবশেষে বুধবার তাঁকে আদালতে তোলা হলে নির্দেশ দেওয়া হয়, আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইমরানকে থাকতে হবে জেল হেপাজতে।

কী এই সাইফার মামলা? প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার পিছনে আমেরিকার ষড়যন্ত্র রয়েছে, এই অভিযোগ ছিল ইমরানের। আর সেই অভিযোগের প্রমাণ দিতে গিয়ে তিনি একটি নথি প্রকাশ্যে আনেন। জনসভায় তা প্রদর্শনও করেন। সেই নিয়েই ইমরানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। যদিও ইমরানের দাবি, তিনি যা দেখিয়েছিলেন তা সাইফার অর্থাৎ গোপন খবরের সাংকেতিক রূপ নয়।

উল্লেখ্য, গত ৫ অগস্ট তোষাখানা মামলায় পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে তিন বছরের সাজা শুনিয়েছিল নিম্ন আদালত। সেই মামলায় আপাতত স্বস্তি পেলেও অন্য মামলার ফাঁসে জেল থেকে ছাড়া পাওয়া আর হল না ইমরানের।

গ্যাবনে সেনা শাসনের ঘোষণা করল সেনাবাহিনী, গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা

লিব্রেভিলে, ৩০ অগস্ট: নাইজারের পর এবার সেনা অভ্যুত্থান গ্যাবনে। বুধবার জাতীয় টেলিভিশনে ক্ষমতা দখলের কথা ঘোষণা করেছে সে দেশের সেনাবাহিনী। এই ঘটনার জেরে মধ্য আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত গ্যাবনে গৃহযুদ্ধ শুরু হতে পারে বলে আশঙ্কা।

বিবিসি সূত্রে খবর, চলতি অগস্ট মাসেই গ্যাবনের নির্বাচন কমিশন বর্তমান শাসক আলি বঙ্গো অনডিম্বাকে ফের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত ঘোষণা করে। এরপরই সেনা বিদ্রোহের খবর পাওয়া গিয়েছে। জাতীয় টেলিভিশন চ্যানেল ‘গ্যাবন ২৪’-এ বিদ্রোহী সেনাকর্তারা দাবি করেছেন, দেশের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করছেন তাঁরা। বিগত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করা হল বলেও ঘোষণা করেন তাঁরা। পরবর্তী নোটিস না দেওয়া পর্যন্ত দেশের সব সীমান্ত বন্ধ থাকবে বলেও জানায় বিদ্রোহীরা।

গ্যাবনের রাজধানী লিব্রেভিলে তীব্র গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা। বিদ্রোহী সেনাকর্তারা বলছেন, গ্যাবনের জনগণের নামে বর্তমান শাসনের অবসান ঘটিয়ে শান্তি রক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত শনিবার প্রেসিডেন্ট, পার্লামেন্টে ও আইন পরিষদগুলোর নির্বাচন হওয়ার পর থেকেই দেশটিতে তীব্র উত্তেজনা চলছিল। বঙ্গোর পরিবার ৫৬ বছর ধরে দেশটির ক্ষমতা দখল করে রয়েছে, যা নিয়ে চলছে বিক্ষোভ। বঙ্গো ক্ষমতায় থাকতে চাইলেও দেশটির বিরোধীদল পরিবর্তন চাইছে।

বলে রাখা ভালো, খনিজ তেল এবং কোকোর মতো কৃষিপণ্যে সমৃদ্ধ হলেও গ্যাবন দারিদ্র্যপীড়িত। জনগণের এহেন দুর্দশার নেপথ্যে রাজনেতাদের দুর্নীতিই মূলত দায়ী বলে মনে করা হয়। এবারের নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। কোনও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকও এই নির্বাচনে হাজির ছিলেন না।

উল্লেখ্য, গত জুলাই মাসে সেনা অভ্যুত্থান হয় নাইজারে। ইউরেনিয়াম, কয়লা, সোনার মতো প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে দেশটিতে। দীর্ঘদিন উপনিবেশ থাকার পর ১৯৬০ সালে ফ্রান্সের হাত থেকে স্বাধীনতা পায় নাইজার। তবে আজও দেশটিতে ফরাসি প্রভাব রয়েছে। অভিযোগ, আজও দেশটির সম্পদ লুট করছে প্যারিস। এই প্রেক্ষাপটে, নাইজারে সেনা অভ্যুত্থান ঘটে। রাজধানী নিয়ামেতে নিজের প্রাসাদে রক্ষীদের হাতেই আটক হন প্রেসিডেন্ট মহম্মদ বাজুম। ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আমেরিকা। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে আফ্রিকান ইউনিয়ন ও আমেরিকা। এই অভ্যুত্থানের নেপথ্যে রাশিয়ার ওয়াগনার গ্রুপের হাত রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারতের অরুণাচলকে ফের নিজেদের বলে দাবি চিনের

নয়াদিল্লি, ৩০ অগস্ট: অরুণাচল প্রদেশকে নিয়ে আবার ভারত-চিন টানাপড়েন শুরু হল। নতুন মানচিত্র প্রকাশ করে অরুণাচলকে আবার তাদের দেশের অংশ বলে দাবি করল বেজিং। সোমবার একটি মানচিত্র প্রকাশ করেছে চিন। ২০২৩ সালের ‘স্ট্যান্ডার্ড ম্যাপে’ অরুণাচলকে নিজেদের অংশ বলে দাবি করেছে শি জিনপিংয়ের সরকার। অতীতেও ভারতীয় ভূখণ্ডকে নিজেদের বলে দাবি করেছিল বেজিং। অরুণাচল ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল এবং থাকবে বলে বরাবরই সরব ভারত।

পূর্ব লাদাখে সীমান্ত বিবাদকে ঘিরে তেতে রয়েছে দু’দেশের সম্পর্ক। এর মধ্যে সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিকস সম্মেলনের ফাঁকে সাক্ষাৎ হয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং চিনা প্রেসিডেন্ট জিনপিংয়ের। সেই ঘরোয়া সাক্ষাৎপর্বে লাদাখ সমস্যা মেটাতে দুই রাষ্ট্রপ্রধান ‘একমত’ হয়েছেন বলে জানান বিদেশ সচিব বিনয় কোয়াত্রা। এই আবহে অরুণাচলকে নিয়ে চিনের এ হেন দাবি ঘিরে দু’দেশের সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করল।

নতুন যে মানচিত্রটি প্রকাশ করেছে চিন, তাতে অরুণাচলের পাশাপাশি রয়েছে আকসাই চিন, তাইওয়ান এবং দক্ষিণ চিন সাগর। মানচিত্রটি প্রকাশ্যে এনেছে চিনা সংবাদমাধ্যম ‘গ্লোবাল টাইমস’। চিন বরাবরই অরুণাচলকে দক্ষিণ তিব্বত বলে দাবি করে। ১৯৬২ সালের যুদ্ধে আকসাই চিন তারা দখল করেছে বলে দাবি করে বেজিং। যদিও চিনের সেই দাবি অস্বীকার করে ভারত।

এর আগে, অরুণাচলের ১১টি জায়গার নাম পরিবর্তন করে সেগুলি দক্ষিণ তিব্বতের অংশ বলে দাবি করেছিল চিন। এমনকি, চিনের তরফে অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী ইটানগরের কাছাকাছি একটি শহরের নামও পরিবর্তন করা হয়েছিল। যদিও ভারত তা অস্বীকার করে।

আজ বাগানকে ফাইনালে তুলব, গোয়াকে হারাবই! সেমির আগে হুঙ্কার কামিংসের

কলকাতা: জেসন কামিংস। মোহনবাগানের অস্ট্রেলিয়ান বিশ্বকাপ খেলা ফুটবলার পরপর তিনটি ম্যাচে গোল করেছেন। কিন্তু নিজের সেরা ছন্দে আসতে তার এখনও কিছুটা সময় লাগবে মনে করেন জেসন। সবুজ মেরুনের মিডিয়া টিমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জেসন কামিংস জানিয়েছেন, অনেক প্রস্তাব থাকলেও মোহনবাগানের ইতিহাস এবং সমর্থকদের ভালোবাসা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

কলকাতায় মাঝরাতে নেমেই বুঝতে পেরেছিলাম এখানে ফুটবল নিয়ে আবেগে আছে। ডুরান্ড কাপের প্রথম ডার্বি আমরা হেরে গেলাম। তারপর থেকে তিনটে ম্যাচ জিতেছি। বৃহস্পতিবার সামনে গোয়া। সেমিফাইনাল বলে কথা। ওরা খুব শক্তিশালী দল।

কিন্তু মোহনবাগান দেশের সেরা দল। এটা আমরা প্রমাণ করবই। দলের মধ্যে কম্বিনেশন এবং বোঝাপড়া এখন ৬০ শতাংশ।

আরও ২০ শতাংশ বাড়াতে পারলেই আমাদের আসল শক্তি দেখতে পাবেন। আমি গোল পেতে শুরু করেছি। এটা অবশ্যই আত্মবিশ্বাস দিচ্ছে। কিন্তু আমি এর থেকেও ভাল খেলার ক্ষমতা রাখি। আশা করছি প্রত্যেক ম্যাচে এবার আমার উন্নতি দেখতে পাবেন। জানি অনেকেই চাইছেন ডুরান্ড কাপ ফাইনালে কলকাতা ডার্বি হোক। আমাদের নজর প্রথমেই গোয়া ম্যাচ।

সেটা জিতলে তবে অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা করব। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যদি মোহনবাগান ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হতে পারে তাহলে এএফসি কাপ এবং ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শুরু হওয়ার আগে আমাদের আত্মবিশ্বাস আরও খানিকটা বেড়ে যাবে। দলের প্রত্যেকে এখন শুধু সেমিফাইনালের দিকে নজর দিয়েছে। ভারতীয় ফুটবলে এসে বুঝতে পারছি এখানকার ফুটবল মান যথেষ্ট উন্নত। ভারতীয় ফুটবলাররা সবাই লড়াকু। আমার সঙ্গে দিমিত্রি এবং সাদিকু জমে গেলে সমর্থকরা অনেক গোল দেখতে পাবেন। কিন্তু পাশাপাশি আমাদের ডিফেন্সকেও ভাল খেলতে হবে। কোচ আমাদের একটি করে ম্যাচ নিয়ে ভাবার কথা বলেছেন। তাই আমাদের সামনে এখন শুধুমাত্র একটাই ফোকাস। গোয়াকে হারাতেই হবে।

এশিয়া কাপের বোধনের আগেই শ্রীলঙ্কায় পৌঁছল মেন ইন ব্লু

কলম্বো: অপেক্ষার আর মাত্র কয়েকটা মিনিট। আজ, বৃহস্পতিবার ৩০ অগস্ট শুরু হবে এশিয়া কাপ। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচ মুলতানে। মুখোমুখি পাকিস্তান ও নেপাল। তার মাঝে এশিয়া কাপের বোধনের আগেই শ্রীলঙ্কায় পৌঁছে গেল ভারতীয় টিম। রোহিত শর্মার ভারত এ বারের এশিয়া কাপ যাত্রা শুরু করবে ২ সেপ্টেম্বর। মেন ইন ব্লুর প্রতিপক্ষ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বাবর পাকিস্তান।

সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে ভারতীয় টিমের শ্রীলঙ্কায় পৌঁছনোর ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। জানা গিয়েছে, মেন ইন ব্লু আজ দুপুর ১.৩০ মিনিটে কলম্বোয় পৌঁছে গিয়েছে মেন ইন ব্লু। শ্রীলঙ্কায় আসার আগে বেঙ্গালুরুর আলুরে ৫ দিনের প্রস্তুতি শিবিরে অংশ নিয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। এই শিবিরে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের লক্ষ্য ছিল দলের সঠিক কম্বিনেশন খুঁজে বের করা। এশিয়া কাপ যাত্রা শুরুর আগে ভারতের যে ৫ দিনের শিবির হয়েছিল, তা বেশ ভালোই হয়েছে বলে জানান টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড়। ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীরা এখন ২ সেপ্টেম্বরের অপেক্ষায় রয়েছেন। কারণ, ওই দিন ভারতের এশিয়া কাপ সফর শুরু হবে।

গত বারের এশিয়া কাপে সুপার-৪ থেকে বিদায় নিয়েছিল ভারতীয় টিম। এ বার দেখার ৫০ ওভারের এশিয়া কাপে ভারত কেমন পারফর্ম করে। এশিয়া কাপের পরই ভারতের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপ। নেপাল ছাড়া যে বাকি ৫টি দল (ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা) ২০২৩ এশিয়া কাপে অংশ নিয়েছে তাদের জন্য এই টুর্নামেন্ট ওডিআই বিশ্বকাপের প্রস্তুতির মতো। উল্লেখ্য, এশিয়া কাপে এই প্রথম বার খেলবে নেপাল। এ বার দেখার এই টুর্নামেন্টে কতদূর এগোয় নেপাল।

এশিয়া কাপ শুরুর আগেই ধাক্কা বাংলাদেশ শিবিরে, টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেলেন লিটন

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়া কাপের বল এখনও গড়ায়নি। তার আগেই বড় ধাক্কা বাংলাদেশ শিবিরে। ভাইরাল জ্বর ছিটকে দিল লিটন দাসকে। সময়ের মধ্যে সেরে উঠতে পারেননি বাংলাদেশের এই তারকা। সেই কারণেই এই মারকুটে ব্যাটসম্যানের আর এশিয়া কাপে নামা হচ্ছে না। জাতীয় নির্বাচন প্যানেলের চেয়ারম্যান মিনহাজুল আবেদিন জানিয়ে দেন, শ্রীলঙ্কায় যাচ্ছেন না লিটন। উল্লেখ্য, পাল্লেকেলেতে ৩১ আগস্ট বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ এশিয়া কাপে। লিটনের পরিবর্ত হিসেবে ন্যাশনাল সিলেকশন প্যানেল আনামুল হক বিজয়ের নাম ঘোষণা করেছে। ৩০ আগস্ট অর্থাৎ বুধবার বেলার দিকে দলের সঙ্গে বিজয় যোগ দেবেন।

বাংলাদেশের হয়ে ৪৪টি ওয়ানডে খেলেছেন বিজয়। রান করেছেন ১২৫৪। তার মধ্যে রয়েছে তিনটি সেঞ্চুরি। গত বছরের ডিসেম্বরে ভারতের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজে শেষবার খেলেছিলেন বিজয়। মিনহাজুল আবেদিন বলেন, দঘরোয়া ক্রিকেটে রানের মধ্যে ছিল বিজয়। বাংলাদেশ টাইগার্স প্রোগ্রামে ওকে মনিটর করা হচ্ছিল। বিজয় সর্বদা আমাদের বিবেচনায় ছিল।দ লিটনের অনুপস্থিতিতে একজন টপ অর্ডার ব্যাটারের প্রয়োজন পড়ে দলের, যে ব্যাটার আবার উইকেট কিপিংও করতে পারেন। সেই কারণে লিটনের পরিবর্ত হিসেবে বিজয়কে নেওয়া হয়েছে দলে। এর আগে নেতৃত্ব নিয়ে সমস্যায় পড়েছিল বাংলাদেশ। তামিম ইকবাল আচম্বিতেই অবসর নেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপে বরফ গলে। হাসিনার অনুরোধেই সিদ্ধান্ত বদলান তামিম। এদিকে এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপের জন্য শাকিব আল হাসানকে ক্যাপ্টেন করা হয়। এশিয়া কাপে নামার আগেই সমস্যায় বাংলাদেশ। ভাইরাল জ্বরে কাবু হওয়ায় এশিয়া কাপ থেকেই ছিটকে গেলেন লিটন।

ইসলামবিরোধী রাজনীতিককে খুনের পরিকল্পনা! ১২ বছরের জেল হতে পারে পাক ক্রিকেটারের

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুরু হয়েছে ২০২৩ এশিয়া কাপ। উদ্বোধনী ম্যাচে নেপালের বিরুদ্ধে ম্যাচে নেমেছে পাকিস্তান। বাবর আজমরা ২২ গজের লড়াইয়ে ব্যস্ত। ঠিক তখনই ডাচ রাজনীতিবিদের হত্যার পরিকল্পনার অভিযোগে ফেঁসে চরম বিপাকে প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার খালিদ লতিফ। ২০১০ সালে এশিয়ান গেমসে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন খালিদ । এই প্রাক্তন ক্রিকেটারের 'গুণ'-এর শেষ নেই। পাকিস্তান সুপার লিগে ম্যাচ গড়াপেটায় জড়িয়ে পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ হন। সেই খালিদ এ বার খুনের পরিকল্পনার দায়ে অভিযুক্ত। অভিযোগ, ২০১৮ সালে ইসলাম বিরোধী হিসেবে পরিচিত ডাচ রাজনীতিক গ্রিট ওয়াইল্ডার্সকে হত্যার প্ররোচনা দেন পাক ক্রিকেটার। কোর্টে খালিদকে কমপক্ষে ১২ বছরের কারাদণ্ড দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন ডাচ প্রসিকিউটর।

রয়টার্সের রিপোর্ট অনুযায়ী, পাকিস্তানের বাসিন্দা ৩৭ বছরের প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার খালিদ লতিফের বিরুদ্ধে হত্যার প্ররোচনা, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের প্ররোচনা এবং ওয়াইল্ডার্সকে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। কোর্টে আইনজীবী জানিয়েছেন, ২০১৮ সালে লতিফ সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন। গ্রিট ওয়াইল্ডার্সকে হত্যা করলে ২১ হাজার ইউরো পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করেন! ভিডিয়োটি ডাচ রাজনীতিবিদের কাছে পৌঁছয়। প্রবল ইসলাম বিরোধী ওয়াইল্ডার্স তখন নবী মহম্মদের ব্যঙ্গচিত্র আঁকার প্রতিযোগিতার আয়োজনের পরিকল্পনা করছেন। ইসলাম ধর্মে মূর্তিপুজো নিষিদ্ধ। নবী মহম্মদের ব্যঙ্গচিত্র অধিকাংশ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের অত্যন্ত আপত্তিকর বলে মনে হয়েছিল। প্রবল প্রতিবাদ ওঠে। পরে অবশ্য প্রতিযোগিতাটি বাতিল হয়ে যায়।

প্রাথমিক ভাবে অনুমান, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার জন্য ওয়াইল্ডার্সের বিরুদ্ধে ক্ষেপে ওঠেন লতিফ। তাঁকে হত্যার জন্য আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেন। তাঁর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক গ্রেফতারি পরোয়ানাও জারি হয়েছে। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার জন্য খালিদ লতিফের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি রয়টার্স। আগামী ১১ সেপ্টেম্বর এই মামলার রায় ঘোষণা করবে নেদারল্যান্ডসের আদালত।

কলকাতা লিগের ম্যাচে মাঠে যাওয়ার পথে ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে সাদার্নের কোচ-কর্তারা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা প্রিমিয়ার লিগে সাদার্ন সমিতি ও পাঠচক্রের ম্যাচ দুর্গাপুরে। দুর্গাপুরে যাওয়ার সময়েই দুর্ঘটনার কবলে পড়েন সাদার্ন সমিতির কর্তা ও কোচ। গুড়াপের কাছে সাদার্ন কর্তা ও কোচের গাড়ি উলটে যায়। গুরুতর চোট পান সাদার্ন সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রণব মুখোপাধ্যায়। তাঁদের বর্ধমানের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

গাড়ির চালকের পাশের সিটে বসেছিলেন সাদার্নের ভাইস প্রেসিডেন্ট। পিছনের সিটে বসেছিলেন সাদার্ন সচিব সৌরভ পাল এবং কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য। দুর্ঘটনার অভিঘাতে সংজ্ঞা হারান ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট। গাড়ি থেকে কোনওক্রমে বের করা হয় প্রণববাবুকে। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে বর্ধমানের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলছে প্রণববাবুর। চোট পান সৌরভ পাল ও রঞ্জন ভট্টাচার্যও। সাদার্ন সমিতির সচিব সৌরভ পাল সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল-কে বলেন, দণ্ডড়াপের কাছে আমাদের গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। আমাদের ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রণব মুখোপাধ্যায়ের চিকিৎসা চলছে। আমারও চোট লেগেছিল। আমাকে নিয়ে এই মুহূর্তে চিন্তার বিশেষ কিছু নেই।দ সাদার্নের কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, দবড় অঘটন ঘটতেই পারত। আমি, সৌরভদা (পাল) ও আমাদের ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রণব মুখোপাধ্যায় সকালে দুর্গাপুর যাচ্ছিলাম। টিম পৌঁছে গিয়েছিল আগেই। দুর্ঘটনায় আমি আর সৌরভদা চোট পেয়েছি। কিন্তু প্রণববাবুর চোট গুরুতর। তাঁকে টেনে হিঁচড়ে গাড়ি থেকে বের করতে হয় গাড়ি থেকে। রক্তাক্ত হন প্রণববাবু। সংজ্ঞা হারান তিনি। আচমকা এমন দুর্ঘটনায় প্রথমটায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। এখন অবশ্য প্রণববাবুর অবস্থা স্থিতিশীল।দ সাদার্ন সচিব সৌরভ পাল, রঞ্জন ভট্টাচার্যদের পক্ষে আর দুর্গাপুরে যাওয়া সম্ভব নয়।

কলকাতা প্রিমিয়ার লিগ ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই কারণে ম্যাচ দেওয়া হয়েছে দুর্গাপুরে। গতকালই সাদার্ন সমিতির দল পৌঁছে গিয়েছিল দুর্গাপুরে। ক্লাব কর্তা ও কোচ এদিন যাচ্ছিলেন দুর্গাপুরে। যাওয়ার সময়েই দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তাঁরা।

মঙ্গলবার জাতীয় স্পোর্টস ডে পালন হল সাই-তে।

নীরজ জিতেছেন সোনা, মা জিতলেন পাকিস্তানের মন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারত-পাকিস্তান মানে ক্রিকেট মাঠের মহাযুদ্ধ। ২ সেপ্টেম্বর সারা ক্রিকেট দুনিয়া তৈরি হচ্ছে রোহিত শর্মা বনাম বাবর আজমদের টক্কর দেখার জন্য। শনিবারের ম্যাচ দেখার জন্য টিকিটের দাম আকাশ ছুঁয়েছে। ভারত বনাম পাকিস্তানের মুখোমুখি নামার রোমাঞ্চ শুধু যে ক্রিকেট মাঠেই সীমাবদ্ধ, তা নয়। হকি থেকে শুরু করে যে কোনও খেলায় এই দুই দেশ একে অপরের শত্রু। গত এক দশকে এই লড়াইকে আরও বেশি ইন্ধন যুগিয়েছে ওয়াঘার এপার-ওপারের রাজনৈতিক সম্পর্ক। ব্যতিক্রম কি নেই? একমাত্র 'বন্ধুত্ব' বোধহয় টিকে রয়েছে জ্যাভলিনে। বিশ্ব মিটে সম্প্রতি সোনা জিতেছেন নীরজ চোপড়া। পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিম পেয়েছেন রুপো। বিশ্ব জ্যাভলিনে এই মুহূর্তে সেরা মুখ ভারতের নীরজই। তাঁকেই আইডল করে এগিয়ে চলেছেন আর্শাদও। নীরজ-আর্শাদরা ট্র্যাকে নামার আগে কি ভারত-পাকিস্তান উত্তাপ টের পেয়েছেন? এই প্রসঙ্গে নীরজের মা সরোজ দেবী বেশ অবাক করা উত্তর দিয়েছেন। আর তার মধ্যে দিয়েই পাকিস্তানের মিডিয়া থেকে আমজনতা অঢেল ভালোবাসা দিয়েছেন নীরজের মাকে।

বিশ্ব মিটে নীরজ সোনা পাওয়ার পর তাঁর বাড়িতে গিয়েছিল মিডিয়া। এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন নীরজের মাকে, পাকিস্তানি অ্যাথলিটকে হারিয়ে বিশ্ব মিটে সোনা জয় নীরজের কাছে কত বড় প্রাপ্তি? যা শুনে অবাক করা উত্তর দিয়েছেন সরোজ দেবী। নীরজের মা বলেছেন, 'খেলার মাঠে আলাদা কোনও দেশ হয় না। খেলার মাঠে সব প্লেয়ার সমান। মাঠে সবাই অ্যাথলিট। কেউ না কেউ জিতবেই। সে পাকিস্তানি, নাকি হরিয়ানার, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। নীরজের সোনা জয়ে আমি খুশি হয়েছি। একই সঙ্গে পাকিস্তানের অ্যাথলিটের পারফরম্যান্সেও খুশি।' খেলোয়াড় তৈরি হয় কী ভাবে? প্রতিভাই প্লেয়ার তৈরির প্রাথমিক মশলা। কিন্তু পারিবারিক শিক্ষা তাকে বড় করে, পরিচিত করে। সাফল্যে পেলেও সেই শিক্ষাই তাকে বিনয়ী রাখে। নীরজের ক্ষেত্রে এটাই সত্যি। সরোজ দেবীর এই উত্তর মুগ্ধ করেছে পাকিস্তানিদের। দেশ, জাতি, সীমানা, রাজনীতি ঘেরাটোপ থেকে সন্তানকে বেরিয়ে আসার শিক্ষা দিয়েছেন সরোজ দেবী। যতই পাকিস্তানি হোন, আর্শাদের সঙ্গে নীরজের বন্ধুত্ব রয়েছে। ট্রেনিংয়ে নিজের জ্যাভলিন দিতেও কুণ্ঠা করেননি। বিশ্ব মিটের সময় প্রয়োজনীয় টিপসও দিয়েছেন। যে কারণে আর্শাদও কৃতজ্ঞ নীরজের কাছে। ভ্রাতৃত্বের এক অন্য নিদর্শন তৈরি করেছেন নীরজ-আর্শাদ।

অভাব অর্থের, কমনওয়েলথে সুযোগ পেয়েও অনিশ্চয়তায় উত্তরপাড়ার অনিল

সুস্মিতা মণ্ডল

রিষড়া: 'ফাইট, কোনি ফাইট'...

জনপ্রিয় বাংলা ছবি 'কোনি'-তে কোনির জন্য লড়ে গিয়েছিলেন 'ক্ষীদ্দা'। ছাত্রী ও কোচের কঠোর পরিশ্রমে ধরা দিয়েছিল জয়।

আর বাংলায় কমনওয়েলথে সুযোগ পাওয়া অনিলের জন্য লড়ছেন 'সুদীপ্ত স্যার'। সঙ্গে রয়েছেন আর এক মেন্টর কৌস্তভ বক্সীও। প্রতিদিন বিকেল হলেই রিষড়ার একটি পুকুরে চলে আসেন উত্তরপাড়ার অনিল। ঘড়ি ধরে, মুখে বাঁশি নিয়ে পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস করান কোচ সুদীপ্ত নন্দী। শুধু সাঁতার তো নয়, যে সুযোগ অনিল পেয়েছেন তাতে আছে বিশাল চ্যালেঞ্জ। মানুষের প্রাণ রক্ষার।

জল ভরা প্রায় ৮০ কেজির ম্যানিকিন (মানুষের মতো পুতুল) নিয়ে পুকুরে প্রতিযোগিতার নিয়ম মেনে সাঁতার অভ্যেস করেন অনিল। ক্লান্ত হলেও উপায় নেই, কোচের কড়া নজর। দু'জনেরই লক্ষ্য একটাই, 'জয়'।

কমনওয়েলথ লাইফ সেভিং চ্যাম্পিয়নশিপস ২০২৩-এ অংশ নেবেন হুগলির উত্তরপাড়ার অনিলকুমার সাউ। আগামী সেপ্টেম্বরে কানাডার ওন্টারিও-র উইন্ডসরে হতে চলা এই প্রতিযোগিতায় ভারত থেকে ১২ জন প্রতিযোগী নির্বাচিত হয়েছেন। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মাত্র দু'জনই

'১০০ মিটার ম্যানিকিন ক্যারি উইথ ফিন'

প্রতিযোগী পায়ে ফিন লাগিয়ে ৫০ মিটার সাঁতরে গিয়ে, জলের তলা থেকে ম্যানিকিন (প্রায় ৮০ কেজি) তুলে একহাতে সেটা ধরে সাঁতরে আবার ৫০ মিটার ফিরবে।

'১০০ মিটার ম্যানিকিন টো ডইথ ফিন'

রেসকিউ টিউব নিয়ে সাঁতরে যাবেন প্রতিযোগী, অন্য প্রান্তে তাঁর পার্টনার ম্যানিকিন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। সেই ম্যানিকিন টিউবে আটকে সাঁতরে আসতে হবে। ম্যানিকিনের নাক জলের ওপরে থাকবে।

তথ্য : কোচ সুদীপ্ত নন্দী

অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। একজন অনিল, অন্য জন আহেলি সাহা।

তবে এত লড়াই করে পাওয়া সুযোগের পরও অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়ে গিয়েছে অনিলের। কমনওয়েলথে অংশ নেওয়ার জন্য দরকার ২ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। অত্যন্ত সাধারণ পরিবারের ছেলে অনিল। নিজে কলেজ পড়ুয়া। বিসিএ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। বাবা সাধারণ কাজ করেন। দাদাই সংসার দেখেন, আয় তেমন নয়। পরিবারের সদস্যদের ভরণ পোষণের পর ভাইয়ের প্রতিযোগিতার মোটা টাকা জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছেন তিনি। তবে হাল ছাড়তে নারাজ। ভাইকে হারতে দিতে চান না দাদা সুনীল সাউ। অনিল ও সুনীলের সকলের কাছে আবেদন, কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসুক। যাতে শেষ মুহূর্তে অর্থের জন্য কানাডা যাওয়া না আটকায়।

একই আবেদন অনিলের কোচ সুদীপ্ত নন্দীরও। তাঁদের ক্লাব বা সংগঠন প্রতিযোগীদের পাশে থাকলেও, অনেক টাকার দরকার। কেউ স্পনশর করলে সুবিধে হবে অনিলের। সুদীপ্ত নন্দী সিআরপিএফ-এ সাঁতারের প্রশিক্ষক ছিলেন। অবসর নিয়েছেন। এখন তাঁর একটাই স্বপ্ন, বাংলার ঘরে ঘরে যে প্রতিভা রয়েছে, তাঁদের খুঁজে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে জীবনের পথে এগিয়ে দেওয়া। দেশের হয়ে প্রতিযোতিায় অংশ নেওয়ার জন্য দক্ষ প্রতিযোগী তৈরি করা।

সুদীপ্ত নন্দী জানালেন, আরএলএসএস ও কমনওয়েলথ লাইফসেভিং চ্যাম্পিয়নশিপস সম্পর্কে। এক্ষেত্রে সাঁতারের সঙ্গে জুড়ে থাকে মানবিক একটি দিক। এর লক্ষ্য হল দক্ষ সাঁতারুদের জীবন বাঁচানোতেও দক্ষ করে তোলা। চলতি বছরের জুন মাসে বেঙ্গালুরুতে আয়োজিত (লাইফ গার্ড বিভাগে) ১৮তম ন্যাশনাল পুল লাইফসেভিং চ্যাম্পিয়নশিপে চারটি ইভেন্টে সোনা জেতেন অনিল সাউ। তারপর বাছাই করা ২৫ জনকে নিয়ে পুনেতে হয় কমনওয়েলথ-এর জন্য সিলেকশন ট্রায়াল। তার মধ্যে থেকে ১২ জন নির্বাচিত হন। সেখানেই নাম উঠে আসে অনিল ও আহেলির।

কানাডার উইন্ডসরে ১৩-১৮ সেপ্টেম্বর হবে কমনওয়েলথ। সেখানেই '১০০ মিটার ম্যানিকিন ক্যারি উইথ ফিন' ও '১০০ মিটার ম্যানিকিন টো ডইথ ফিন'-এ অংশ নেবেন অনিল।

কিন্তু কেন লাইফ সেভিং-এর ওপর উৎসাহ জন্মাল অনিলের? জানালেন, বয়স যখন তাঁর ৬-৭ দাদা গিয়ে বালি সুইমিং পুলে ভর্তি করেছিল। তখন থেকেই সাঁতারের প্রশিক্ষণ। পরবর্তীতে স্টেট লেভেলে অংশ নেওয়া। একবার আরএলএসএস (রাষ্ট্রীয় লাইফ সেভিং সোসাইটি)-র কৌস্তভ বক্সী বালির সুইমিং ক্লাবে এসে এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। কীভাবে ডুবে যাওয়া মানুষকে উদ্ধার করতে হবে, কীভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা করতে হবে? প্রাণ বাঁচানোর এই প্রশিক্ষণ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে।

২০২১ সালে টালা পার্কে তিনি লাইফ গার্ডের বিশেষ প্রশিক্ষণ নেন অনিল। তারপরই সাঁতারের এই নতুন ধারায় ন্যাশনালেও অংশ নেন। জয় আসে। এবার সুযোগ মিলেছে কমনওয়েলথে। বৃহস্পতিবারই পুনেতে 'ইন্ডিয়া ক্যাম্পের' জন্য রওনা হচ্ছেন অনিল। সেখানেই থাকবেন আর এক মেন্টর কৌস্তভ বক্সী। সেখানেই হবে অনিলের শেষ মুহূর্তের প্র্যাকটিস। তবে ভয় একটাই, টাকার জন্য সবটা আটকে যাবে না তো!

হারার আগে হারবে না-কুয়াদ্রাতের এই মন্ত্রেই এগিয়ে চলেছে ইস্টবেঙ্গলের বিজয়রথ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০০৪ সালের পর আবার ডুরান্ড কাপের ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। তবে এই জয়টা ইস্টবেঙ্গলের কাছে সহজ ছিল না। ম্যাচের ২২ মিনিটে পিছিয়ে পড়ে ইস্টবেঙ্গল। ৫৭ মিনিটে আরও একটা গোল হজম করে তারা। ০-২ পিছিয়ে পড়ে ঘুরে দাঁড়ানোটা সহজ ছিল না লাল হলুদ ব্রিগেডের কাছে। পিছিয়ে পড়া ম্যাচে শেষ মুহূর্তে সমতা ফেরে তারা। টাইব্রেকারে অনবদ্য জয় পায় ইস্টবেঙ্গল। ফাইনাল নিশ্চিত করে লাল হলুদের কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত দলের পারফরমেন্স ও দলের প্রথম একাদশ নিয়ে বেশ কিছু কথা বলেছেন।

প্রথম একাদশে নানা পরিবর্তন করেছিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। তাঁর পরিকল্পনাগুলো ভুল প্রমাণ হচ্ছিল। ম্যাচের ৭৭ মিনিটে এক গোল ফিরিয়ে দিতেই লাল-হলুদ গ্যালারিতে প্রাণ ফেরে। অতিরিক্ত সময়ে গোল করে সমতা ফেরান

মরশুমের প্রথম ডার্বি জয়ের নায়ক নন্দকুমার। ডুরান্ডের নিয়ম অনুযায়ী ম্যাচ টাইব্রেকারে গড়ায়। আর টাইব্রেকার শেষ পর্যন্ত জেতে ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচ শেষে ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত বলেন, 'প্রথম একাদশে পরিবর্তনের কারণ, ফুটবলাররা ক্লান্ত ছিল। টানা ম্যাচ খেলেছে। সে কারণে সকলকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে। আমাদের কাছে এটা প্রাক মরসুমও। সেই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হত। বিশেষ করে সৌভিক ও বোরহা খুবই ক্লান্ত ছিল।' ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে প্রথম খেলেছেন প্রভসুখন গিল। তরুণ এই গোলরক্ষক প্রতিনিয়ত ভরসা দিয়েছেন। টাইব্রেকারে ম্যাচ গড়ানোয় নজর ছিল তাঁর দিকেও। ম্যাচ জিতে গিলও জানালেন, জয়ের মুহূর্তগুলো আগে থেকেই অনুভব করছিলেন। সে কারণেই মাথা ঠান্ডা রাখতে পেরেছিলেন তিনি। টাইব্রেকারে অনবদ্য ইস্টবেঙ্গলের তরুণ গোলরক্ষক প্রভসুখন গিল। শেষ অবধি ৫-৩ ব্যবধানে জয় ইস্টবেঙ্গলের। টার্নিং পয়েন্ট কোনটা? ইস্টবেঙ্গল কোচ বলছেন, 'ম্যাচে টার্নিং পয়েন্ট বলে কিছু নেই। প্লেয়ারদের ওপর আমার বিশ্বাস আছে। ওদের হার না মানা মানসিকতার ওপর ভরসা ছিল। প্লেয়ারদের বলেছিলাম, হারার আগে হারবে না। যতক্ষণ মাঠে থাকব, লড়াই করব। সেটাই করেছে ছেলেরা। দুটো খুব বাজে গোল হজম করেছি। তবুও প্লেয়ারদের ওপর বিশ্বাস ছিল। ৯০ মিনিট অবধি যা কিছু হতে পারে। ওরা সেটাই করে দেখিয়েছে।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**